সেনসেক্স : ৭৪,২৯৪.৯৬ (-১৯.৬৩)
নিফটি : ২৩,৩৪৬.৪০ (+৭৫.৮০)

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

যুবির গুরুমন্ত্র ফাঁস অভিষেকের
সিরিজ সেরা ভারত ১৩

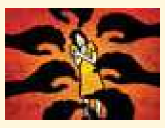

দিল্লিতে কিশোরীকে গণধর্ষণ ৮

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
৩৩°	২৪°	৩৪°	২৫°	৩৪°	২৩°	৩৪°	২৩°

শিলিগুড়ি ১ আশ্বিন ১৪৩৩ শনিবার ৫.০০ টাকা 19 September 2026 Saturday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 47 Issue No. 123

সাদা চোখে সাদা কথায়

জোড়াফুল ভ্যানিশে একবিন্দুতে শুভেন্দু ও জ্ঞানেশ

গৌতম সরকার

'আজ খেলা ভাঙ্গার খেলা...।' তবে আজ খেলাটা শুধু ভাঙানোর নয়, ভেঙে দেওয়ারও। অপারেশন লোটাস শুধু দল ভাঙায় না, ভেঙেও দেয়। চিত্রনাট্যটি নিখুঁত। রাজপাটে বসার পর থেকে শুভেন্দু অধিকারীর মুখে বারবার আস্ফালন ছিল- তৃণমূলের নাম-নিশান রাখব না। সেই আস্ফালন কার্যকর হল জ্ঞানেশ কুমারের নির্দেশিকায়। তৃণমূলের না রইল আসল নাম, না থাকল নিশান। নাম ও প্রতীক- দুই-ই চলে গেল নির্বাচন কমিশনের ঠান্ডাঘরে।

'না রহে বাঁশ, না বাজে বাঁশরী...।' মণিহারা ফণী যেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। নির্বাচনি খেলায় তাঁর অস্তিত্বের প্রতীক 'জোড়াফুল'টাই আর নেই। মমতা ও জোড়াফুল সমার্থক ছিল বাংলায় ভোটের কারবারে। ২৮ বছর আগে নিজের হাতে আঁকা এই প্রতীকটি ছিল তৃণমূল নেত্রীর আবেগের ধন। সেটা শুধু নয়, দলের প্রকৃত নামটাও নির্বাচন কমিশনের সিন্দুকবন্দি করে রেখে দিলেন জ্ঞানেশ কুমার।

এরপর নয়ের পাতায়

মধ্যরাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে কমিশন। আমরা মাথানত করব না। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছি না।
-মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

রাম মন্দির মানি না, মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলা... ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।
-শুভেন্দু অধিকারী

শুরুর আগেই শেষ

নন্দীগ্রামে প্রার্থী নেই মমতার, সমর্থন কংগ্রেসকে

নবনীতা মণ্ডল ও প্রিয়জিৎ দাস

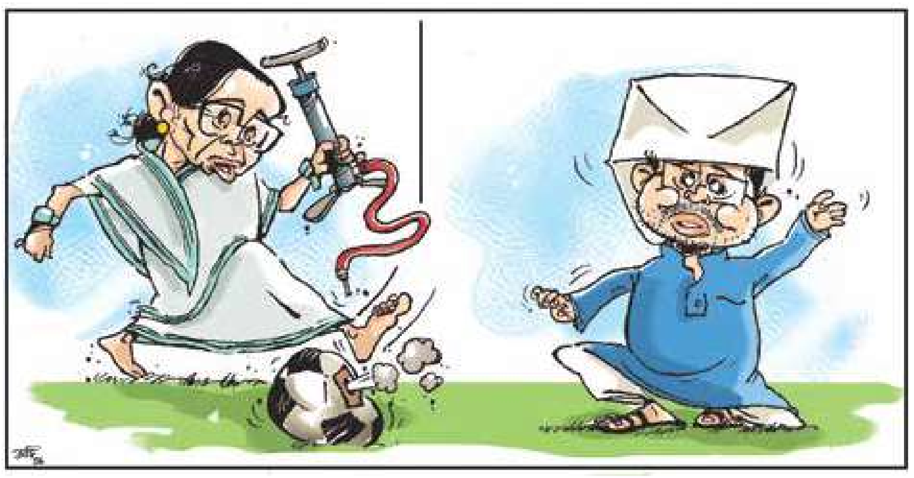

নয়াদিল্লি ও কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বাম আমলে মার খেয়েছেন কয়েকবার। মহাকরণ থেকে চুলের মুঠি ধরে তাঁকে রাস্তায় বের করে দেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেসে অসম্মানিতও হয়েছেন। কিন্তু জীবনের বড় ধাক্কাটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় খেলেন তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম দেওয়ার ২৮ বছর পর। তাঁর নিজের হাতে গড়া দলের নাম ও নিজের হাতে আঁকা জোড়াফুল প্রতীক কেড়ে নিল নির্বাচন কমিশন। সেই ধাক্কায় টালমাটাল মমতা তড়িঘড়ি নন্দীগ্রামের উপনির্বাচন থেকে দলকে সরিয়ে নিলেন। প্রতীক হাতছাড়া হওয়ায় এদিনই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হন মমতা। নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে মামলায় যুক্ত করেছেন ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কেও। আগামী সপ্তাহে মামলাটির শুনানি হতে পারে।

ততক্ষণে অবশ্য আরও এক ধাক্কা লেগেছে তার ওপর। তিনি যাঁকে দলীয় প্রতীকে প্রার্থী করতে চেয়েছিলেন, তিনি সঞ্চিতা প্রধান দে নিজেই সরে দাঁড়ালেন। শুক্রবার হলদিয়ায় মহকুমা শাসকের দপ্তরে গিয়ে মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করেন। শুধু এতেই নয়, মমতার বিড়ম্বনা সঞ্চিতা আরও বাড়িয়েছেন বৃহস্পতিবার রাতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করে। দুজনের কী কথা হয়েছে জানা যায়নি। কিন্তু এটা স্পষ্ট যে, ওই বৈঠকে চূড়ান্ত হয়ে যায় নির্বাচনি ময়দান থেকে সঞ্চিতার সরে দাঁড়ানো।

একই পথে হাঁটার ইঙ্গিত দিয়েছেন রেজিনগরে মমতার প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরী। শেষমেশ রবিউল সরে দাঁড়ালে রেজিনগরেও মমতা কংগ্রেসকে সমর্থন করবেন বলে জল্পনা শুরু হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে একরাতের মধ্যে নতুন রাজনৈতিক পরিচয় হল তৃণমূলের উভয় শিবিরের। শুক্রবার কমিশন জানিয়ে দিল, আসন্ন উপনির্বাচনে মমতা শিবির লড়বে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামে। প্রতীক হবে 'ফুটবল খেলোয়াড়'।

ঋতব্রত শিবিরের নাম দেওয়া হল 'গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস।' প্রতীক 'খাম'। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তাঁদের প্রথম পছন্দ ছিল 'খাম।' সেটিই তাঁরা পেয়েছেন। নন্দীগ্রামের কৃষক আন্দোলন তৃণমূল নেত্রীকে ক্ষমতায় এনেছিল। সেই নন্দীগ্রাম একের পর এক ধাক্কা দিচ্ছে তাঁকে। প্রথমে শুভেন্দুর বিরুদ্ধে লড়তে গেলে ২০২৪-এ নন্দীগ্রাম তাঁকে প্রত্যাখ্যান করে। শুক্রবার সঞ্চিতার ভোলবদল নন্দীগ্রামে তাঁর আরেক আঘাত।

এরপর নয়ের পাতায়

প্রতীক-যুদ্ধ

- উপনির্বাচনে তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ নির্বাচন কমিশনের
- ফুটবলার প্রতীকে 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস' নামে লড়তে চায় কালীঘাট শিবির
- ঋতব্রত শিবিরের নাম গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস। প্রতীক খাম

প্রার্থী-নাটক

- নন্দীগ্রাম উপনির্বাচনে মমতা শিবির প্রার্থী করেছিল সঞ্চিতা দে প্রধানকে
- মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে দেখা করার পর শুক্রবার প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করেন সঞ্চিতা
- বিকেলে ফেসবুক লাইভ করে মমতা জানান, নন্দীগ্রামে কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করছেন তাঁরা, রেজিনগর নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে
- মমতার ঘোষণার পরই নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধান গ্রেপ্তার
- পুরোনো একটি খুনের মামলায় তাঁকে ধরা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ

আট মাস 'পড়ুয়াহীন' স্কুলে নিয়মিত শিক্ষকরা

বিশ্বজিৎ বিশ্বাস

ইসলামপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিক্ষকরা রয়েছেন। ক্লাসরুমের দেওয়ালে ব্ল্যাকবোর্ড রয়েছে, টেবিল-বেঞ্চও রয়েছে নিজের জায়গায়। কিন্তু, এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতা গ্রাস করেছে চারদিক। কচিকাঁচাদের কোলাহলে গমগম করার কথা শ্রেণিকক্ষ, সামনের মাঠে ছুটে বেড়ানোর কথা নতুনের। অথচ, গত প্রায় আট মাস ধরে একজন পড়ুয়ারও পা পড়েনি বিদ্যালয়ে। খাতায়-কলমে ৫১ জন ছাত্র রয়েছে। রোজ সকালে তিনজন শিক্ষক আসেন। দরজা-জানলা খুলে বসেন। ছুটির সময় হলে ফিরে যান। গত আট মাস ধরে মিড-ডে মিলের হাঁড়িও চড়েনি স্কুলটিতে। ইসলামপুর পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ড লাগোয়া ইসলামপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা চমকে যাওয়ার মতোই।

প্রায় ৫ দশক আগে স্থাপিত হয়েছিল এই স্কুল। আশপাশের এলাকা অর্থাৎ কাঁঠালবাড়ি, বলঞ্চা, রুহিয়া, গোয়াবাড়ি এবং পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের কিছু অংশের পরিবার একসময় এর ওপর নির্ভরশীল ছিল। পরবর্তীতে বলঞ্চায় একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং কাঁঠালবাড়িতে এমএসকে ও একটি মাদ্রাসা চালু হয়। ধীরে ধীরে একাধিক ছোট-মাঝারি বেসরকারি বিদ্যালয় খোলে।

এরপর নয়ের পাতায়

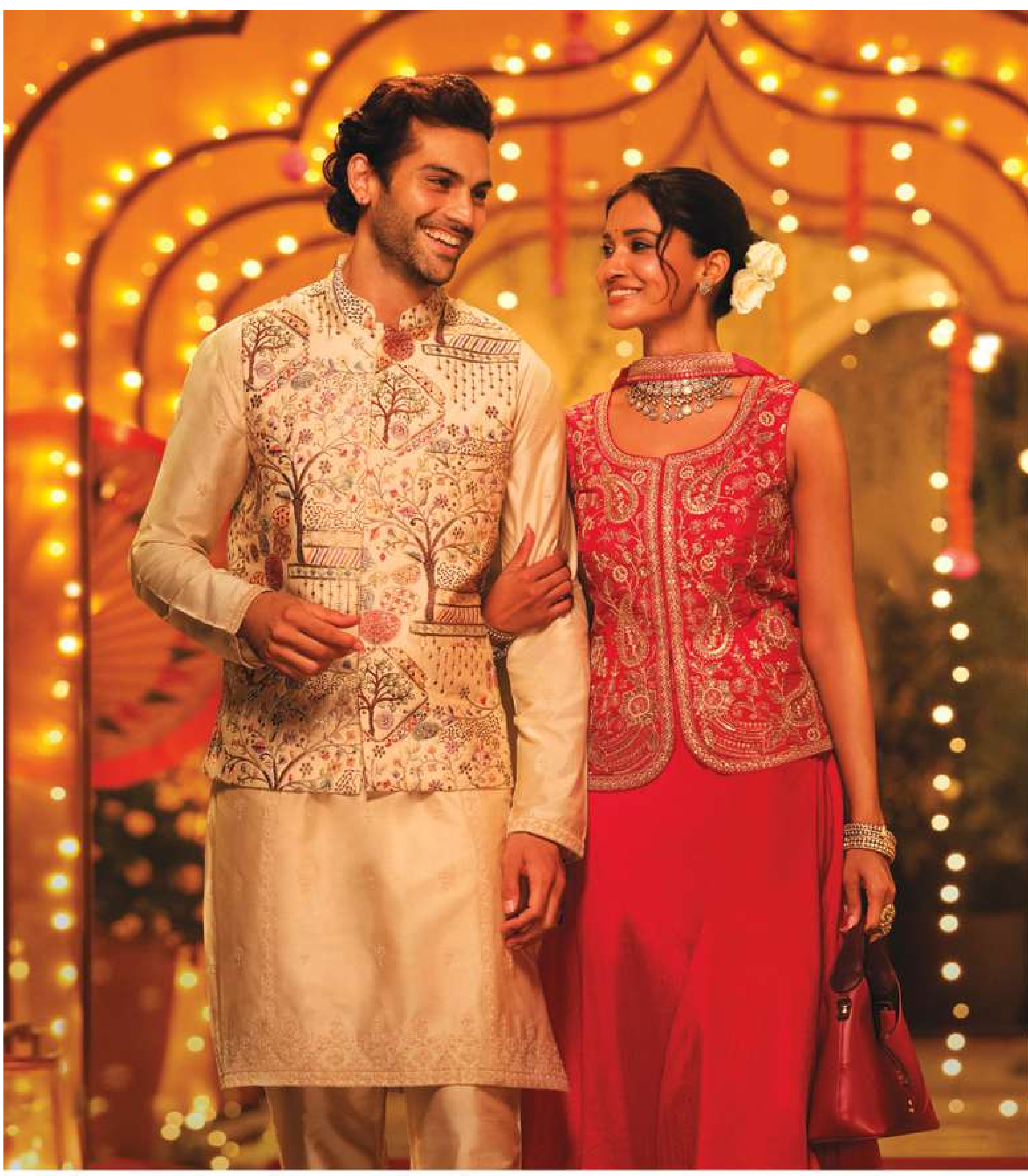

SHOPPERS STOP
পুজোর প্রথম স্টপ
SHOP FROM 500+ PREMIUM BRANDS
PUJO COLLECTION IN STORES
Shop & get exciting offers
Get TOMMY HILFIGER cabin luggage bag at ₹3,999 on shopping above ₹6,999*
Get ₹5,000 E-Gift Voucher* on shopping of ₹60,000
10% OFF* on shopping of ₹1,500 on Shoppers Stop App (Use code – SSNEW10)
Scan to unlock your First Citizen Club Silver Edge Membership
Upload your Pujo look on Instagram, tag @shoppers_stop, use #PujorProthomStop & follow us for a chance to get featured in our campaign
APPAREL | BEAUTY | FRAGRANCES | WATCHES | HANDBAGS
SUNGLASSES | FOOTWEAR | ACCESSORIES | HOME
VISIT US AT: City Centre Mall, Martigara | Acropolis Mall, Sevoke Road
Shop in-store or online on www.shoppersstop.com
VISA | 10% Instant Discount upto ₹1,500 on shopping of ₹10,000
When you Tap to Pay with your Visa Debit cards & Visa Platinum, Signature & Infinite Credit cards.
*T&C Apply

আজ টিভিতে

বিগ বস রাত ৯.৩০ স্টার জলসা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ৭.৩০ বেবি বেবি ও, ১০.১৫ ভিলেন, দুপুর ১.১৫ আমার মায়ের শপথ, বিকেল ৪.৪৫ কেলোর কীর্তি, রাত ৯.০০ স্বামীর ঘর

কালার্স বাংলা সিনেমা : বেলা ১১.০০ বিন্দাস, দুপুর ২.৩০ প্রতিকার, বিকেল ৫.৩০ বিধিলিপি, রাত ৯.৩০ গ্রেফতার

জি বাংলা সোনার : সকাল ৮.৫৫ প্রসেনজিৎ ওয়েডস ঋতুপর্ণা, বেলা ১১.৩০ আসল নকল, দুপুর ২.৩০ পূজা, বিকেল ৫.৩৫ রূপবান, রাত ৮.৩৫ প্রাণের চেয়ে প্রিয়, ১০.৩৫ বৌমা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ আশীর্বাদ

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ চক্রান্ত

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০২ বজ্রকায়া, দুপুর ১.৪০ আই, বিকেল ৪.৫৩ বেঙ্গল টাইগার, সন্ধে ৭.২৯ সিংহম এগেইন

স্টার গোল্ড রোমান্স : সকাল ৯.৪৫ গরম মশালা, দুপুর ১২.৪৫ বীর-জারা, বিকেল ৪.৪৫ গুন্ডে, সন্ধে ৭.৫৯ হঙ্গামা, রাত ১০.৪৫ নাইনটিন টোয়েন্টি লন্ডন

আজ দাদাগিরির মঞ্চে
আপনাদের প্রিয় শিল্পীরা।
রাত ৯.৩০ জি বাংলা

হঙ্গামা সন্ধে ৭.৫৯
স্টার গোল্ড রোমান্স

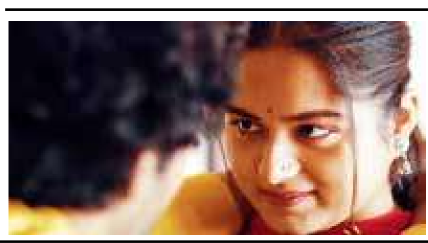

প্রসেনজিৎ ওয়েডস ঋতুপর্ণা
সকাল ৮.৫৫
জি বাংলা সোনার

শরীরে নকশা এঁকে, মালা পরিয়ে বিশ্বকর্মার বাহনকে পুজো করা হচ্ছে। শুক্রবার গরুমারার জঙ্গলে।

কাজে ছুটি, ভালো খাবার কুনকিদের

উত্তরবঙ্গ ব্যুরো

১৮ সেপ্টেম্বর : জঙ্গলে টহল দেওয়ার বদলে শুক্রবার সকালটা ওদের কেটেছে মূর্তি ও জলঢাকা নদীর জলে। তারপর শরীরে চকের নকশা, সাজসজ্জার পালা। আর তারপর ছিল সাড়ম্বর পুজোর আয়োজন। নৈবেদ্যর মেনুতে ছিল কলা, নারকেল, আখ, আপেল সহ নানান পছন্দের ফল। এভাবেই আর পাঁচটা দিনের থেকে একেবারে আলাদা ধাঁচে বিশ্বকর্মাপুজোর দিনটা কাটল গরুমারার কুনকি হাতিদের।

গরুমারা বনাঞ্চলের ধূপঝোরা, গরুমারা ও মেদলা নজরমিনারের তিন পিলখানায় নিয়ম মেনে আয়োজন হয়েছিল হাতিপুজোর। স্থানীয় বাসিন্দা, বনকর্মী থেকে পর্যটকদের মধ্যেও এ নিয়ে ছিল উৎসাহ। দেবশিল্পী বিশ্বকর্মার বাহন হাতি। সেই বিশ্বাস থেকেই বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে গরুমারায় কুনকি হাতিদের পুজো করা দীর্ঘদিনের প্রথা। সেই রীতি মেনে গরুমারায় ৩২টি কুনকি হাতির পুজো করা হয়। অন্যদিনের মতো এদিন অবশ্য তাদের জঙ্গলে নজরদারির কাজে যেতে হয়নি। সকাল থেকে শুরু হয় বিশেষ আয়োজন। প্রথমে মূর্তি ও জলঢাকা নদীতে নিয়ে গিয়ে স্নান করানো হয়। এরপর মাহুতরা চক দিয়ে হাতিদের শরীরে নকশা আঁকেন। সাজসজ্জা শেষে পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণে চলে পুজো।

বিশ্বকর্মাপুজোর এহেন আয়োজন দেখতে মেদলা ও ধূপঝোরার পিলখানায় পর্যটকদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কলকাতা থেকে আসা রত্না সরকার বলেন, 'জীবনে প্রথম জীবন্ত হাতির পুজো দেখলাম। এই অভিজ্ঞতা সারা জীবনের স্মৃতি হয়ে থাকবে।' শুধু কাজ থেকেই ছুটি নয়, বিশ্বকর্মাপুজোয় কুনকিদের ছিল স্বাদবদলের আয়োজন। প্রতিদিন জঙ্গলের ঘাসপাতা খাওয়ার বদলে এদিন তাদের রসনাতৃপ্তি হয় কলা, নারকেল, আপেল দিয়ে। জেনি, হিলারি, ভোলানাথ, কিরণরাজ, কাবেরিরা উৎসাহের সঙ্গে সেরেছে উদরপূর্তি। পছন্দের খাবার পেয়ে তাদের চলাফেরাতেও ধরা পড়ে আনন্দের ছাপ।

এদিন মাহুতদের সাজেও ছিল বিশেষত্ব। মেদলার পিলখানায় ধুতি-পাঞ্জাবি ও মাথায় সাদা গামছা বেঁধে হাতি সংরক্ষণের বার্তা দেন স্থানীয় মাহুত আপন রায়, জয়দেব রায় ও বাবলু রায়রা। তাঁদের কথায়, সারা বছর কুনকি হাতিদের সঙ্গে সময় কাটে। তাই এই বিশেষ দিনে হাতি সংরক্ষণের বার্তা দিতে চাই। গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের এডিএফও রাজীব দে বলেন, 'দীর্ঘদিন ধরেই বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে কুনকি হাতিদের পুজো করার রীতি চলছে। সেই অনুযায়ী এদিন তিন পিলখানায় পুজোর আয়োজন করা হয়েছে।'

জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সম্পদ ৮৫টি কুনকি হাতি। এই কুনকি হাতিরাও এদিন পুজো পেয়েছে। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডঃ নবীকান্ত ঝা জানান, কুনকি হাতিদের স্নান করিয়ে আখ, কলা খাওয়ানো এবং পুজো করা হয়।

তথ্য সহায়তা : শুভদীপ শর্মা, রহিদুল ইসলাম ও নীহাররঞ্জন ঘোষ

যাত্রী নেই, খরচ উঠছে না ভিস্টাডোমের

ভাড়া ও সময়সূচি নিয়ে নালিশ

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : সামনেই দুর্গাপুজো। অথচ পর্যটন মরশুমের মুখে তীব্র যাত্রীসংকটে ভুগছে নিউ জলপাইগুড়ি (এনজেপি) থেকে আলিপুরদুয়ার জংশনগামী ভিস্টাডোম ট্যুরিস্ট স্পেশাল। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, ট্রেনের জ্বালানি খরচ পর্যন্ত উঠছে না বলে দাবি রেলকর্তাদের। ট্রেনের সাধারণ কামরাগুলিতে কিছুটা ভিড় থাকলেও ভিস্টাডোম অধিকাংশ কোচ প্রায় ফাঁকা থাকছে। মাঝেমধ্যে হাতেগোনা দু-একজন যাত্রী নিয়ে বা পুরোপুরি শূন্য কামরা নিয়ে ছুটতে হচ্ছে এই ট্রেনটিকে।

বছরের অন্য সময়ে কমবেশি যাত্রী থাকলেও পুজোর সময়ে সাধারণত ভিস্টাডোমের টিকিট নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ে যায়। তবে চলতি বছরে এখনও পর্যন্ত আগাম বুকিংয়ের তেমন সাড়া নেই। গত ১৫ সেপ্টেম্বরের পর বক্সা ও জয়ন্তী পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়ায় যাত্রী বাড়বে বলে আশা করা হয়েছিল। কিন্তু বাস্তবে তা হয়নি।

ডুয়ার্সের জঙ্গল রুটে পর্যটনের প্রসারে ২০২১ সালের ২৮ অগাস্ট ভিস্টাডোম ট্রেনটির যাত্রা শুরু হয়েছিল। সূচনালগ্নে ট্রেনটি ঘিরে বিপুল উন্মাদনা থাকলেও বর্তমানে সেই জনপ্রিয়তা হারিয়ে গিয়েছে। রেল সূত্রে খবর, প্রতিদিন সকাল ৭টা ২০ মিনিটে এনজেপি থেকে ছেড়ে দুপুর ১টায় আলিপুরদুয়ার জংশনে পৌঁছায় ট্রেনটি। আবার আলিপুরদুয়ার জংশন থেকে দুপুর ২টোয় ছেড়ে সন্ধ্যা ৭টা ২৫ মিনিটে এনজেপিতে ফিরে আসে। মাথাপিছু ভাড়া ৮৪০ টাকা। অভিযোগ, দক্ষিণবঙ্গ থেকে সকালে এনজেপিতে নামা পর্যটকরা সময়ের অমিলের জন্য ট্রেনটি ধরতে পারেন না। অতিরিক্ত ভাড়া ও অপরিকল্পিত সময়সূচিই যাত্রী কমে যাওয়ার মূল কারণ বলে মনে করছে সংশ্লিষ্ট মহল।

যাত্রী টানতে ট্রেনের রুট এবং সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে চালানোর একাধিক পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলেও রেলের তরফে কোনও নির্দেশিকা আসেনি। এনজেপি, শিলিগুড়ি, নিউ মাল জংশন, মালবাজার, লাটাগুড়ি, দোমোহনি হয়ে চ্যাংরাবান্ধা রুট অথবা এনজেপি থেকে সরাসরি আলিপুরদুয়ার জংশন রুটে ট্রেন চালনার পরিকল্পনা এখনও চূড়ান্ত হয়নি।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের চিফ পাবলিক রিলেশন অফিসার (সিপিআরও) কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'পর্যটনের কথা মাথায় রেখেই ডুয়ার্স রুটে ভিস্টাডোম চালানো হচ্ছে। বর্তমানে যাত্রী সংখ্যা কম থাকলেও নতুন করে কোনও নির্দেশিকা আসেনি।'

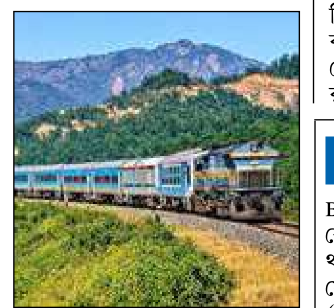

> **পর্যটনের কথা মাথায় রেখেই ডুয়ার্স রুটে ভিস্টাডোম চালানো হচ্ছে। বর্তমানে যাত্রী সংখ্যা কম থাকলেও সময়সীমা নিয়ে নতুন কোনও নির্দেশিকা আসেনি।**
>
> **কপিঞ্জলকিশোর শর্মা**
> সিপিআরও,
> উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল

বাড়ছে তিন নদীর জলস্তর

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সিকিম ও ভুটানে বৃষ্টি হওয়ায় অসংরক্ষিত এলাকায় তিস্তা, জলঢাকা ও রায়ডাক নদীর জলস্তর বাড়ছে। মেখলিগঞ্জে তিস্তা, মাথাভাঙ্গার কাছে জলঢাকা এবং তুফানগঞ্জের কাছে রায়ডাক নদীতে জলস্তর বিপদসীমা ছুঁইছুঁই।

সেন্ট্রাল ওয়াটার কমিশনের কার্যনির্বাহী ইঞ্জিনিয়ার অনিলকুমার আর্য বলেছেন, 'আতঙ্কের কারণ নেই। শনিবার উত্তরবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে মাঝারি ও ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস রয়েছে। সিকিম ও গোটা উত্তরবঙ্গের পরিস্থিতিতে নজর রাখা হচ্ছে।'

কিডনি চাই

B+ কিডনি চাই, বয়স 40 এর মধ্যে কোনও স্বহৃদয় ব্যক্তি দিতে ইচ্ছুক থাকলে অভিভাবক সহ অতি সত্বর যোগাযোগ করুন। 8670390212. (P/S)

তারিখ পরিবর্তন

শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘের লটারী খেলা পূর্ব নির্ধারিত 18-09-2026 -এর পরিবর্তে 4-10-2026 অনুষ্ঠিত হবে। এই অনিচ্ছাকৃত পরিবর্তনের জন্য আন্তিরিকভাবে দুঃখিত। 'শিলিগুড়ি রবীন্দ্র সংঘ', রবীন্দ্র নগর, শিলিগুড়ি। (C/123557)

অ্যাফিডেভিট

আমি Ratiram Toppo S/o - Mangra Oraon, Vill - Mech Para Tea Garden P.O. & P.S. - Kalchini, Dist - Alipurduar. আমার ছেলের (Vedant Toppo) জন্ম শংসাপত্রে (B/2026/1237930 Date - 22-07-2026) ঠিকানা ভুল থাকায় গত 15.9.26 তারিখে আলিপুরদুয়ার E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট করে, আমাদের ঠিকানা - Munsiline P.O. Kalchini Vill - Kalchini Tea Garden Dist - Alipurduar থেকে সংশোধন করে Munsi Line Mechpara Tea Garden P.O. & P.S. - Kalchini Dist - Alipurduar করা হল। (B/S)

লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনে কোচ রেস্টুরেন্ট কার্যকরি করার হেতু লাইসেন্স

আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় কোচ রেস্টুরেন্ট কার্যকরি করার জন্যে লাইসেন্স। রেট ইউনিটঃ বার্ষিক অনুজ্ঞাপত্র প্রদানের শুল্ক। ট্রিপস/দিনঃ ১৮২৬।

অক্সন ক্যাটালগ সংখ্যা. সি-এপিএনএফআরআরসিআরএলটিজি২৬

এসইকিউ সংখ্যা.	এলওটি সংখ্যা./শ্রেণী	বিবরণ
এএ/১	এমএসএস-এপিডিজে-এলটিজি-আরসিআর-২৭-২৬-১ (এমআইএসসি-স্ট্যাটিক-সার্ভিসেস-রেল কোচ রেস্টুরেন্ট)	সংলগ্ন স্কেচ প্ল্যান এবং ঠিকার বিশেষ শর্তাবলি অনুসারে লাইসেন্স ধারকের নিজ ব্যয়ের দ্বারা লতাগুড়ি রেলওয়ে স্টেশনের চতুর্দিকের এলাকায় স্থাপন এবং কার্যকরি করার জন্যে রেলওয়ে কোচে কোচ রেস্টুরেন্টের কার্যকরিকরণ

নিলাম প্রারম্ভ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৫-০৯-২০২৬ তারিখে ১২.০০ ঘন্টায় এবং বন্ধ হবেঃ ১২.৩০ ঘন্টায়। প্রাথমিক কুলিং অফ পিরিয়ড ৩০ মিনিট। লট অনুযায়ী বন্ধ হওয়ার সময় আইআরইপিএসের ই-নিলাম মডিউলে অবলোকন করতে পারেন।

টোকাঃ বিস্তৃত তথ্যের জন্যে প্রত্যাশিত ডাককর্তাগণকে আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এ ই-নিলাম লিজিং মডিউল অবলোকন করার জন্য অনুরোধ করা হল।

ডিআরএম (সি), আলিপুরদুয়ার জংশন

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

JOIN ARMY DENTAL CORPS

AS SHORT SERVICE COMMISSIONED OFFICER
FOR A PROMISING & CHALLENGING CAREER : 2026

সেনা ডেন্টাল কোরে স্বল্পকালীন পরিষেবা কমিশনের দ্বারা ভারতীয় নাগরিক পুরুষ এবং মহিলা উভয়কেই অনলাইনে আবেদনের আহ্বান করা হচ্ছে।

যোগ্যতাঃ- আবেদনপ্রার্থীদের ডেন্টাল কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়া (ডিসিআই) দ্বারা মান্যতা প্রাপ্ত কলেজ / বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিডিএস / এমডিএস ডিগ্রি প্রাপ্ত হতে হবে।

বয়সসীমা ঃ- আবেদনপ্রার্থীদের ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৬ এর হিসেবে বয়স ৪৫ বছরের ঊর্ধ্বে হবে না।

Online Applications are invited from Indian citizens, both male and female, for grant of Short Service Commission in the Army Dental Corps.

QUALIFICATION :

Candidates must be BDS/MDS Degree holder from a College/University recognized by Dental Council of India (DCI).

AGE LIMIT : The candidate must not have attained 45 yrs of age as on 31 Dec 2026.

আরও তথ্যের জন্য ২৯শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ তারিখের এমপ্লয়মেন্ট নিউজ/ রোজগার সমাচারটি দেখুন। যোগ্যতার বিশদ বিবরণ, শর্তাবলি, নির্দেশাবলি এবং অনলাইন আবেদনের বিস্তারিত বিবরণ ২২শে সেপ্টেম্বর ২০২৬ এর থেকে www.join.afms.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

For more information, see Employment News/Rozgar Samachar issue of 19 Sep 2026. Details of Eligibility, Terms & Conditions, Instructions and Online Applications will be available on the website www.join.afms.gov.in from 22 Sep 2026 onwards.

cbc 10601/11/0028/2627

e-Tender

Tender WB APD II/NIT 06(e)/NIT/VB-G RAM G/2026 work for 11 (Eleven) No. works is invited by the U/S. Details may be seen in www.wbtender.gov.in Govt. of West Bengal & Simultaneously this office Notice Board on all working days during working hours.

Sd/-
Block Development Officer
Alipurduar-II Development Block

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৫-এর জন্য ওপেন ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি. তারিখ ১৬.০৯.২০২৬। সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা, কার্যালয় ভবন, পো. - ঝলঝলিয়া, জেলা - মালদা, পিন - ৭৩২১০২ (প.ব.) নিম্নলিখিত কাজের জন্য অভিজ্ঞ এবং আর্থিক সঙ্গতিসম্পন্ন নামী সংস্থা/এজেন্সি/কন্ট্রাক্টরদের থেকে ওপেন ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন : **টেন্ডার নং ইএল-এমএলডিটি-ই-টেন্ডার-৪৬৫। কাজের নাম** : (১) বরাহাট-মন্দারহিল শাখার মধ্যবর্তী পাঞ্জওয়ারা রোড হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (২) হাঁসডিহা-পিওয়াইএইচটি শাখার মধ্যবর্তী গাংওয়ারা হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (৩) হাঁসডিহা-নলিহাটি শাখার মধ্যবর্তী কুর্মাহাটি হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। (৪) ভাগলপুর-টিকানী শাখার মধ্যবর্তী গোনুধাম হল্ট স্টেশনে ক্রসিং স্টেশনের সংস্থানের জন্য বৈদ্যুতিক কাজ। **টেন্ডার মূল্য:** ২,৮৭,৬২,৪০৮.৭৬ টাকা। **বায়নামূল্য:** ৫,৭৫,৩০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য:** শূন্য। **ই-টেন্ডার জমার তারিখ এবং সময়:** ২৪.০৯.২০২৬ থেকে ০৮.১০.২০২৬ তারিখ দুপুর ৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। **ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিস বোর্ড** : www.ireps.gov.in এবং সিনিয়র ডিইই (জি), পূর্ব রেলওয়ে, মালদা টাউন অফিসের নোটিস বোর্ড। ওয়েবসাইটে বিস্তারিত টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও নথিপত্র দেখতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। উপরোক্ত টেন্ডারের জন্য কোনও পরিস্থিতিতেই ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (MLD-196/2026-27)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

JOB সত্বর নিয়োগ

সাব-এডিটর

যোগ্যতা- স্নাতক। পরিবর্তনশীল পৃথিবী সম্পর্কে সচেতন। বাংলায় সাবলীলভাবে লিখতে পারা এবং ইতিবাচক মানসিকতা। অভিজ্ঞদের পাশাপাশি অনভিজ্ঞরাও আবেদন করতে পারেন।

মিডিয়া সেলস এগজিকিউটিভ

যোগ্যতা- স্নাতক। ঝকঝকে, স্মার্ট, মিশুকে। কাজ উত্তরবঙ্গ সংবাদ পত্রিকা, ফেসবুক পেজ এবং ওয়েবসাইটের জন্য বিজ্ঞাপন সংগ্রহ।

অ্যাকাউন্টস ক্লার্ক

যোগ্যতা- বিকম। ট্যালি, অনলাইন ব্যাংকিং, জিএসটি জানা প্রার্থীরা অগ্রাধিকার পাবেন। অ্যাকাউন্টস সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। বয়স অনূর্ধ্ব ৩০।

ubs.torchbearer@gmail.com

আবেদনপত্র পাঠানোর শেষ দিন : ২২ সেপ্টেম্বর, ২০২৬

উপরে উল্লিখিত শর্ত না মেনে ই-মেল করলে আবেদনপত্র গ্রাহ্য করা হবে না।

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য

৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বিদেশ থেকে কোনও বন্ধুর দ্বারা ভালো খবর পেতে পারেন। পৈতৃক ব্যবসা নিয়ে ভাইবোনদের সঙ্গে মনোমালিন্য। বৃষ : বন্ধু মহলে বাড়তি কথা এড়িয়ে চলুন। কোনও আত্মীয়ের দ্বারা প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা। কর্মক্ষেত্রে ভালো খবর পেতে পারেন। মিথুন : পারিবারিক বিবাদে বাসস্থান ত্যাগ করতে হতে পারে। নতুন কোনও ব্যবসা নিয়ে ভাবনাচিন্তা করতে পারেন। প্রেমে মানসিক কষ্ট। কর্কট : সাংসারিক কোনও কথা বন্ধু মহলে বলে সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা। সন্তানের লেখাপড়া নিয়ে চিন্তা বাড়বে। সিংহ : অর্থ নিয়ে চিন্তা কাটবে। পারিবারিক কারণে ভিনরাজ্যে যেতে হতে পারে। দীর্ঘদিনের কোনও স্বপ্নপূরণের দিন। কন্যা : পারিবারিক ব্যবসায় লগ্নি করার আগে বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। পেটের রোগে ভোগান্তি। তুলা : কর্মপ্রার্থীরা ভালো খবর পাবেন। দূরের কোনও আত্মীয়ের পরামর্শে নতুন জমি কেনার সম্ভাবনা তৈরি হতে পারে। বৃশ্চিক : আয় অপেক্ষা ব্যয়ের মাত্রা বেড়ে যাওয়ায় মানসিক চাপ বাড়বে। বাবার শরীর নিয়ে উদ্বেগ। ধনু : আপনার যোগ্যতা প্রমাণের চেষ্টায় সফল হবেন। আয় বৃদ্ধি পাবে। সংসারে বাড়তি দায়িত্ব নিতে হতে পারে। মকর : আপনার কোনও কথার ভুল ব্যাখ্যা হওয়ায় বিড়ম্বনায় পড়তে হতে পারে। সংসারে অর্থিক চাপ বাড়বে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। কুম্ভ : বাড়িতে পুজোপাঠের আয়োজনে নিজেকে শামিল করুন। পৈতৃক সম্পত্তি নিয়ে মামলা মোকদ্দমা মিটে যাওয়ার সম্ভাবনা। মীন : কর্মক্ষেত্রে গুপ্ত শত্রু থেকে সাবধান। জমি জায়গা নিয়ে প্রতিবেশীর সঙ্গে অযথা তর্কবিতর্কে মানসিক কষ্ট।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ১ আশ্বিন, ১৪৩৩, ভাঃ ২৮ ভাদ্র, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৬, ১ আহিন, সংবৎ ৮ ভাদ্রপদ সুদি, ৭ রবিঃ সানি। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৬। শনিবার, অষ্টমী দিবা ২।২৪। মূলানক্ষত্র রাত্রি ১।৫৩। আয়ুষ্মানযোগ দিবা ৩।৫৬। ববকরণ দিবা ২।২৪ গতে বালবকরণ রাত্রি ৩।২৬ গতে কৌলবকরণ। জন্মে-ধনুরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী শনির ও বিংশোত্তরী কেতুর রাশি, রাত্রি ১।৫৩ গতে নরগণ অষ্টোত্তরী বৃহস্পতির ও বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-একপাদদোষ। যোগিনী-ঈশানে, দিবা ২।২৪ গতে পূর্বে। কালবেলাদি ৬।৫৯ মধ্যে ও ১।৩ গতে ২।৩৪ মধ্যে ও ৪।৫ গতে ৫।৩৬ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৫ মধ্যে ও ৩।৫৯ গতে ৫।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ২।৩৪ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১।৫৩ গতে যাত্রা মধ্যম, রাত্রি ৩।৫৯ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- অষ্টমীর একোদ্দিষ্ট, দিবা ২।২৪ মধ্যে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অমৃতধারা- দিবা ৬।২৩ মধ্যে ও ৭।৯ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫০ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩৬ মধ্যে এবং রাত্রি ১২।৩৭ গতে ২।১৭ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- রাত্রি ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ONLY BRAND

Direct Branded Garments Company....SALE

শিলিগুড়ির কোর্টইয়ার্ড বাই ম্যারিয়টে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে প্রথম ব্র্যান্ডেড গার্মেন্টস EXPO

যা 3 বছরে একবারই আয়োজিত হয়

এইবার 19 এবং 20 সেপ্টেম্বর Saturday & Sunday- তে আয়োজিত হচ্ছে

গ্রীষ্ম এবং শীতকালীন 2025-2026 পোশাকের একটি বড় স্টল
সরাসরি ফ্যাক্টরি থেকে আপনার কাছে পৌঁছাবে

Don't Miss the Sale Only 2 Days

শিলিগুড়ির Courtyard by Marriott ONLY 2 DAYS

প্রায় ২ কোটি টাকার সমস্ত রেডিমেড পোশাক
স্পোর্টস 100% চামড়ার জুতো, লাগেজ, ট্রলি ব্যাগ, সুটকেস এবং আরও
BIG BRANDS... এই নিয়মে বিক্রি করা হবে।

₹800 থেকে ₹1500 পর্যন্ত লেডিস, জেন্টস টি-শার্ট, টপ, শার্ট
মাত্র ₹100 থেকে ₹400 টাকায় বিক্রি করা হবে।

- ₹ 2000 টাকা পর্যন্ত টি-শার্ট ... শুধুমাত্র 400 থেকে 500 টাকায়
- ₹ 3500 টাকা পর্যন্ত ফরমাল এবং ক্যাজুয়াল শার্ট শুধুমাত্র ... 600 থেকে 800 টাকায়
- ₹ 7000 টাকা পর্যন্ত লেডিস এবং জেন্টস জিন্স প্যান্ট ... শুধুমাত্র 600 এবং 1200 টাকায়
- ₹ 3000 টাকা পর্যন্ত সোয়েট শার্ট ... শুধুমাত্র 700 টাকায়
- ₹ 2000 টাকা পর্যন্ত হাফ স্লিভ জ্যাকেট ... শুধুমাত্র 500 টাকায়
- স্পোর্টস এবং পিওর লেদার শুজ নিন 800 থেকে 2000 টাকায়

সম্মানিত গ্রাহকগণ মনোযোগ দিন, এই সেলে এমন হবে না যে লেখা আছে এক আর বিক্রি হচ্ছে অন্য কিছু এছাড়াও ন্যাশনাল এবং ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডের অনেক কাউন্টার উপলব্ধ থাকবে।

নোট : দয়া করে খেয়াল রাখবেন : ১. এই সেল-কে অন্য কোনো সেলের সাথে তুলনা করবেন না। এই সেল বিশেষভাবে কেবল খুচরা (রিটেল) ক্রেতাদের জন্যই রাখা হয়েছে। ২. যে পোশাকের স্টক শেষ হয়ে যাবে, তার কাউন্টার সাথে সাথেই বন্ধ করে দেওয়া হবে। ৩. পাইকারি বিক্রেতারা যোগাযোগ করবেন না। এই সেল শুধুমাত্র খুচরা (রিটেল) ক্রেতাদের জন্যই প্রযোজ্য।

সেল চলবে মাত্র 2 দিন, 19 ও 20 সেপ্টেম্বর, শনিবার এবং রবিবার

Venue: COURTYARD BY MARRIOTT Siliguri | Mallaguri, Hill Cart Rd, Siliguri, West Bengal, 734003

সময়: সকাল 10 টা থেকে রাত 09 টা পর্যন্ত

কোনো এন্ট্রি ফি নেই, কোনো পার্কিং চার্জ নেই

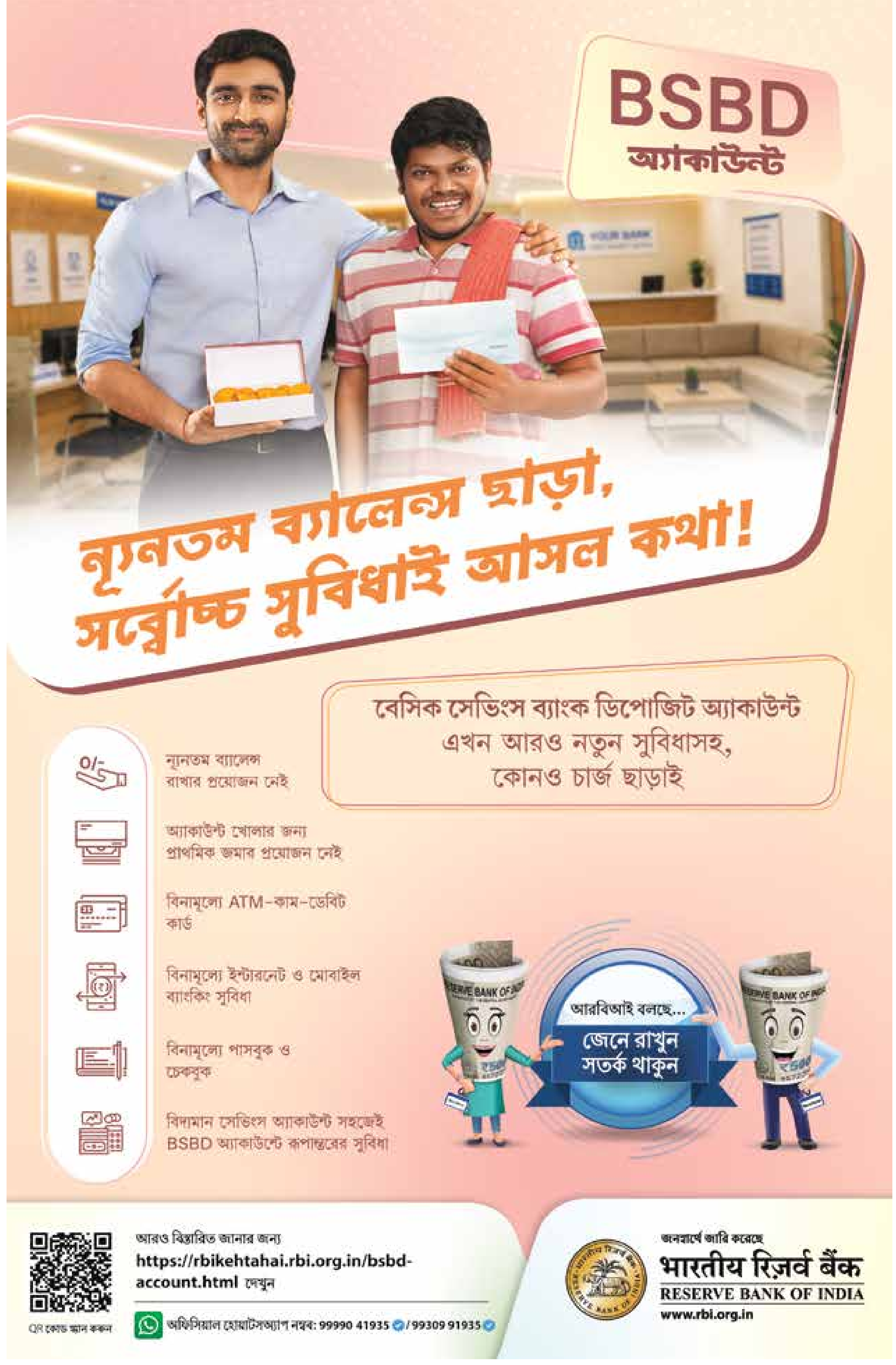

ফুলবাড়ি-২ পঞ্চায়েতে সেই মাফিয়ারাজ

বনাঞ্চল থেকে মাটি পাচার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাটি পাচারে নজর বনাঞ্চলে। মহানন্দা নদী থেকে প্রতিদিন যেমন বালি পাচার হচ্ছে, তেমনই নদী বাঁচাতে তৈরি বনাঞ্চল থেকেও মাটি কেটে নেওয়া হচ্ছে। বাদ যাচ্ছে না নদীর পাড় থেকেও মাটি কাটা। স্থানীয়দের মদতেই ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা এলাকায় মাটি পাচারে একটি চক্র সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ। যা নিয়ে সরব হয়েছেন এলাকারই লোকজন। ফুলবাড়ি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান রফিকুল ইসলাম জানান, তিনি অভিযোগের বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখবেন। যথোপযুক্ত পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়ও।

সরকারি জমি যাতে বেহাত না হয়, তার জন্য মহানন্দা নদীর পাড়ে বনাঞ্চল তৈরি করেছে বন দপ্তর। অজস্র গাছের জন্য ওই জায়গা দখল করতে পারছে না ল্যান্ড মাফিয়ারা। কিন্তু বনাঞ্চল ও নদীর পাড় থেকে মাটি কেটে তা বাইরে পাচারের অভিযোগ উঠছে। জানা গিয়েছে, স্থানীয় মদতে মালবাহী গাড়ি ও ভ্যানে করে মাটি পাচার করা হচ্ছে। কংক্রিটের জঙ্গলে এখন কালো মাটির অভাব শহরে। যে কারণে বিভিন্ন নার্সারি কালো মাটি বিক্রি করে। তবে নার্সারিগুলির জন্য এখানে মাটি কাটা বা পাচার করা হচ্ছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। স্থানীয় সূত্রের দাবি, এক ভ্যান মাটি প্রায় দেড় থেকে দু'হাজার টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। আবার ছোট চারচাকা মালবাহী গাড়িতে করে মাটি নিয়ে যাওয়া হলে প্রতি গাড়ি প্রায় চার থেকে পাঁচ হাজার টাকায় বিক্রি হচ্ছে। পশ্চিম ধনতলার বাসিন্দা জগেশ রায় বলেন, 'এই এলাকায় এর আগেও নদী থেকে অবৈধভাবে বালি-পাথর তুলে বিক্রি করার অভিযোগ উঠেছিল। বনাঞ্চল তৈরির পর নদী থেকে বালি-পাথর তোলার ঘটনা বন্ধ হয়েছে। তবে এখন বিভিন্ন সময় মাটি খুঁড়ে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।'

পশ্চিম ধনতলা এলাকায় প্রায় এক থেকে দেড় কিলোমিটার অংশজুড়ে বিভিন্ন জায়গায় মাটি খোঁড়ার চিহ্ন দেখা যাচ্ছে। কোথাও মাটি খোঁড়ার ফলে নদীর পাড়ে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। সরকারি জমি ও নদীর পাড়ের মাটি এভাবে কেটে নিয়ে যাওয়ার ফলে এলাকার পরিবেশ এবং নদীর পাড়ের স্থায়িত্ব নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। ফুলবাড়ির বাসিন্দা রাজীব মণ্ডলের কথায়, 'লাগাতার এই এলাকায় নজরদারি দরকার। নয়তো মাটি কাটা বন্ধ করা যাবে না।' বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায় জানান, পদক্ষেপের জন্য বিষয়টি নিয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলবেন।

- মহানন্দার পাড় ও বনাঞ্চল থেকে কালো মাটি কেটে চড়া দামে বিক্রির অভিযোগ
- মাটি কাটার ফলে তৈরি হয়েছে বড় গর্ত, ক্ষুব্ধ স্থানীয় বাসিন্দারা
- পঞ্চায়েত প্রধান ও বিধায়ক প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাস দিয়েছেন

> **বনাঞ্চল তৈরির পর নদী থেকে বালি-পাথর তোলার ঘটনা বন্ধ হয়েছে। তবে এখন বিভিন্ন সময় মাটি খুঁড়ে তা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।**
>
> -জগেশ রায়
> স্থানীয় বাসিন্দা

আজ শিলিগুড়িতে পঞ্চায়েতমন্ত্রী

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'ভিবি-জি রাম জি' প্রকল্পে ১২৫ দিনের কাজ শুরু হয়েছে জেলাগুলিতে। ১৪ দিনের মধ্যে পারিশ্রমিক দেওয়ার কথা ছিল রাজ্যের। ১৪ দিনের বেশি হলে সুদ সমেত টাকা দেওয়ার ঘোষণা করেছিলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু অভিযোগ, কাজ করার দুই মাস পরেও টাকা পাননি শিলিগুড়ির সংশ্লিষ্ট শ্রমিকরা। তাতে কাজের গতি কমেছে। নতুন করে আগ্রহী হচ্ছেন না অনেক শ্রমিক। চাপ বাড়ছে পঞ্চায়েত স্তরের আধিকারিকদের। এই পরিস্থিতিতে আজ শনিবার শিলিগুড়ি আসছেন রাজ্যের পঞ্চায়েতমন্ত্রী দিলীপ ঘোষ। উত্তরকন্যায় পাহাড়, সমতলের পঞ্চায়েত স্তর থেকে জেলা পর্যায়ের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করার কথা রয়েছে তাঁর। সেখানেই এই বকেয়া অর্থের ব্যাপারে আলোচনা হতে পারে বলে মনে করছেন আধিকারিকদের একাংশ।

যদিও দার্জিলিং জেলা প্রশাসন সূত্রের খবর, শুধু ১২৫ দিনের প্রকল্পের আলোচনা নয়, প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, পঞ্চদশ অর্থ কমিশন, পঞ্চম অর্থ কমিশন, স্বচ্ছ ভারত মিশন এবং গ্রামীণ রাস্তা সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা করবেন মন্ত্রী। প্রশাসনের এক আধিকারিক বলেন, 'মন্ত্রী প্রশাসনের আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করবেন। কাজের অগ্রগতির নির্দেশ দিতে পারেন।'

রাজ্যে পালাবদলের পরে বিভিন্ন জেলার পঞ্চায়েতগুলির ক্ষমতা ছিনিয়ে নিচ্ছে বিজেপি। হাতেগোনা কয়েকটি পঞ্চায়েত বাদে পাহাড়, সমতলের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিতে এখনও বিগত সরকারের বোর্ডই রয়েছে। অভিযোগ, অনেক পঞ্চায়েত প্রধান সঠিক কাজ করছেন না। তাতে উন্নয়ন নানাভাবে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেই সমস্যা কীভাবে মিটবে বেশ কিছুদিন ধরে আলোচনা চলছে বিজেপির অন্দরে। প্রধানদের আর্থিক ক্ষমতা খর্ব করা হয়েছে। তারপরও অনেক পঞ্চায়েতে তৃণমূলের বোর্ড থাকায় নাক গলাতে পারছে না বিজেপি। তাতেও উন্নয়ন নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন পদ্ম নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গ সফরে পঞ্চায়েতমন্ত্রী সেই সমস্যা সমাধানের পথ দেখাবেন বলেও আশাবাদী দলের নেতা -কর্মীরা।

রাজ্যের অর্থ ও পরিবহণ দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন বলেন, 'দীলিপদা তাঁর দপ্তরের বিষয়ে আলোচনা করবেন। পঞ্চায়েত দপ্তরের অনেক কাজ হয়েছে। কিছু কাজ সবে শুরু হয়েছে। বাকি সমস্যা থাকলে সেগুলিও আশাকরি সমাধানের পথ দেখাবেন।'

নদীর বুক চিরে।। আলিপুরদুয়ারে রাজাভাতখাওয়া সংলগ্ন এলাকায়। ছবি : আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

হোমস্টে কাণ্ডে শাস্তি চায় পরিবার

তদন্তের খোঁজ মন্ত্রীর, বয়ান রেকর্ড পুলিশের

রণজিৎ ঘোষ ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সিটংয়ের হোমস্টেতে অগ্নিকাণ্ডে গুরুতর জখম তরুণীর বয়ান রেকর্ড করল পুলিশ। শুক্রবার পুলিশ শিলিগুড়ির কাওয়াখালির বেসরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন তরুণীর বয়ান নিয়েছে বলে পারিবারিক সূত্রে জানা গিয়েছে। ওই হোমস্টের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত গাফিলতির অভিযোগ তুলে কঠোর পদক্ষেপের দাবি করেছে পরিবারটি। গত ১৩ সেপ্টেম্বর কার্সিয়াংয়ের সিটং-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের খাসমহল এলাকার একটি হোমস্টেতে চিকেন বারবিকিউ তৈরির সময় অগ্নিদগ্ধ হন উত্তর দিনাজপুর জেলার বাসিন্দা ওই তরুণী।

বারবিকিউ তৈরির সময় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় হোমস্টেগুলির নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। শুক্রবার ওই তরুণীর স্বামী সৌভিক দাস বলেন, 'হোমস্টেতে অগ্নিনির্বাপণের ন্যূনতম ব্যবস্থা নেই। এই ঘটনার পরে একটা গাড়ির ব্যবস্থা করতেও হোমস্টে কর্তৃপক্ষ দীর্ঘক্ষণ সময় নেয়। পরে গাড়ি এলেও স্ত্রীকে নিয়ে নার্সিংহোমে আসার সময় আমাদের সঙ্গে হোমস্টের কেউ শিলিগুড়িতে আসতে চাননি।'

ওই হোমস্টের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের দাবি তুলেছেন সৌভিক। তাঁর স্ত্রীর শারীরিক অবস্থাও ভালো নয় বলে জানান তিনি। ঘটনার তদন্ত চলছে বলে জানান কার্সিয়াংয়ের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার অনিন্দ্যসুন্দর ভট্টাচার্য।

অগ্নিকাণ্ডের পর হোমস্টেগুলিতে পর্যটকদের নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। হোমস্টেগুলিতে সরকারের আরও নজরদারি বাড়ানো, অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা বাধ্যতামূলক করা এবং বারবিকিউ তৈরি এবং বনফায়ারের ক্ষেত্রে সমস্ত সরকারি নির্দেশিকা যাতে মানা হয়, তা নিশ্চিত করার দাবি উঠেছে। দার্জিলিং হোমস্টে ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি সুভাষ ছেত্রী বলছেন, 'সবাইকে অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা রাখার জন্য বলা হয়েছে। তবে, সেই নিয়ম কে কতটা মানছে, সেটা প্রশাসনের দেখার কথা। যদিও অফবিট এলাকার হোমস্টেগুলিতে বারবিকিউর ব্যবস্থা বেশি থাকে। সেখানে প্রশাসনের কতটা নজরদারি থাকে বলতে পারছি না।'

পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক ঘটনাটিকে অনভিপ্রেত বলে দাবি করেছে। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক তন্ময় গোস্বামীর বক্তব্য, 'অতীতে এ ধরনের দুর্ঘটনার কথা শোনা যায়নি। তবে হোমস্টে সহ গ্রামীণ পর্যটনের সঙ্গে যুক্ত কর্তৃপক্ষকে বারবিকিউ, বনফায়ার সহ আগুন সংক্রান্ত যে কোনও বিনোদনমূলক পদক্ষেপের আগে পর্যটক সহ অন্যদের সুরক্ষার দিকে আরও সতর্কতা এবং দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিতে হবে।'

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'খবর পেয়েই বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। একটা তদন্ত চলছে। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়, তা দেখা হচ্ছে।'

> **খবর পেয়েই বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসকের সঙ্গে কথা বলেছি। একটা তদন্ত চলছে। সেই তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পরেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পাশাপাশি এই ধরনের ঘটনা এড়াতে প্রয়োজনীয় সমস্ত ব্যবস্থা যাতে নেওয়া হয়, তা দেখা হচ্ছে।**
>
> **শংকর ঘোষ** পর্যটনমন্ত্রী

প্রতিমা গড়ায় মাটির আকাল, চিন্তায় মৃৎশিল্পীরা

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'ধার' করা মাটিতে তৈরি করতে হচ্ছে দুর্গা প্রতিমা। আর সমপরিমাণ মাটি ফেরাতে না পারলে চোকাতে হচ্ছে চড়া মূল্য। কখনও আবার লুকিয়ে-চুরিয়ে মাটি জোগাড় করছেন প্রতিমাশিল্পীরা। জেলার মৃৎশিল্পীরা একসুরে সকলেই বলছেন, মায়ের মূর্তি গড়তে মাটির এমন অকাল আগে কখনও হয়নি। আর একমাস পরেই পুজো। শিলিগুড়ি কুমোরটুলির শিল্পীদের অনেকেই এখন ভাবছেন কতগুলো প্রতিমার বরাত নেবেন। তাঁরা বলছেন, গোটা দার্জিলিং জেলায় প্রতিমাশিল্পীদের নদী থেকে মাটি সংগ্রহের অনুমতি এখনও আইনি জটিলতায় আটকে। ফলে তারা কতগুলো প্রতিমা এবার তৈরি করতে পারবেন, তা নিয়ে অনেকেরই সন্দেহ আছে। ফাঁসিদেওয়ার বিধায়ক দুর্গা মুর্মু বলেন, 'মৃৎশিল্পীদের যাতে মাটি পেতে আইনি সমস্যা না হয়, তা আমি নজরে রাখব।'

শিলিগুড়ি কুমোরটুলি মৃতশিল্পী উন্নয়ন সমিতি সূত্রে জানা গিয়েছে, তাঁরা প্রতিমা তৈরির মাটি আনেন মূলত ফাঁসিদেওয়া, ইসলামপুর সীমান্তঘেঁষা চেঙ্গা নদী থেকে। সেই নদীর মাটি তুললে আইনি জটিলতা রয়েছে। বর্তমানে জেলায় নদী খনন বন্ধ। জেলার শিল্পীরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীকে প্রায় তিন মাস আগে পরিস্থিতির কথা জানিয়েছিলেন বলে দাবি। কয়েক দফা বৈঠকে জেলা প্রশাসনকেও প্রতিমাশিল্পীরা লিখিতভাবে বিষয়টি দেখার কথা বলেছিলেন। জেলা প্রশাসন আবার ব্লক ভূমি সংস্কার আধিকারিকদের বিষয়টি খতিয়ে দেখে মাটি কাটার অনুমতি দিতে বলেছিল। কিন্তু তাতে সমস্যা মেটেনি।

মৃৎশিল্পীদের সূত্রেই জানা গিয়েছে, জেলার শিল্পীরা প্রতি বছর চেঙ্গা নদী থেকে প্রতিমা তৈরির জন্য মাটি তোলেন। প্রত্যেকবার সেটা ঘুরপথে হয়। এবার থেকে তাঁরা নিয়ম মেনে মাটি তুলতে চাইছিলেন। তাতেই জটিলতা দেখা দিয়েছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লক ভূমি সংস্কারের তরফে জানানো হয়েছে, কয়েকদিন হল তারা তদন্তের অনুমতি পেয়েছে। কতটা মাটি তুলতে দেওয়া যাবে তা খতিয়ে দেখা হবে।

কিন্তু পুজোর আর বেশি দেরি নেই। এখনও সরকারি নিয়ম মেনে মাটি না পাওয়ায় জেলার শিল্পীরা বেকায়দায় পড়েছেন বলে দাবি। তাঁরা বলছেন, এবার মাটির দাম চড়া। ৪০ সিএফটি মাটি তুলতে ৪০ হাজার টাকা নিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। গাড়িতে তুলে কুমোরপাড়ায় নিয়ে আসতেও প্রায় হাজার টাকা লাগছে। ১০০ সিএফটি মাটির জন্য ১৫ হাজার টাকার প্রয়োজন হচ্ছে। ফলে কখনও পাশের জেলা জলপাইগুড়ি, আবার কখনও আরও দূর থেকে মাটি আনতে হচ্ছে তাঁদের। তাও প্রয়োজনমতো পাওয়া যাচ্ছে না।

শিলিগুড়ি কুমোরটুলি মৃতশিল্পী উন্নয়ন সমিতির সভাপতি অধীর পাল বলেন, 'প্রত্যেকবার কুমোরটুলি থেকে সাত-আটশো দুর্গা প্রতিমা বিক্রি হত। এবার বরাত এলেও তৈরিতে সমস্যা হচ্ছে। মনে হচ্ছে শ'দুয়েক প্রতিমা কম তৈরি হবে।'

এক শিল্পী বলেন, 'আইনি জটিলতায় মাটি তুলতে দেওয়া হচ্ছে না। বাইরে থেকে মাটি এলে রাস্তায় আটকে দিচ্ছে পুলিশ। তাতেও খরচ বাড়ছে। মাটির অভাবে বরাত নিতেই ভয় পাচ্ছি।'

সব ঠিক আছে তো ? *বিশ্বকর্মা পুজোর দিন শিলিগুড়ির সমরনগরে ছবিটি তুলেছেন বিট্টু রায়।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

তরুণ গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পকসো মামলায় দেবানন্দ রায় নামে এক তরুণকে গ্রেপ্তার করল মেডিকেল ফাঁড়ির পুলিশ। তিনি তারিজোতের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার এক নাবালিকা স্থানীয় একটি নার্সিংহোমে চিকিৎসা করাতে গেলে তার অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ার বিষয়টি সামনে আসে। এরপর নার্সিংহোম থেকে পুলিশে খবর দেওয়া হয়। পুলিশ জিজ্ঞাসাবাদ করতেই ওই তরুণের নাম সামনে আসে। এরপরই দেবানন্দকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতকে শুক্রবার শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁর ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

কালিম্পং এবার 'রোমাঞ্চের রাজধানী'

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : এতদিন পাহাড় মানেই ছিল মেঘ, কাঞ্চনজঙ্ঘা, পাইন বন আর নিরিবিলি ছুটি কাটানোর সুযোগ। এবার সেই ছবিতে ঢুকছে অ্যাডভেঞ্চারের ঝাঁঝও। পাহাড়ের পথে হাঁটা থেকে আকাশে ওড়া, নদীর স্রোতে ভেসে চলা থেকে জঙ্গলের অচেনা পথে পা রাখা— পর্যটনকেন্দ্র কালিম্পংকে এবার সেইসব রোমাঞ্চের ঠিকানা হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে জিটিএ। আগামী ২৭ সেপ্টেম্বর বিশ্ব পর্যটন দিবসে কালিম্পংকে 'পশ্চিমবঙ্গের অ্যাডভেঞ্চার ক্যাপিটাল' হিসেবে আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

বহুদিন ধরেই কালিম্পংয়ে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজম গড়ে তোলার চেষ্টা চলছে। পর্যটকদের পরিচিত গন্তব্যের বাইরে নিয়ে যেতে জেলার বিভিন্ন অফবিট জায়গা চিহ্নিত করার কাজও হয়েছে। জিটিএ'র ফিল্ড ডিরেক্টর দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলেন, 'আমরা অনেকদিন ধরেই কালিম্পংকে অ্যাডভেঞ্চার ক্যাপিটালের স্বীকৃতি দেওয়ার চেষ্টা করছিলাম। অবশেষে সেই স্বপ্নপূরণ হতে চলেছে।'

ডেলোয় প্যারাগ্লাইডিংয়ের সুযোগ ইতিমধ্যেই পর্যটকদের টানছে। নীচে নামলে তিস্তায় রিভার র‍্যাফটিংয়ের সুযোগ মিলছে। পর্যটন দপ্তরের তথ্যেও ডেলোকে প্যারাগ্লাইডিং এবং তিস্তাকে রিভার র‍্যাফটিংয়ের উপযুক্ত জায়গা হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। তার পরও আছে আরও অনেক কিছু। ঘিস নদীতে কায়াকিং ও স্নর্কেলিং, পাহাড়ে রক ক্লাইম্বিং, ট্রেকিং, জিপলাইন— অ্যাডভেঞ্চারের তালিকা ক্রমেই লম্বা হচ্ছে। ইয়েলবংয়ের রিভার ক্যানিয়নের তো আকর্ষণই আলাদা। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ক্যানিয়ন ট্রেক, রিভার ক্যাম্পিং, জিপলাইন ও র‍্যাপেলিংয়ের মতো অভিজ্ঞতার স্বাদ উপভোগ করতে পারবেন পর্যটকরা।

অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমের রাজধানী হিসেবে কালিম্পংয়ের এই উঠে আসার পেছনে ভৌগোলিক বৈচিত্র্য একটা বড় কারণ। একই জেলায় পাহাড়, নদী, জঙ্গল, খরস্রোতা জলধারা এবং অফবিট গ্রাম— সবই রয়েছে। নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে ট্রেকিংয়ের পাশাপাশি পাখি দেখার টানেও পর্যটকরা আসেন। ফলে অ্যাডভেঞ্চার আর প্রকৃতি— দুই অভিজ্ঞতাকে একসঙ্গে প্যাকেজ হিসেবে পেশ করাও সম্ভব। এই উদ্যোগে আগ্রহ দেখিয়েছে পর্যটন দপ্তরও।

পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ বলেন, 'ভালো উদ্যোগ। জিটিএ'র সঙ্গেও এই বিষয়ে কথা বলছি। পর্যটন দপ্তর থেকে সবরকম সমর্থন দেওয়া হবে।'

এর প্রভাব শুধু পর্যটকের সংখ্যা বাড়াতেই সীমাবদ্ধ থাকবে না বলে মনে করছে পর্যটন মহলের একাংশ। অফবিট জায়গাগুলিতে পর্যটক বাড়লে হোমস্টে, স্থানীয় খাবার, গাড়ি, গাইড এবং অ্যাডভেঞ্চার প্রশিক্ষণের মতো পরিষেবার চাহিদাও বাড়বে। পর্যটন বিশেষজ্ঞ রাজ বসু বলেন, 'পাহাড়ের তরুণদের জন্য গাইড, র‍্যাফটিং ও প্যারাগ্লাইডিং প্রশিক্ষক হিসেবে বিকল্প কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি হতে পারে। স্থানীয়রাও হোমস্টের মাধ্যমে স্বনির্ভর হওয়ার সুযোগ পাবেন।'

তবে অ্যাডভেঞ্চার করার সুযোগ যত বাড়বে, নিরাপত্তা ও প্রশিক্ষণের প্রশ্নটিও তত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে। কালিম্পংয়ের নতুন পরিচয়ের সাফল্য তাই শুধু কত পর্যটক এলেন, তার ওপর নির্ভর করবে না, কতটা পরিকল্পিত ও নিরাপদভাবে কালিম্পং রোমাঞ্চের রাজধানী হিসেবে গড়ে উ ঠল, তার ওপরও নির্ভর করবে।

হাতি নিয়ে বিপত্তি

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বন দপ্তরের অনুমতিতে সড়কপথে অসম থেকে তামিলনাড়ুতে বৈধভাবে হাতি নিয়ে যাওয়ার সময় আচমকা বিপত্তি। শুক্রবার রাতে শিলিগুড়ি শহর লাগোয়া নৌকাঘাট এলাকায় আটকে যায় হাতিবোঝাই ওই ট্রাকটি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছান এনজেপি থানার পুলিশ ও বাগডোগরা রেঞ্জের বনকর্মীরা। বাগডোগরা রেঞ্জের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, হাতিটিকে রাতে ব্যাংডুবি এলাকায় রাখা হচ্ছে। শনিবার সকালে সেটি ফের তামিলনাড়ুর উদ্দেশে রওনা দেবে।

জানা গিয়েছে, নিরাপত্তার স্বার্থে ট্রাকের ঠিক পিছনেই পাহারায় ছিল বন দপ্তরের একটি গাড়ি। কিন্তু নৌকাঘাট এলাকায় ভিড়ের কারণে ট্রাকটি আটকে পড়লে, পিছনের গাড়িটিও কিছুটা দূরে আটকে পড়ে। এই পরিস্থিতিতে গাড়িটি ঢাকা থাকায় স্থানীয় কয়েকজন তরুণের সন্দেহ হয়। গোরু বা অন্য কিছু পাচার হচ্ছে এই সন্দেহবশত তাঁরা ট্রাকচালককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। আচমকা এই ঘটনায় চালক হকচকিয়ে গিয়ে ট্রাক থেকে নেমে পড়েন। এরপর দ্রুত খবর দেওয়া হয় বন দপ্তরের ওই গাড়িতে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং বনাধিকারিকরা। পরে বন দপ্তরের তরফে সমস্ত বৈধ নথি যাচাই করার পর, হাতি সহ ট্রাকটিকে ব্যাংডুবি এলাকায় নিয়ে যাওয়া হয়।

সংঘর্ষ

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুই নাবালকের মারপিটের ঘটনায় শুক্রবার চাঞ্চল্য ছড়াল কয়লাডিপো এলাকায়। অভিযোগ, সামান্য কথাকাটাকাটিকে কেন্দ্র করে দুই নাবালক একে অপরের সঙ্গে মারপিটে জড়িয়ে পড়ে। এরপর এক নাবালক অপর নাবালকের কানের কাছে কাচের বোতল দিয়ে আঘাত করে। ঘটনায় এক নাবালকের কানে গুরুতর আঘাত লাগে। পালটা মারধরে বোতল দিয়ে আক্রমণ করা নাবালকের কপালেও গুরুতর আঘাত লাগে। দুই নাবালকেরই ক্ষতস্থানে সেলাই পড়ে।

জেল হেপাজত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ইলেক্ট্রনিকসের দোকান থেকে চুরির ঘটনায় ওই দোকানেরই এক কর্মীকে গ্রেপ্তার করেছিল পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়ির পুলিশ। ধৃত সুভাষ দাস নিরঞ্জননগরের বাসিন্দা। চারদিনের পুলিশ হেপাজতে নিয়েছিল পুলিশ। ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করে কিছু সামগ্রী উদ্ধার করা হয়। ধৃতকে শুক্রবার ফের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

গঙ্গার পাড়ে হারিয়ে যাচ্ছে শৈশব

কল্লোল মজুমদার

মালদা, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'পিংকি, পিংকি, কোথায় গেলি রে...'— কেশরপুর বাঁধের ওপর কালো পলিথিনে ঘেরা অস্থায়ী আস্তানার সামনে দাঁড়িয়ে বারবার মেয়েকে ডাকছিলেন সুমা মণ্ডল। বন্যার জলে ঘরবাড়ি ডুবে যাওয়ার পর এখন এই বাঁধই তাঁদের ঠিকানা। তাই সাত বছরের মেয়ে চোখের আড়াল হলেই দুশ্চিন্তায় পড়ে যান মা। কয়েকবার ডাকাডাকির পরও মেয়ের সাড়া না পেয়ে পলিথিনের ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন সুমা। এদিক-ওদিক তাকাতেই কিছুটা স্বস্তি ফিরল তাঁর মুখে। কিছুটা দূরে বাঁধে আশ্রয় নেওয়া পিংকির বয়সি অর্চনার সঙ্গে দৌড়ে বাড়ির দিকে ফিরছে পিংকি।

মেয়ে কাছে আসতেই রাগমেশানো গলায় মা বলে উঠলেন, 'বলেছি না, আমাকে না বলে কোথাও যাবি না। ভয় নেই বুঝি?' মায়ের বকুনি খেয়ে পিংকির সরল উত্তর, 'অর্চনার বাড়িতে গিয়েছিলাম তো। ওখানে পুতুল খেলছিলাম।' মেয়ের মুখের দিকে তাকিয়ে সুমা ফের বললেন, 'সারাদিন না খেলে একটু তো পড়াশোনা করতে পারিস।' সঙ্গে সঙ্গে পিংকির উত্তর, 'স্কুল তো বন্ধ।'

মাত্র তিনটি শব্দ। অথচ সেই কথার মধ্যেই যেন লুকিয়ে রয়েছে বন্যায় আটকে পড়া অসংখ্য শিশুর দীর্ঘশ্বাস। সরকারি তথ্য অনুযায়ী, প্লাবনের জন্য শুধু মানিকচকেই বন্ধ ৫৮টি প্রাথমিক স্কুল। আর জেলায় সেই সংখ্যাটা ৮৩। পিংকি আর অর্চনা—দুজনেরই বয়স সাতের কাছাকাছি। পিংকিরা পড়ে কেশরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে।

এই সময়টায় তাদের হাতে থাকার কথা ছিল বইখাতা, আর পরনে থাকার কথা স্কুলের পোশাক। বন্ধুদের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ, ক্লাসে বসে পড়াশোনা আর টিফিনের সময় হইচইয়ে দিন কেটে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু গঙ্গার গ্রাসে সেই স্বাভাবিক জীবন এখন অনেক দূরে।

মালদায় বন্যার জলে ডোঙা নিয়ে খেলায় ব্যস্ত।

পিংকিদের মতোই কেশরপুর বাঁধে আশ্রয় নিয়েছে হেমন্ত মণ্ডল। বয়সে নাবালক, স্বভাবে বেশ শান্তশিষ্ট। পুলিনটোলায় ছিল তাদের বাড়ি। কিন্তু রাক্ষুসে গঙ্গা সেই ভিটেমাটি কেড়ে নিয়েছে। এখন মা-বাবার সঙ্গে বাঁধের ওপরেই দিন কাটছে। একটা ভাঙা চেয়ারে বসেছিল হেমন্ত। হাতে বড়সড়ো একটি পেয়ারা। সামনে দিয়ে দুরন্ত গতিতে বয়ে চলেছে গঙ্গা। নদীর দিকে তাকিয়ে থাকা ছেলেটির চোখেমুখে যেন বন্দি জীবনের ক্লান্তি। কথা বলতে যেতেই হেমন্তের সরল স্বীকারোক্তি, 'জানি না কবে স্কুল খুলবে। কবে বন্ধুদের সঙ্গে দেখা হবে। এখানে আর থাকতে ভালো লাগছে না।' তারপর দেখিয়ে দিল বাঁধের ওপর খেলতে থাকা কয়েকজন শিশুকে। বলল, 'ওরাও আমার বন্ধু। ওই যে ওরা, সবাই খেলছে।' নিজে খেলতে যাচ্ছে না কেন? প্রশ্ন শুনে হেমন্ত বলল, 'এখন খেলতে গেলে মা বকবে। মা রান্না করছে। আর আমি এখানে বসে বোনকে পাহারা দিচ্ছি। বোন ঘুমাচ্ছে যে।'

একদিকে গঙ্গার গর্জন, অন্যদিকে বাঁধের ওপর পলিথিনের অস্থায়ী ঘর। তার মাঝেই বড় হয়ে উঠছে পিংকি, অর্চনা, হেমন্তরা। প্লাবন শুধু তাদের ঘরবাড়ি কেড়ে নেয়নি, থমকে দিয়েছে তাদের পড়াশোনা, খেলাধুলো, বন্ধুত্ব— সবকিছু।

ভুবনটোলা গ্রামে দেখা হল অলোক আর দীপকের সঙ্গে। ওরা কিশোর। পড়াশোনা শিকেয় তুলে নৌকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েছে গ্রামের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত ঘুরে দেখতে। ওরা একটু বড়, তাই হয়তো বেশ ভয়ডরহীন। কিন্তু আশঙ্কায় থাকেন অভিভাবকরা। যদি কোনও দুর্ঘটনা ঘটে যায়, যদি কেউ তলিয়ে যায় সর্বগ্রাসী গঙ্গায়!

বাঁধের ওপর আস্তে আস্তে বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা নামতে শুরু করে। পিংকিরা ফের পলিথিনের ঘরে ঢুকে পড়ে। হেমন্তের হাতে তখনও ধরাই রয়েছে সেই পেয়ারা। সামনে একইভাবে বয়ে চলে গঙ্গা। আর তারই পাশে, তাদের নিজেদেরও অজান্তে, একটু একটু করে শৈশব হারিয়ে ফেলছে হেমন্তরা।

সত্যমেব জয়তে
ভারত সরকার

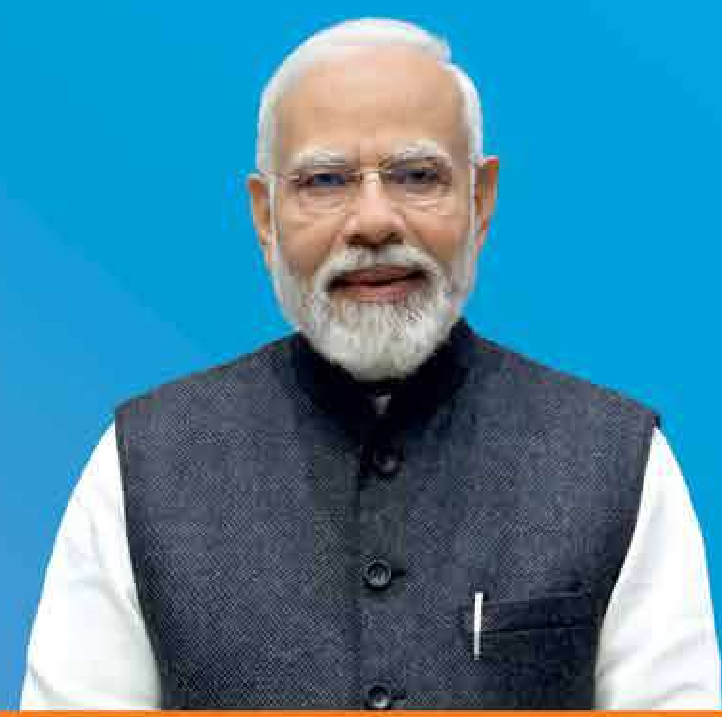

যুব শক্তি

বিকশিত ভারতের রূপকল্প বাস্তবায়নের চালিকাশক্তি

সরকারি সেবার মাধ্যমে যুব সমাজকে জাতি গঠনের সাথে যুক্ত করার একটি উদ্যোগ

রোজগার মেলা

সারা দেশব্যাপি ৪৫টি স্থানে সরকারি
চাকরির জন্য ৫১,০০০+ নির্বাচিত প্রার্থীদের
নিয়োগপত্র প্রদান করা হবে

কর্তৃক

নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী

(ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে)

শনিবার, ১৯শে সেপ্টেম্বর, ২০২৬ দুপুর ১২:৩০টায়

- ভারত সরকার এবং অংশগ্রহণকারী রাজ্য সরকারগুলির মাধ্যমে বিপুল সংখ্যক নিয়োগপত্র বিতরণ।
- ১৩টি আঞ্চলিক ভাষায় নিয়োগ পরীক্ষার মাধ্যমে সমান সুযোগ প্রদান।
- প্রশ্নপত্র ফাঁসের বিরুদ্ধে কঠোর আইন- বিশেষ দ্রুত বিচার আদালত স্থাপন, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তদন্ত, দ্রুত বিচার প্রক্রিয়া নিশ্চিতকরণ।
- ইউপিএসসি-এর 'প্রতিভা সেতু' পোর্টালের মাধ্যমে মেধাবী যুবকদের জন্য বেসরকারি খাতে কর্মসংস্থানের সুযোগ।
- ইউপিএসসি, এসএসসি, রেলওয়ে নিয়োগ বোর্ড (আরআরবি) এবং আইবিপিএস-এর মতো বিশিষ্ট সংস্থার মাধ্যমে নিয়োগ প্রদান।
- স্বচ্ছ, সময়ভিত্তিক এবং মেধাভিত্তিক নিয়োগ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যুবদের আকাঙ্ক্ষাকে ক্ষমতায়িত করা।
- আধার ভিত্তিক যাচাইকরণ এবং মুখমণ্ডল প্রমাণীকরণের মাধ্যমে পরীক্ষার গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি।
- iGOT কর্মযোগী প্ল্যাটফর্মে ৬,৭০০ এর বেশি ই-লার্নিং কার্যক্রম উপলব্ধ সঙ্গে নবনিযুক্ত কর্মীদের জন্য 'কর্মযোগী প্রারম্ভ'– কার্যক্রম উপলব্ধ রয়েছে।

DD NEWS
অনুষ্ঠানটি সরাসরি সম্প্রচার দেখুন ডিডি নিউজে

প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত আরও তথ্যের জন্য কর্মযোগী মডিউল ওয়েবসাইট https://portal.igotkarmayogi.gov.in-এ পরিদর্শন করুন অথবা কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন

CBC 15401/13/0004/2627

বোর্ড গঠনে সরকার বনাম মমতাপন্থী তৃণমূল

সৌরভ দেব

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সরকারি রক্তচক্ষু ও প্রশাসনিক স্থগিতাদেশকে কার্যত নস্যাৎ করে জলপাইগুড়ি পুরসভার বোর্ড গঠনে সরাসরি সংঘাতের পথে হাঁটল তৃণমূল কংগ্রেসের মমতাপন্থী শিবির। প্রশাসনের দেওয়া নোটিশ উপেক্ষা করে পূর্বনির্ধারিত নির্ঘণ্ট মেনেই শনিবার ঠিক বেলা ১২টায় পুরভবনের সভাকক্ষে উপস্থিত হওয়ার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়েছেন কাউন্সিলাররা। শুধু তাই নয়, সরকারের পাঠানো ওই স্থগিতাদেশের কড়া আইনি জবাব দেওয়ার তোড়জোড়ও শুরু হয়েছে। ফলে বোর্ড গঠন ঘিরে নবান্নের সঙ্গে জলপাইগুড়ির তৃণমূল কাউন্সিলারদের এই বেনজির সম্মুখসমরে উত্তরবঙ্গের রাজনীতিতে হইচই পড়ে গিয়েছে।

শনিবারের সভা নিয়ে নিজেদের অবস্থানে অটল থেকে তৃণমূল কাউন্সিলার তপন বন্দ্যোপাধ্যায় কড়া সুরে বলেন, 'বোর্ড গঠনের বৈঠক স্থগিত রাখার সরকারি আবেদন বা নির্দেশ কোনওটিই আমরা মানব না। আদালত আমাদের সভা বন্ধ করতে বলেনি। আমরা যা পদক্ষেপ করছি তা সম্পূর্ণ পুর আইন মেনেই। কাজেই পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শনিবার আমরা পুরসভায় গিয়ে বোর্ড গঠনের বৈঠক করব।' কাউন্সিলারদের এহেন অনড় অবস্থানের পর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হতে চলেছে, তা জানতে মহকুমা শাসকের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

দীর্ঘ টালবাহানা কাটিয়ে শনিবার বোর্ড গঠনের বিশেষ সভার

জলপাইগুড়ি পুরসভা

চিঠি সমস্ত কাউন্সিলার ও মহকুমা শাসকের দপ্তরে পাঠিয়েছিলেন পুর প্রতিনিধিরা। কিন্তু ছন্দপতন ঘটে বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায়। মহকুমা শাসকের পাঠানো এক চিঠিতে জানানো হয়, পুরসভায় প্রশাসক বসানো সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে রাজ্য সরকার কলকাতা হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে যাচ্ছে। ফলে যতদিন না সেই মামলার ফয়সালা হচ্ছে, ততদিন কোনও বিশেষ সভা ডাকা যাবে না। এই নোটিশের মাধ্যমে কার্যত শনিবারের বৈঠক বানচাল করার নির্দেশ দেওয়া হয়।

প্রশাসনের এই পদক্ষেপের তীব্র সমালোচনা করেছেন মমতাপন্থী তৃণমূল নেতা শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর তোপ, 'বিজেপি চায় শহরের বাসিন্দারা পুর পরিষেবা থেকে বঞ্চিত থাকুন। সেই কারণেই প্রশাসনকে ঢাল করে বোর্ড গঠনে বাধা দিতে নোংরা রাজনীতি চলছে। আমাদের কাউন্সিলাররা সমস্ত বাধা উড়িয়ে শনিবার বৈঠকে বসবেন।' এই দ্বন্দ্ব নিয়ে খোঁচা দিতে ছাড়েনি বিজেপিও। জেলা বিজেপি সহ সভাপতি বুবাই কর কটাক্ষ ছুড়ে বলেন, 'যাঁরা বোর্ড গঠনের হুংকার দিচ্ছেন, তাঁদের নিজেদের রাজনৈতিক অস্তিত্ব কোথায়? যে দলের প্রতীকে জিতেছিলেন, তাও তাঁদের হাতে নেই। জলপাইগুড়ির সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করে বিপদে ফেলার অপচেষ্টা চলছে।'

শাসক ও বিরোধীদের এই নজিরবিহীন কাদা ছোড়াছুড়ির মাঝে চরম বিপাকে পড়েছেন নাগরিকরা। সামনেই দুর্গোৎসব, অথচ প্রশাসনিক অচলাবস্থার জেরে পুর পরিষেবা মুখ থুবড়ে পড়েছে। শুক্রবার সকালেই সুহৃদ লেনে পানীয় জলের পাইপ ফেটে ব্যাপক বিপত্তি দেখা দেয়। ক্ষুব্ধ স্থানীয়রা পুরসভায় অভিযোগ জানালেও লাভ হয়নি। সরব হয়েছেন কংগ্রেস কাউন্সিলার অম্লান মুন্সি। তিনি বলেন, 'বোর্ড গঠন নিয়ে নোংরা রাজনৈতিক বিরোধ চলছে, আর চরম ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন সাধারণ মানুষ। সামনে পুজো, এই সময়ে পুরসভার ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের নতুন উদ্যোগ

শয্যা থাকলে তবেই রেফার

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম বা সিআরএস ব্যবস্থা চালু হতে চলেছে। এর ফলে উত্তরবঙ্গের যে কোনও হাসপাতাল থেকে রোগী উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করার আগে দেখে নিতে হবে আদৌ সংশ্লিষ্ট রোগীর চিকিৎসার জন্য মেডিকেলে শয্যা খালি রয়েছে কি না। কলকাতার বাইরে এই প্রথম রাজ্যের কোনও হাসপাতালে এই ব্যবস্থা চালু হবে। রোগী রেফার নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের স্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে কোনও হাসপাতাল নিয়ম মানে না। এতে রোগী ও তাঁর পরিবারকে হয়রানি সহ্য করতে হয়। সিআরএস চালু হলে রোগী রেফারের আগে সংশ্লিষ্ট হাসপাতালকে স্বাস্থ্য দপ্তরের পোর্টালে গিয়ে শয্যা খালি রয়েছে কি না সেই বিষয়ে নিশ্চিত হতে হবে। তবেই রেফার করা যাবে। এ নিয়ে হাসপাতালের সুপার কৌশিক ঈশোর বলেন, 'উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে সেন্ট্রাল রেফারাল সিস্টেম চালু করা হবে শীঘ্রই। স্বাস্থ্য দপ্তরের নির্দেশে সমস্ত ব্যবস্থা করা হচ্ছে।'

তৃণমূল জমানায় একাধিকবার রাজ্যজুড়ে সমস্ত হাসপাতালে সিআরএস চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। কিন্তু তার বাস্তবায়ন হয়নি। কলকাতার এসএসকেএম, আরজি কর মেডিকেল কলেজ সহ পাঁচটি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে বর্তমানে এই ব্যবস্থা চালু রয়েছে। সেখানে জরুরি বিভাগ সহ একাধিক জায়গায় রীতিমতো ডিজিটাল ডিসপ্লে বোর্ডেও কোন বিভাগে কত শয্যা রয়েছে, সেখানে কত রোগী চিকিৎসাধীন, কত শয্যা ফাঁকা— ইত্যাদি তথ্য সাধারণ মানুষ দেখতে পান। পাশাপাশি স্বাস্থ্য ভবন সহ গোটা রাজ্যের যে কোনও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ পোর্টালে লগ ইন করে সেই তথ্য জানতে পারেন। কিন্তু রাজ্যের বাকি কোনও মেডিকেল কলেজ ও

- সিআরএস ব্যবস্থায় যে কোনও হাসপাতাল থেকে রোগী উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করার আগে দেখে নিতে হবে শয্যা খালি রয়েছে কি না
- কলকাতার বাইরে এই প্রথম এই ব্যবস্থা চালু হবে
- রোগী রেফার নিয়ে স্বাস্থ্য দপ্তরের স্পষ্ট নির্দেশ থাকলেও বাস্তবে কোনও হাসপাতাল নিয়ম মানে না

হাসপাতাল, জেলা হাসপাতাল বা অন্য কোনও সরকারি হাসপাতালে এই পরিষেবা এখনও চালু হয়নি। এর জেরে সমস্যা বাড়ছে।

উত্তরবঙ্গের অন্যান্য মেডিকেল এবং জেলার বিভিন্ন হাসপাতাল থেকে প্রয়োজনীয় শয্যার খোঁজখবর না নিয়েই রোগী রেফার করে দেওয়া হয়। পরে দেখা যায় শয্যা খালি না থাকায় রোগীকে করিডরে পড়ে থাকতে হচ্ছে। এ নিয়ে বহুবার উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কর্তৃপক্ষ প্রশ্ন তুলেছে। এমনকি অভিযোগ, অনেক ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট জেলায় কোনও রোগীর চিকিৎসার পরিকাঠামো থাকলেও দায়িত্ব এড়াতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করে দেওয়া হয়। স্বাস্থ্য দপ্তরের তরফে কড়াকড়ির পরেও বিষয়টি আটকানো যায়নি। তবে, মা ও শিশুদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে তিন-চারটি মেডিকেলের সংশ্লিষ্ট বিভাগের চিকিৎসকদের নিজস্ব উদ্যোগে হোয়াটসঅ্যাপ গ্রুপ চালু রয়েছে। সেখানেই সেই বিভাগের তথ্য আদান-প্রদান হয়। তবে প্রশ্ন উঠছে, যদি অন্য হাসপাতালগুলির সত্যিই কোনও এক রোগীর চিকিৎসার পরিকাঠামো না থাকে, এবং দেখা যায় উত্তরবঙ্গ মেডিকেলেও সেই মুহূর্তে কোনও শয্যা খালি নেই, তাহলে সেই রোগীর কি হবে? কীভাবে তিনি উন্নত চিকিৎসা পাবেন? এ প্রসঙ্গে উত্তর এখনও মেলেনি।

এদিকে, স্বাস্থ্য দপ্তর ২০২৭ সালের এপ্রিল মাস থেকে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিচালন ব্যবস্থার পুরোটাই 'পেপারলেস' করতে চাইছে। বহির্বিভাগে থেকে অন্তর্বিভাগ, ব্লাড ব্যাংকের তথ্য সমস্ত কিছুই ডিজিটাল পদ্ধতিতে নিয়ন্ত্রিত হবে। তার আগেই সুষ্ঠু রেফার চালু করতে চায়। উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে দ্রুত এই ব্যবস্থা চালু করার নির্দেশ আসার পরে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ তৎপর হয়েছে। আগামী এক মাসের মধ্যে সমস্ত বিভাগের তথ্য ডিজিটাল করার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

শিলিগুড়ি জংশন স্টেশনের ন্যারো গেজ শেডে ধুমধাম করে হল বিশ্বকর্মাপুজো। সেই উপলক্ষ্যে ডিএইচআর-এর একটি ১০১ বছরের পুরোনো টয়ট্রেনের ইঞ্জিনকে পুজো করা হয়। বৃহস্পতিবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

নারী সুরক্ষায় নতুন ডিভাইস দেবে থানা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মহিলা ও ছাত্রীদের সুরক্ষায় নতুন প্রযুক্তির সাহায্য নিল কালিম্পং পুলিশ। একটি নতুন ইলেক্ট্রনিক ডিভাইস পুলিশের তরফে দেওয়া হবে। মহিলারা বিপদে পড়লে এই ডিভাইসে থাকা একটি পিন খুলে নিলেই অ্যালার্ম বেজে উঠবে। ফলে আশপাশের মানুষ বুঝতে পারবেন ও সাহায্য করতে পারবেন। কালিম্পংয়ের পুলিশ সুপার অপরাজিতা রাই এ প্রসঙ্গে বলেছেন, মহিলা থানায় নিজের নাম ও সমস্ত তথ্য নথিভুক্ত করিয়ে মেয়েরা বিনামূল্যে এই ডিভাইস নিতে পারবেন। এটির নাম দেওয়া হয়েছে 'উইমেন সেফটি ডিভাইস'।

কালিম্পং পুলিশের এই উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন স্থানীয় বিধায়ক ভরত ছেত্রী। তাঁর কথায়, 'মহিলা ও ছাত্রীদের নিরাপত্তায় পুলিশের এটি একটি অনবদ্য প্রচেষ্টা।' প্রত্যেকে যাতে এই ডিভাইস নেন সেই আবেদন করার

কালিম্পং পুলিশের উদ্যোগ

পাশাপাশি সাধারণ মানুষের এ বিষয়ে সচেতনতার ওপরও বিধায়ক জোর দিয়েছেন। বিভিন্ন বয়সের মেয়েদের নানা সময় রাস্তায় বেরিয়ে ইভটিজিং সহ নানা অনভিপ্রেত ঘটনার মুখে পড়তে হয়। সেসব পরিস্থিতি এড়াতে সাহায্য করবে 'উইমেন সেফটি ডিভাইস'। ছোট্ট এই ডিভাইসটি সহজে বহনযোগ্য। এটিকে ছাত্রীরা স্কুলের ব্যাগ বা পোশাক কিংবা চাবির রিংয়ের সঙ্গেও আটকে রাখতে পারবে। মহিলারাও খুব সহজে রাখতে পারবেন যে কোনও ব্যাগে। যে কোনও জায়গায় বিপদের মুখে পড়লে সঙ্গে সঙ্গে সেই ডিভাইসের একটি পিন হাত দিয়ে টেনে খুলে নিলেই ডিভাইসে উচ্চগ্রামে সাইরেন বা অ্যালার্ম বাজতে শুরু করবে। এই শব্দে আশপাশের মানুষ সহযোগিতা করতে পারবেন। এমনকি ওই শব্দে ভয় পাবে দুষ্কৃতীরাও।

এদিন কালিম্পং টাউন হলে ডিভাইসটির উদ্বোধন করেন বিধায়ক। তাঁর কথায়, 'বহু মহিলা বাড়ি থেকে দূরে কাজে যান। আবার ছাত্রীরাও স্কুল, কলেজে যায়। তাঁদের বিপদে এই ডিভাইস তাঁদের কাজে আসবে।'

দুই দুর্ঘটনায় জখম তিন

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুটি পৃথক বাইক দুর্ঘটনায় শুক্রবার কয়েকজন আহত হন। এদিন সকালে ফুলবাড়ির ব্যাটালিয়ন মোড়ে দুটি বাইক মুখোমুখি সংঘর্ষের জেরে এক মহিলা জখম হন। তাঁকে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। অন্যদিকে, এদিন বিকালে ফুলবাড়ির ভালোবাসা মোড়ে দুটি বাইক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় দুজন চালক আহত হন।

জোরকদমে কাজ চলছে মধুপুর সত্রে। শুক্রবার। ছবি : জয়দেব দাস

আজ মধুপুর সত্রে হিমন্ত

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুধু অসম বা পশ্চিমবঙ্গই নয়, এবার গোটা ভারতের কাছে কোচবিহারের মধুপুর সত্রকে তুলে ধরতে উদ্যোগ নিল অসম সরকার। অসম প্রশাসন সূত্রে জানা গিয়েছে, মধুপুরে পর্যটকদের জন্য শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অতিথি নিবাস তৈরি করা হবে। পাশাপাশি নতুন উপাসনার ঘর, মধুপুর চত্বরের রাস্তাঘাট তৈরি সহ সার্বিক উন্নয়নে সব মিলিয়ে প্রায় ৩৫ কোটি টাকা খরচ করা হবে বলে জানা গিয়েছে। শনিবার অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা মধুপুরে আসবেন। তার আগে শুক্রবার অসম ও পশ্চিমবঙ্গের প্রশাসনের একাধিক আধিকারিক এবং মন্ত্রীরা মধুপুর সত্র দফায় দফায় ঘুরে দেখেন। মুখ্যমন্ত্রীর সফরকে কেন্দ্র করে সেখানে কার্যত যুদ্ধকালীন তৎপরতা শুরু হয়েছে। কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সুকুমার রায় বলেন, 'মধুপুরকে নিয়ে অসম সরকারের বেশকিছু পরিকল্পনা রয়েছে। সেই বিষয়গুলি খতিয়ে দেখতেই সেখানকার মুখ্যমন্ত্রী আসবেন।'

কোচবিহার তো বটেই, অসমের বাসিন্দাদের কাছেও কোচবিহার-২ ব্লকের মধুপুর সত্রটি একটি অন্যতম পর্যটনস্থল ও পবিত্র ধর্মীয় জায়গা। কোচবিহারের মহারাজা নরনারায়ণের সময়কালে অসমের বিশিষ্ট ধর্মগুরু শংকরদেব কোচবিহারে আসেন। এই মধুপুরেই তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেছিলেন। পরে সেই স্মৃতিবিজড়িত জায়গাকে কেন্দ্র করে সুবিশাল মন্দির গড়ে ওঠে। শংকরদেবপন্থী বৈষ্ণবদের কাছে এটি একটি অত্যন্ত পবিত্র জায়গা। প্রায় প্রতিদিনই অসম থেকে বহু পর্যটক ও পুণ্যার্থী এখানে আসেন। তবে তাঁদের জন্য পর্যাপ্ত থাকার জায়গা নেই। সেখানকার কীর্তনের ঘর, পানীয় জলের ব্যবস্থা, রাস্তাঘাট সহ পরিকাঠামোর অনেকটাই বেহাল দশা। সর্বানন্দ সোনোয়াল অসমের মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সময়ে এখানে পরিকাঠামোর বেশকিছু কাজ করেছিলেন। তবে বর্তমানে বেশকিছু সমস্যা রয়েছে বলে অভিযোগ। মধুপুরের প্রধান সত্রাধিকারী পীতম্বর ভকত বলেন, 'এখানে প্রতিদিন বহু মানুষ আসেন। তবে পরিকাঠামো সেভাবে মজবুত নয়। আমরা আগেই অসম সরকারের কাছে আবেদন করেছিলাম। এখানে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দ হওয়ায় আমরা খুশি।'

মধুপুর সত্রটি মূলত অসম সরকারই দেখভাল করে। সেখানে ন'জন পুরোহিত রয়েছেন। নিয়মিত পুজো ও উপাসনা হয়। কিছুদিন আগেই অসমের মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা এখানে ৩৫ কোটি টাকা বরাদ্দের ঘোষণা করেছেন। অসম প্রশাসন সূত্রের খবর, সেই বিপুল টাকা দিয়ে পর্যটক ও পুণ্যার্থীদের জন্য পরিকাঠামো গড়া হবে। কোচবিহার হেরিটেজ সোসাইটির সম্পাদক অরূপজ্যোতি মজুমদার বলেছেন, 'সরকারিভাবে এখানে দুই রাজ্যের পর্যটন, সংস্কৃতি ও কুটিরশিল্পের বিনিময়কেন্দ্র গড়ে তুললে দুই রাজ্যের মানুষই উপকৃত হবে। এখানে স্টল তৈরি করে দুই রাজ্যের ঐতিহ্যবাহী সামগ্রীগুলি বিক্রির ব্যবস্থা করা যেতে পারে।' শুক্রবার অসমের মন্ত্রী অশ্বিনী রায় সরকার, কোচবিহার উত্তরের বিধায়ক সহ দুই রাজ্যের প্রশাসনের আধিকারিকরা মধুপুর সত্রে পৌঁছান। মুখ্যমন্ত্রীর সফর নিয়ে একপ্রস্থ গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক করেন তাঁরা।

কাফ সিরাপ সহ ধৃত প্রধানের স্বামী

মহম্মদ আশরাফুল হক

চাকুলিয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : কাফ সিরাপ পাচারের অভিযোগে বেলন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান আমিনা খাতুনের স্বামী মকবুল হোসেন ওরফে মধুকে গ্রেপ্তার করল চাকুলিয়া থানার পুলিশ। শুক্রবার তাঁকে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে তোলা হলে বিচারক সাতদিনের পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গোপন তথ্যের ভিত্তিতে রাতে দিঘলি এলাকায় নাকা চেকিং চলছিল। সেই সময় নম্বরবিহীন একটি সন্দেহভাজন মোটরবাইক আটক করা হয়। সেই বাইকটি চালাচ্ছিলেন মকবুল। তাঁর কথায় অসংগতি ধরা পড়ায় তল্লাশি চালিয়ে বাইকের পেছনে থাকা কার্টন থেকে ১৫০ বোতল কাফ সিরাপ বাজেয়াপ্ত করা হয় বলে পুলিশের দাবি। ঘটনাস্থলেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। এই কাজের সঙ্গে মকবুল কতদিন ধরে যুক্ত এবং পেছনে বড় চক্র রয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

স্থানীয়দের অভিযোগ, বেলন পঞ্চায়েতের রামপুর ও বারোদিয়া এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে ব্রাউন সুগার, গাঁজা ও কাফ সিরাপের নেশার কারবার চলছে। স্থানীয় বাসিন্দা শ্যামল রায় বলেন, 'ক্ষমতাসীন দলের মদতেই এই চক্র পুষ্ট হচ্ছে।' স্থানীয়রা জানান, এর আগেও গত পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় মকবুলের গাড়ি থেকে অস্ত্র ও বোমা বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং ক্ষুব্ধ জনতা গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল। বিজেপি নেতা শম্ভু মণ্ডল বলেন, 'পঞ্চায়েত নির্বাচনের সময় সন্ত্রাস ও বুথ দখলের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিরাই এখন রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে মাদকের রমরমা কারবার চালাচ্ছে। প্রধানকে পদ থেকে অপসারণ করতে হবে।'

এ ব্যাপারে প্রধানের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তৃণমূলের উপপ্রধান বিবি জৈগুন বলেন, 'বিষয়টি সম্পর্কে আমি অবগত নই। এ বিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বই মন্তব্য করবেন।' উল্লেখ্য, ছ'মাস আগে ভেজাল সিমেন্ট চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে উপপ্রধানের ছেলে শাহনেওয়াজ হোসেনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল।

পুজোর আয়োজনেও টক্কর

নীতেশ বর্মন

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোকে ঘিরে এবার অন্য ছবি দেখল শিলিগুড়ি। বিরোধী কোনও দলের সংগঠন নয়, সংঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যেই দেখা গেল আয়োজন নিয়ে টানাপোড়েন। এক সংগঠন যেখানে পুজোর দায়িত্ব নিয়েছে, সেখানেই 'জায়গা না পেয়ে' অন্যটি আলাদা করে আয়োজন করেছে। ফলে বেড়েছে পুজোর সংখ্যা। পাশাপাশি শ্রমিক সংগঠনের নিয়ন্ত্রণে থাকার লড়াইটাও সামনে এসেছে।

কোথাও বিজেপি নেতাদের তদারকিতে দেখা গেল। কোথাও সরকারি-বেসরকারি অফিস ও সংস্থার পুজোর দায়িত্বে রইলেন আরএসএসের শ্রমিক সংগঠন ভারতীয় মজদুর সংঘ (বিএমএস)-র নেতারা। আবার সংঘ পরিবারেরই অংশ ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চের নামে একাধিক জায়গায় হয়েছে বিশ্বকর্মাপুজো। এতদিন যাঁদের পুজোর ধারেকাছে দেখা যেত না, এ বার তাঁদের অনেকেই সামনে এসেছেন। কেউ আবার দায়িত্ব না পেয়ে মনকষাকষিতে দূরে সরে গিয়েছেন। এবার উল্লেখযোগ্যভাবে বিশ্বকর্মার আরাধনায় মেতেছে বিজেপির ওবিসি মোর্চা। সংগঠনের তরফে প্রতিটি মণ্ডলে পুজো করার

সংঘের মধ্যেই টানাপোড়েন

নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। অন্য বছর জেলায় ওবিসি মোর্চার তরফে একটি-দুটি পুজো হলেও এ বছর সেই সংখ্যা অনেকটা বেশি। শহর ও শহরকেন্দ্রিক বিভিন্ন এলাকাতেও হয়েছে। নকশালবাড়ি বাজারে এবারই প্রথম ওবিসি মোর্চার তরফে পুজো হল। মোর্চার রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক সুমিত পালের কথায়, 'এবার বেশি হচ্ছে, তা ঠিক। বিভিন্ন পেশার মানুষ ওবিসি মোর্চার সঙ্গে যুক্ত। নিয়ন্ত্রণের কোনও প্রয়োজন নেই।'

উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের মাল্লাগুড়ি ডিপোর বিশ্বকর্মাপুজোর উদ্বোধন করেন রাজ্যের পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী আনন্দময় বর্মন। তারপর ডিপোর বিভিন্ন বিভাগ ঘুরে দেখেন তিনি। ওই পুজোর নিয়ন্ত্রণ ছিল বিএমএসের হাতে। এতদিন সেখানে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের নেতারা দায়িত্ব সামলাতেন। এ বার তাঁদের দেখা মেলেনি।

শিলিগুড়ি নিয়ন্ত্রিত বাজার, এনজেপি এবং বাগডোগরা বিমানবন্দরেও বিএমএস নিয়ন্ত্রিত নেতাদের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। তবে নিয়ন্ত্রিত বাজারে আলাদা করে পুজো করেছে ভারতীয় জনতা মজদুর মঞ্চ। সংগঠনের নিয়ন্ত্রিত বাজার ইউনিটের সভাপতি রামস্বরূপ যাদব বললেন, 'আমরা আমাদের মতো পুজো করেছি। ক্ষমতার রাশ নয়, মানুষের ভাবাবেগ আমাদের সঙ্গে জড়িত।'

এনজেপিতে বিশ্বকর্মাপুজোর উদ্বোধনে দেখা গিয়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়কে। তবে পুজো নিয়ে প্রতিযোগিতার কথা মানতে নারাজ সেখানকার বিএমএসের সভাপতি অমিত ভট্টাচার্য। অমিতের বক্তব্য, 'সবাই পুজো করতে পারেন। প্রত্যেকবারের মতো বেশ কয়েকটি হয়েছে।' অন্যদিকে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠনের যে নেতাদের একসময় চাঁদা তোলা থেকে প্রসাদ বিলির দায়িত্বে দেখা যেত, এ বার তাঁদের বেশিরভাগই ছিলেন আড়ালে। কেউ প্যান্ডেল থেকে দূরে বসে, আবার কেউ পুজোর সঙ্গে জড়িত থাকলেও গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পাননি।

বাম শ্রমিক সংগঠন সিটুর নেতা গৌতম ঘোষের দাবি, 'সংগঠনগতভাবে কোনওবার আমরা পুজো করিনি। নেতারা নিজেদের মতো আয়োজন করেন। নতুন করে পুজো করছে বিজেপিই।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : গাছের ডাল কাটতে গিয়ে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে আহত হলেন জলধর বর্মন নামে এক ব্যক্তি। শুক্রবার বিকালে ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধনতলা এলাকায় ঘটনাটি ঘটে। মহানন্দা নদীর বাঁধের কাছে কদম গাছে উঠে ডাল কাটার সময় হাইভোল্টেজ তারের সংস্পর্শে আসেন তিনি। তড়িদাহত হয়ে গাছ থেকে পড়ে যান জলধর। গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে ফুলবাড়ির একটি নার্সিংহোমে ভর্তি করা হয়। খবর পেয়ে নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়।

মৃত দুই, আহত ১২

ময়নাগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর দিন ভয়াবহ দুর্ঘটনা ময়নাগুড়ি ব্লকের ভোটপট্টি গোডাউন মোড় এলাকায়। এশিয়ান হাইওয়েতে অ্যাম্বুল্যান্সের সঙ্গে ই-রিকশার মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু দুজনের, যাঁদের মধ্যে একজন নাবালক। মৃতদের নাম মহম্মদ সামার (১০) এবং বিশ্বনাথ বিশ্বাস। সামারের বাড়ি মেটেলি ব্লকের উত্তর ধূপঝোরায়। সে তৃতীয় শ্রেণির পড়ুয়া ছিল। বিশ্বনাথের বাড়ি মাথাভাঙ্গায়। দুর্ঘটনায় জখম আরও ১২ জন। ময়নাগুড়ি থানার আইসি শীর্ষেন্দু দাস জানিয়েছেন, দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুর্ঘটনাগ্রস্ত দুটি গাড়িকে আটক করা হয়েছে।

প্রবীণ কংগ্রেস নেতাদের এআই শেখাচ্ছেন নবীনরা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভোটের প্রচারে এবার স্মার্টফোনের পাশাপাশি এআই এবং বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশন ব্যবহারে জোর দিচ্ছে কংগ্রেস। পুর নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার থেকে ভার্চুয়াল বৈঠক, সব ক্ষেত্রেই ডিজিটাল মাধ্যম ব্যবহারের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেস নেতৃত্বের নির্দেশে প্রবীণ ও নবীন নেতাদের প্রশিক্ষণ চলছে।

তবে এআই কিংবা ডিজিটাল প্রযুক্তির প্রশিক্ষণ নিতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন প্রবীণ নেতারা। যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে ডিজিটাল প্রচারে সড়োগড়ো হতে তাঁদের সময় লাগছে। তাই প্রশিক্ষণের জন্য প্রবীণ ও নবীন নেতাদের মিশিয়ে দল তৈরি করা হচ্ছে। প্রবীণ নেতাদের শেখাতে কাজ করছে দলের সোশ্যাল মিডিয়া টিম। এর পাশাপাশি ইভিএমের খুঁটিনাটি বিষয়েও নেতা-কর্মীদের প্রশিক্ষণ শুরু হয়েছে। প্রত্যেক বুথ থেকে দুজন করে কর্মীকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। জাতীয় কংগ্রেসের তরফে অনলাইনে প্রশিক্ষণের পাশাপাশি বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়ে হাতেকলমেও প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

দার্জিলিং (সমতল) জেলা কংগ্রেস সভাপতি সুবীন ভৌমিক বলেন, 'শীর্ষ নেতৃত্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারে জোর দিতে বলেছে। কেননা, কংগ্রেসের খবর সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে না। সেই কারণে সত্যটা আমরা তুলে ধরব।' দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের সম্পাদক শাহনওয়াজ হুসেন বলেন, 'প্রবীণ নেতাদের সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারের বিষয়টি শিখতে সময় লাগছে। তবে অনেকে শিখে ফেলেছেন। প্রবীণদের শেখাতে দলের নতুন প্রজন্মের কর্মীরা কাজ করছেন।'

রাজ্যে তৃণমূলের ভরাডুবি এবং সংগঠনে ভাঙনের জেরে কংগ্রেস নতুন করে শক্তি সঞ্চয় শুরু করেছে। সম্প্রতি শিলিগুড়ি পুরনিগম অভিযানেও সেই শক্তি সঞ্চয়ের আভাস মিলেছে। আগামী পুর নির্বাচনে সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচার যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে, তা বুঝেই প্রস্তুতি শুরু করেছে দল।

ঘরে বসেই অনলাইনে প্রশিক্ষণ নেওয়ার কথা জানিয়েছেন দার্জিলিং জেলা কংগ্রেসের কার্যনির্বাহী সভাপতি তথা প্রবীণ নেতা জীবন মজুমদার। তাঁর কথায়, 'আমরা পুরোনো দিনের মানুষ, তাই নতুন ডিজিটাল জিনিস রপ্ত করতে আমাদের সময় লাগছে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে হবে। কিন্তু সেগুলি শিখতে অসুবিধা অনেকটা হচ্ছে। নতুন জিনিস শেখা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

ভোটের প্রচারে এআই ব্যবহার করে সহজেই পোস্টার তৈরি করা যায়। ইস্যুভিত্তিক প্রচারেও ডিজিটাল মাধ্যম গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঘরে বসে গ্রুপ কলিংয়ের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকও করা যায়। প্রবীণ নেতাদের সেই পদ্ধতিগুলিই শেখানো হচ্ছে।

> **শীর্ষ নেতৃত্ব সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রচারে জোর দিতে বলেছে। কেননা, কংগ্রেসের খবর সংবাদমাধ্যম তুলে ধরছে না। সেই কারণে সত্যটা আমরা তুলে ধরব।**
>
> **সুবীন ভৌমিক**
> কংগ্রেস সভাপতি, দার্জিলিং (সমতল)

এদিকে ভোটের সময় বুথ বা কাউন্টিং এজেন্ট দেওয়া হলেও অনেকেই নিয়মকানুন ঠিকমতো অনুসরণ করেন না। জীবন বললেন, 'যেই জিনিসগুলি অনুসরণ করা উচিত, সেই সম্পর্কে অনেকের জ্ঞান নেই। যেই কারণে ফল প্রকাশের দিন সঠিক কাউন্টিং করতে আমরা পারি না। নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকরা যা বলে দেন, সেটাই মানি। তাই খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে সবাইকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।'

ডেকোরেটারদের কাপড়ে আকাশি আউট, কমলা ইন

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর মরশুমে ডেকোরেটারদের গোডাউনে এখন শুধু কাপড়, চেয়ার, টেবিল কিংবা বাঁশের হিসেব চলছে না। হিসেব হচ্ছে রঙেরও। কোন রঙের কাপড় কতটা রাখা হবে, কোন রঙের চেয়ার-টেবিলের চাহিদা বাড়ছে— সেই অঙ্কটাই এখন বদলে গিয়েছে। আর সেই রংবদলে সবচেয়ে বেশি ধাক্কা খাচ্ছে এক সময়ের বহুল ব্যবহৃত নীল-সাদা, বিশেষ করে আকাশি রঙের কাপড়।

কয়েক মাস আগে অবধিও তো সরকারি বা রাজনৈতিক কর্মসূচির প্যান্ডেল মানেই নীল-সাদা কাপড়ের চাহিদা ছিল তুঙ্গে। পাড়ার অনুষ্ঠান, অন্নপ্রাশন এমনকি স্থানীয় পুজোর মণ্ডপেও এই রঙের ব্যবহার ছিল পরিচিত ছবি। তাই ডেকোরেটারদের গোডাউনে সাদা কাপড়ের পাশাপাশি আকাশি রঙের থান মজুত রাখাটা ছিল প্রায় বাধ্যতামূলক। এখন সেই স্টকই অনেকের কাছে 'বোঝা' হয়ে উঠেছে। নর্থবেঙ্গল ডেকোরেটারস অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য গোপাল সরকারের গোডাউনে এখনও পড়ে রয়েছে প্রায় ৫০ থান আকাশি কাপড়। তাঁর কথায়, 'সাদা কাপড় কাজে লেগে যাচ্ছে, কিন্তু আকাশি কাপড়ের তো চাহিদা কমেছে। তাই পড়ে থাকা কাপড় দিয়ে দড়ি বানাচ্ছি বা প্যান্ডেলে তাপ্পির কাজে লাগাচ্ছি।'

একই সমস্যার কথা বলেন ডেকোরেটার অরিন্দম দাসও। তাঁর অভিজ্ঞতা, আগে অনেক অনুষ্ঠানেই আয়োজকরা সরাসরি নীল-সাদা প্যান্ডেলের কথা বলতেন। কেবল রাজনৈতিক অনুষ্ঠান নয়, সামাজিক অনুষ্ঠানেও এই রঙের চাহিদা ছিল। কিন্তু এখন সেই চাহিদা আর নেই। ফলে এক-দু'বার ব্যবহৃত আকাশি

-এআই

কাপড় কেটে কেটে এখন দড়ি তৈরি করা হচ্ছে। নতুন থানগুলিও সুযোগ বুঝে প্যান্ডেলের ছোটখাটো কাজে ব্যবহার করে ফেলার চেষ্টা চলছে।

এর মধ্যে রঙের বাজারে কমলা রঙের কাপড়ের চাহিদা তৈরি হচ্ছে বলে ব্যবসায়ীদের একাংশের দাবি। প্রণব চক্রবর্তীর গোডাউনে এখনও প্রায় ৭০ থান আকাশি কাপড় রয়েছে। তার মধ্যেই নতুন করে কমলা রঙের প্রায় ২৫ থান কাপড় তুলেছেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে প্যান্ডেলে কমলা রং ব্যবহারের বায়না আসছে যে! শুধু কাপড়েই অবশ্য বদল থামছে না। ডেকোরেটার প্রবাল সরকারের কথায়, কমলা রঙের চেয়ার ও টেবিলের স্টকও বাড়ানো হচ্ছে। চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে গিয়ে ব্যবসায়ীদের অতিরিক্ত খরচ হচ্ছে।

এই রঙের হিসেবের পিছনে সাম্প্রতিক ঘটনাও প্রভাব ফেলছে। মালদার হরিশ্চন্দ্রপুরে গণেশপুজোর মণ্ডপের নীল-সাদা কাপড় নিয়ে সম্প্রতি রাজনৈতিক বিতর্ক তৈরি হয়। এক স্থানীয় বিজেপি নেতা ওই রং নিয়ে আপত্তি তোলেন এবং পরে মণ্ডপের কাপড় বদলানো হয়। শিলিগুড়িতে এখনও এরকম কোনও বিতর্ক বা 'চাপিয়ে দেওয়ার' ঘটনা সামনে না এলেও এই রংবদলের পিছনে যে রাজনৈতিক পালাবদলের হাত রয়েছে, সে কথা বলাই বাহুল্য। শিলিগুড়ির ডেকোরেটারদের কাছে এখন প্রশ্ন—পুরোনো স্টক কীভাবে খালি করবেন এবং নতুন চাহিদার জন্য কতটা পুঁজি ঢালবেন।

একদিকে গোডাউনের কোণে জমে থাকা আকাশি কাপড়, অন্যদিকে নতুন করে জায়গা করে নেওয়া কমলা চেয়ার, টেবিল আর কাপড়— পুজোর আগে ডেকোরেটরদের গোডাউনে নিঃশব্দে চলছে রংবদলের খেলা।

মুক্তি

ছত্তিশগড়ে বাংলাদেশি সন্দেহে আটক মুর্শিদাবাদের ২৩ শ্রমিকের মধ্যে ১৯ জনকে মুক্তি দিল পুলিশ। নাগরিকত্বের প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও হেনস্তা করা হয় বলে অভিযোগ। ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় বাকি চার জন এখনও আটক রয়েছে।

গিনেস রেকর্ড

চোখ বন্ধ করে সুরের নোট, স্কেল শনাক্ত করতে পারে মধ্যমগ্রামের ১১ বছরের যশমিতা দত্ত। মাত্র ২ মিনিট ২ সেকেন্ডে ৩৯টি মিউজিক্যাল নোট ও ২০টি কর্ড চিনে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম তুলেছে সে। ভবিষ্যতে প্লেব্যাক সিঙ্গার হতে চায় যশমিতা।

ধৃত বাংলাদেশি

পার্ক স্ট্রিটে অভিযান চালিয়ে মোবাইল পাচার চক্রের পর্দা ফাঁস করল কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ। ৫৬টি চুরি যাওয়া মোবাইল উদ্ধারের পাশাপাশি এক বাংলাদেশি ও এদেশের দুই নাগরিককে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

সিঙ্গুরে বিশ্বকর্মা

সিঙ্গুরে টাটাদের পরিত্যক্ত কারখানায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে লোহার রড, ভাঙা দেওয়াল। পরিত্যক্ত ওই জমিতে বিশ্বকর্মাপুজো করে শিল্পায়নের আশা করলেন কৃষকরা।

নাড়ির টানের চেয়ে স্নেহই বড়

রিমি শীল

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : নাড়ির টান নয়, অপত্য স্নেহই বড়। তিন বছর ধরে আগলে রাখা শিশুকে পালক পিতামাতার কাছেই ফিরিয়ে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। আইনের খাতা-কলমের হিসেব বা নথির অমিল যতই থাকুক না কেন, আদালতের মত, প্রাতিষ্ঠানিক আশ্রয়ের চেয়ে ভালোবাসায় ভরা পরিবারের শিশু সবচেয়ে সুরক্ষিত থাকে।

২০২৩ সালের ২৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতার এমআর বাঙ্গুর হাসপাতালে জন্ম নেয় ওই শিশু। অপরিণত এবং শারীরিক বিভিন্ন জটিলতার কারণে প্রায় ২৫ দিন চলে প্রাণপণ লড়াই। দারিদ্রতার কারণে শিশুটিকে লালনপালন করতে অপারগ তাঁর জন্মদাতা বাবা-মা। তাই হাসপাতাল থেকে ছুটির দিনই তুলে দেওয়া হয় পালক বাবা-মায়ের কাছে। যে নোটারি করা হয়, তার রেজিস্ট্রেশন করা হয়নি। দীর্ঘ তিন বছর পরম স্নেহে শিশুটিকে বড় করে তোলেন তাঁরা। কিন্তু চলতি বছরের ফেব্রুয়ারি মাসে স্কুলে ভর্তি করানোর সময়ে বিপত্তি ঘটে। ভর্তি করাতে দরকার জন্মের শংসাপত্র। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে এই আবেদন নিয়ে ছুটে গেলে তাদের পাঠানো হয় চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে। কিন্তু দত্তক গ্রহণের আইনি নিয়ম না মানায় ফেব্রুয়ারি মাসে শিশুটিকে দম্পতির হেপাজত থেকে নিয়ে নেয় কমিটি। শিশুটিকে ফিরে পেতে আদালতের দ্বারস্থ হন পালক বাবা-মা। আদালতের পর্যবেক্ষণ, 'আইনের থেকেও শিশুর স্বার্থের গুরুত্ব বেশি। শিশুটি অনাথ বা পরিত্যাক্ত নয়। পালক বাবা-মায়ের বিরুদ্ধে শিশু নির্যাতনের অভিযোগ নেই। শিশুকে তার পরিচিত পারিবারিক পরিবেশেই ফিরিয়ে দেওয়া উচিত।' শিশুটিকে ফিরিয়ে দেওয়ার পর ভবিষ্যতে সে কেমন থাকে তা দেখার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটির সেক্রেটারিকে প্রতি তিনমাস অন্তর শিশুটির পরিস্থিতি সম্পর্কে রিপোর্ট সংগ্রহ করতে হবে। দত্তক নেওয়ার প্রাথমিক প্রক্রিয়ায় ত্রুটি থাকায় আইনগতভাবে সন্তানের দায়িত্বের জন্য আবেদন করবেন দম্পতি।

কয়লা কেনা নয়, বিক্রি করছে বাংলা

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : একসময় কয়লার জোগান আটকে গেলেই থমকে যেত বিদ্যুৎ উৎপাদন। চাহিদার সিংহভাগ মেটাতে ভরসা করতে হত কোল ইন্ডিয়ার ওপর। সেই নির্ভরতার দিন এখন অতীত। নিজেদের খনি থেকে প্রয়োজনের পুরো কয়লা তুলে এবার অতিরিক্ত কয়লা বিক্রির পথে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম (ডব্লিউবিপিডিসিএল)। তাদের প্রথম ক্রেতা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থা এনটিপিসি।

অতিরিক্ত কয়লাকে এবার রাজস্বের উৎস করতে চাইছে রাজ্য সরকারি সংস্থা। কেন্দ্রের ২০২১ সালের সংশোধিত খনিজ আইন অনুযায়ী, নির্দিষ্ট শর্ত মেনে ক্যাপটিভ খনির অতিরিক্ত কয়লার ৫০ শতাংশ পর্যন্ত বাজারে বিক্রি করা যায়। সেই সুযোগেই এনটিপিসির সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে ডব্লিউবিপিডিসিএল। চুক্তি অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ৩১ মার্চের মধ্যে এনটিপিসিকে দেওয়া হবে পাঁচ লক্ষ টন কয়লা। ইতিমধ্যেই পাঠানোর কাজ শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে একই সময়ের মধ্যে ই-নিলামের মাধ্যমে আরও ৩০ লক্ষ টন কয়লা বিক্রির লক্ষ্য নিয়েছে নিগম। সব মিলিয়ে সাড়ে ৩৫ লক্ষ টন অতিরিক্ত কয়লা বাজারে ছাড়ার পরিকল্পনা রয়েছে।

বিশ্বকর্মার আরাধনায় মুখ্যমন্ত্রী। শুক্রবার নবান্নে। ছবি : দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

ভোটের স্বচ্ছতায় প্রশ্ন নন্দীগ্রামে

বিরোধীদের সমালোচনায় বিদ্ধ শাসক শিবির

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিধানসভা ভোটের ৫ মাসের মধ্যে রাজ্যের দুটি উপনির্বাচনকে ঘিরে যে পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তারপর সরকার আদৌ নির্বাচন চায় কি না তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে রাজনৈতিক মহলে। ৬ অক্টোবর নন্দীগ্রাম ও রেজিনগরের উপনির্বাচন। মনোনয়ন প্রত্যাহারের শেষ দিনে নন্দীগ্রাম আসনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রার্থী মনোনয়ন প্রত্যাহার করলেন। আর গ্রেপ্তার হলেন কংগ্রেসের প্রার্থী। রেজিনগরে মমতার প্রার্থীকেও নিয়েও সংশয়ের মেঘ জমতে শুরু করেছে।

কমিশন প্রতীক ফ্রিজ করে দেওয়ার পর এমনিতেই মমতার তৃণমূল নির্বাচনী লড়াইয়ে ব্যাকফুটে চলে গিয়েছিল। মুখ্যমন্ত্রী গড়ে কার্যত শুভেন্দুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে প্রার্থী ঘোষণা করতেই হিমশিম অবস্থা হয়েছিল কালীঘাট তৃণমূলের। অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে সঞ্চিতা প্রধান দে কে প্রার্থী করেছিল তারা। কিন্তু, মনোনয়ন প্রত্যাহারের আগের রাতে মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ ও শুক্রবার মনোনয়ন প্রত্যাহারে নানা জল্পনা উস্কে দিল। নাম প্রত্যাহারের পেছনে চাপের রাজনীতির অভিযোগও তুলেছেন কালীঘাটপন্থী তৃণমূল। এদিকে দলের প্রার্থীর নাম প্রত্যাহারের পর নন্দীগ্রামে মমতা কংগ্রেসকে সমর্থনের কথা ঘোষণার পরেই কংগ্রেস প্রার্থীকে যে ক্ষিপ্রতায় নন্দীগ্রাম পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে, তাও যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কংগ্রেসের তরফে এই ঘটনার প্রতিবাদই নয়, দলীয় প্রার্থীর গ্রেপ্তারিকে আইনী পথে চ্যালেঞ্জ ও কমিশনের কাছে জবাব চাওয়া হয়েছে।

এদিন সরকার ও কমিশনের সমালোচনায় একে নির্বাচনের নামে প্রহসন বলে সমালোচনা করেছেন প্রাক্তন সাংসদ অধীররঞ্জন চৌধুরী। জল্পনা বেড়েছে রেজিনগরে মমতার প্রার্থী রবিউল আলম চৌধুরিকে নিয়েও। চাপের মুখে সেখানেও প্রতিদ্বন্দ্বিতা থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন রবিউল। প্রদেশ সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের দাবি, নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হতে চাইছে না বলেই ভয়ের পরিবেশ তৈরি করতে চাইছে সরকার। সিপিএম নেতা শমীক লাহিড়িও বলেন, 'গত চারমাসে রাজ্য সরকার যেভাবে একের পর জনবিরোধী নীতি কার্যকর করা ও আইনের শাসনকে বুড়ো আঙুল দেখানোর কাজ করে চলেছে তাতে এখনি এই সরকারের জনপ্রিয়তা মারাত্মক ভাবে কমেছে। নির্বাচন অবাধ হলে দুটি কেন্দ্রেই তার প্রভাব পড়তে বাধ্য। কিন্তু মাত্র চার মাসে বিজেপির গ্রাফ নিম্নমুখী হলে, সরকারের মুখ পুড়বে। সেটা বুঝেই নির্বাচনকে কার্যত বিরোধীশূন্য করতে চাইছেন মুখ্যমন্ত্রী।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের অভিযোগ, এক দেশ, এক ভোটের মতই বিজেপি একদলীয় ব্যবস্থাই কায়েম করতে চায়। রাজ্যে এটা তার শুরু। আইএসএফ এর কাছ থেকে প্রতীক খাম কেড়ে নিতে চলেছে কমিশন।

এই সব প্রশ্নেই বিজেপির অন্দরেও চর্চা শুরু হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর নিজের আসনে দলকে জিততে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি হতে হবে কেন? সেই জল্পনায় উঠে আসছে নন্দীগ্রামের প্রার্থী নির্বাচনও। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর যেদিন নন্দীগ্রাম আসন ছেড়ে ভবানীপুরের বিধায়ক হওয়ার কথা ঘোষণা করেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী, সেদিনই নন্দীগ্রাম আসন নিয়ে স্থানীয় বিজেপির অন্দরে অঙ্ক কষা শুরু হয়েছিল। কিন্তু আচমকা হাসিরানীকে প্রার্থী হিসাবে মুখ্যমন্ত্রী বেছে নেওয়ায়, সেই সিদ্ধান্ত মানতে হয়েছে দলকে। কিন্তু তাতে দলের ক্ষোভকে প্রশমিত করা যায়নি। দল ও দলের বাইরে এসব কারণই কি নন্দীগ্রাম নিয়ে উৎকণ্ঠা ফেলল দলকে? উঠছে সেই প্রশ্নও।

মামলা খারিজ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : রাজ্যের সর্বত্র গেরুয়াকরণের বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলা খারিজ করল কলকাতা হাইকোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি রবীন্দ্র ভি ঘুগে ও বিচারপতি অরিজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ডিভিশন বেঞ্চ জানিয়েছে, এই মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। অভিযোগের ভিত্তিতে কোনও ঘটনা উল্লেখ করা হয়নি। রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গেরুয়া রং করার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধেই হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা দায়ের হয়।

তৃণমূল আমলে সব জায়গায় নীল-সাদা রং করা হয়। সরকার পরিবর্তন হতেই গেরুয়াকরণ চলছে। মামলাকারীর অভিযোগ, এই সিদ্ধান্ত সরকারি টাকা নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয়। এমনকি হঠাৎ করে অ্যাকাডেমি অফ ফাইন আর্টসের দেওয়ালেও গেরুয়া রং করা হয়েছে। সম্প্রতি একটি সংবাদমাধ্যমের গেটেও গেরুয়া রং দেওয়া হয়েছে। যদিও আবেদনকারীকে মামলা প্রত্যাহার করতে বলা হয়।

জল পেরিয়ে গন্তব্যের উদ্দেশে। কলকাতায়। - দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়

হাজিরা এড়ালেন মহুয়া

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বৈঠক নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের ইস্যুতে দ্বিতীয়বার পুলিশের তলব এড়ালেন কালীঘাট তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র। শুক্রবার ই-মেলের মাধ্যমে ডায়মন্ড হারবার সাইবার ক্রাইম থানায় তিনি জানিয়েছেন, নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্তে প্রতীক হাতছাড়া হয়েছে। এই মুহূর্তে ব্যস্ত রয়েছেন তিনি। এই নিয়ে দ্বিতীয়বার হাজিরা এড়ালেন মহুয়া। অপরদিকে এদিনই ডিম হামলার বিরুদ্ধে থানার দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি।

গত বুধবার মহুয়াকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়া হয়। তার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে স্থানীয় ৮ বিজেপি নেতার বিরুদ্ধে তেহট্ট থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন মহুয়া। তেহট্ট ১ পঞ্চায়েত সভাপতি, সহসভাপতি সহ একাধিক নেতার বিরুদ্ধে ই-মেলা মারফত থানায় অভিযোগ জানিয়েছেন তিনি। জানা গিয়েছে, সেই অনুযায়ী তদন্ত শুরু হয়েছে। সমগ্র ঘটনার সিসিটিভির ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। যদিও তেহট্টের বিজেপি বিধায়ক সুব্রত কবিরাজ জানান, এই ঘটনার সঙ্গে তাঁদের দলের কোনও কর্মী সমর্থক জড়িত নন। সাম্প্রদায়িক বক্তব্যের কারণে সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়েছে।

'খাম' সংকটে আইএসএফ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : উপনির্বাচনের আগে নতুন করে প্রতীক সংকট তৈরি হল। এতদিন আইএসএফের সঙ্গে খাম প্রতীকটি হয়েছিল সমার্থক। কিন্তু বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনের অন্তর্বর্তী নির্দেশ অনুযায়ী তৃণমূল কংগ্রেসের জোড়াফুল চিহ্ন ফ্রিজ হতেই নতুন করে প্রতীক পেয়েছে দুই পক্ষ। ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের শিবির অর্থাৎ গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসকে খাম চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। এই নিয়ে শুরু হয়েছে বিভ্রান্তি। এই পদক্ষেপ পরিকল্পনামাফিক করা হয়েছে বলে অভিযোগ তুলেছেন আইএসএফ বিধায়ক নৌশাদ সিদ্দিকী।

তিনি বলেন, '২০২৬-এর ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের কাছে খাম প্রতীক রিনিউ করিয়েছি। এটা ফ্রি সিম্বল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা মঞ্জুর করেছিল। ২০২১ সাল থেকে আমরা এই প্রতীকে লড়ছি।' ২০২৬ সালের ভিত্তিতেই এই উপনির্বাচন হচ্ছে। তাই হঠাৎ করে প্রতীক দিয়ে দেওয়ার বিরুদ্ধে আদালতের দ্বারস্থ হবেন নৌশাদরা। কেন দুটি রাজনৈতিক দলকে একই প্রতীক দেওয়া হয়েছে তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। এখনও পর্যন্ত এই প্রসঙ্গে কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি নির্বাচন কমিশন।

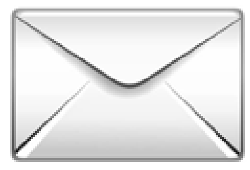

> **২০২৬-এর ১০ মার্চ নির্বাচন কমিশনের কাছে খাম প্রতীক রিনিউ করিয়েছি। এটা ফ্রি সিম্বল। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তা মঞ্জুর করেছিল। ২০২১ সাল থেকে আমরা এই প্রতীকে লড়ছি।**
>
> **নৌশাদ সিদ্দিকী**

নন্দীগ্রামে ঋতব্রত শিবিরের প্রার্থী এহতেশামুল হক নতুন প্রতীক নিয়ে বেশ খুশি। তিনি জানিয়েছেন, এই প্রতীক তুলে ধরে প্রচার সারবেন তিনি। নৌশাদ বলেন, 'নন্দীগ্রামের উপনির্বাচনে তৃণমূলের প্রার্থী শেষ মুহূর্তে মনোনয়ন প্রত্যাহার করে নেওয়ায় সেখানে মূল লড়াইয়ের জায়গা তৈরি হয়েছিল আইএসফের জন্য। ঠিক এই কারণে আইএসএফকে দুর্বল করার চক্রান্ত করা হচ্ছে।'

তবে রাজনৈতিক মহলের ব্যাখ্যা, আইএসএফ রেকডনাইজড আনরেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি। ফলে তার নিজস্ব কোনও স্থায়ী বা সংরক্ষিত নির্বাচনি প্রতীক নেই। এই ধরনের দলের ক্ষেত্রে প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের দিন শেষ হলে কমিশনের হাতে থাকা ফ্রি সিম্বলের মধ্য থেকে প্রতীক দেওয়া হয়।

নিয়ম মেনে রেল ট্র্যাকে পুজো। শুক্রবার কৃষ্ণনগরে। -পিটিআই

পুরভোটে সংরক্ষণের খসড়া প্রকাশ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ডিলিমিটেশন শেষ। এবার প্রকাশিত হল কলকাতা পুরসভা নির্বাচনের আসন সংরক্ষণের খসড়া তালিকা। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি করে ২০৯টি ওয়ার্ডের সংরক্ষণ-বিন্যাস জানাল পুরসভা। খসড়া অনুযায়ী, মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ৭০টি আসনের মধ্যে ৬৬টি জেনারেল ক্যাটাগরি এবং চারটি তপশিলি জাতির মহিলাদের জন্য। এছাড়াও তপশিলি জাতির জন্য আলাদা করে সংরক্ষিত হয়েছে ১২টি আসন। তবে ওয়ার্ডভিত্তিক জনসংখ্যার পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে তপশিলি উপজাতির জন্য কোনও আসন সংরক্ষণ করা হয়নি।

প্রকাশিত খসড়া নিয়ে ইতিমধ্যে নিজেদের অসন্তোষের কথা জানিয়ে দিয়েছে রাজ্যের দুই বিরোধী দল সিপিআইএম ও কংগ্রেস। দ্যা ওয়েস্ট বেঙ্গল ইলেকশন অ্যাক্ট, ১৯৯৪ মেনেই এই খসড়া তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তবে এটিই চূড়ান্ত নয়। পুরসভা জানিয়েছে, নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নাগরিক, রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি বা সংশ্লিষ্ট যে কোনও ব্যক্তি আপত্তি বা পরামর্শ জানাতে পারবেন। সেই আবেদন খতিয়ে দেখে দু'সপ্তাহের মধ্যে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ করা হবে।

পুলিশি হেপাজতে আকাশ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কিষেনজি ঘনিষ্ঠ মাওবাদী শীর্ষ নেতা অসীম মণ্ডল ওরফে আকাশকে পুলিশি হেপাজতে পাঠাল আদালত। বৃহস্পতিবার গ্রেপ্তারির পর শুক্রবার তাঁকে আদালতে পেশ করা হয়। নিম্ন আদালতে কলকাতা পুলিশের এসটিএফের আইনজীবী দাবি করেন, আকাশের বিরুদ্ধে পশ্চিমবঙ্গ, ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশায় ৩৩টি মামলা রয়েছে। তাঁকে ধরার জন্য মাথার দাম ঘোষণা করা হয়েছিল। রাজ্য পুলিশের আইনজীবী জানান, একের পর এক নাম বদলে নিজেকে আড়াল করতেন অসীম। যদিও তাঁকে আকাশ নামে বেশিরভাগ লোক চেনে। তিনি একটি নিষিদ্ধ সংগঠনের সক্রিয় সদস্য। রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব ও অখণ্ডতার বিরুদ্ধে গিয়ে বেআইনি কার্যকলাপ ও নাশকতামূলক কাজের চক্র গড়ে তুলতেন আকাশ। যদিও আকাশের আইনজীবী ইয়াসিন রহমান দাবি করেন, ২০১১ সালের আগে এমন অনেকে এই চক্রের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। যাঁরা এখন সমাজের হিরো হয়ে গিয়েছেন। আকাশকে ২৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত পুলিশি হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

পাহাড়ে পার্কিং জোন তৈরির নির্দেশ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর মুখে পাহাড়ের যানজট নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিং ও কালিম্পং শহরের মূল রাস্তার প্রায় ৬০ শতাংশ এলাকা যত্রতত্র অবৈধ গাড়ি পার্কিংয়ের জেরে বিপাকে পড়ছেন পর্যটক থেকে স্থানীয় বাসিন্দা ও স্কুলপড়ুয়ারা। পাহাড়ের এই সমস্যা সমাধানে এবার দ্রুত নতুন পার্কিং জোন গড়ে তোলার নির্দেশ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার সল্টলেকের 'আরক্ষা ভবন'-এ রাজ্য পুলিশের সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল রুমের উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। মুখ্যসচিবের উদ্যোগে এবং ট্রাফিক পুলিশ আইজি ত্রিপুরারি সাহেবের নেতৃত্বে এই আধুনিক কন্ট্রোল রুমটি চালু করা হয়েছে। সেখানেই পাহাড়ের প্রসঙ্গ তুলে মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ে জমির প্রাকৃতিক ঘাটতি থাকলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, পাহাড়ে সমতলের মতো জমি পাওয়ার সমস্যা থাকলেও হাত গুটিয়ে বসে থাকলে চলবে না। যানজট মোকাবিলায় বিকল্প ও নতুন পার্কিং জোন চিহ্নিত করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের জেলাশাসক ও জেলা পুলিশ সুপারকে। এই পরিকল্পনা দ্রুত বাস্তবায়িত করতে বর্ডার রোডস অর্গানাইজেশন (বিআরসি) এবং স্থানীয় পঞ্চায়েত বা পুর প্রশাসনের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। স্থানীয় মানুষের পরামর্শ ও সার্বিক সমন্বয় বজায় রেখেই প্রস্তুত করা হবে নতুন ট্রাফিক ও পার্কিং ব্লু-প্রিন্ট।

পাশাপাশি, পাহাড়ের যাতায়াত ব্যবস্থা সুগম করতে পরিকাঠামোগত উন্নয়নে আর্থিক বরাদ্দের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। ২০২৩ সালের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত পাহাড়ের রাস্তাঘাট দ্রুত মেরামতির লক্ষ্যে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-কে ৪৬৫টি প্রকল্পের অধীনে ২৪৯ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। এছাড়া রাজ্য বাজেটে আরও ৩১৩ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। পুজো ও পর্যটন মরশুম শুরুর আগেই যাতে কাজ শেষ হয়, সে বিষয়ে জিটিএ-র নবনিযুক্ত প্রশাসককে বিশেষ নজর দেওয়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে।

শুধু পাহাড় নয়, উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের সংযোগকারী গুরুত্বপূর্ণ সড়কগুলির যানজট নিয়ন্ত্রণ করতেও এবার সরাসরি নজর রাখবে নবান্ন। সল্টলেকের সেন্ট্রাল ট্রাফিক কন্ট্রোল রুম থেকে এদিন ভিডিও নজরদারির মাধ্যমে পুরো রাজ্যের সড়ক পরিবহণ ব্যবস্থা খতিয়ে দেখা হয়। ফরাক্কা,

পলসন্ডা, পালসিট, ডানকুনি ও ধূলাগড় চেকপোস্টের লাইভ ট্রাফিক দৃশ্য পর্যবেক্ষণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। সড়ক নিরাপত্তা ও যানজট দূরীকরণে সাধারণ মানুষের কাছ থেকে সরাসরি অভিযোগ পেতে একটি বিশেষ টোল-ফ্রি নম্বর (১৮০০-৩৪৫-৮৯২২) চালু করা হয়েছে। খুব শীঘ্রই এর পাশাপাশি হোয়াটসঅ্যাপ পরিষেবা এবং পৃথক মোবাইল অ্যাপও চালু করবে পরিবহন দপ্তর। দূরপাল্লার সড়ক এবং জাতীয় মহাসড়কগুলিতে কৃত্রিম বা উদ্দেশ্যেপ্রণোদিতভাবে যানজট তৈরি করা হচ্ছে কি না, তাও এই সেন্ট্রাল কন্ট্রোল রুম থেকে চব্বিশ ঘণ্টা পর্যবেক্ষণ করা সম্ভব হবে।

কাঠগড়ায় কলকাতার ট্রাফিক সার্জেন্ট

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : খোদ রক্ষকই যখন ভক্ষক হয়ে ওঠে, তখন সাধারণ মানুষ যাবে কোথায়? ঝাড়খণ্ড পুলিশের হাতে কলকাতার এক ট্রাফিক সার্জেন্টের অভাবনীয় গ্রেপ্তারিতে এখন এই প্রশ্নই ঘুরপাক খাচ্ছে লালবাজারের অন্দরে। শুধু তাই নয়, পুলিশের নিজস্ব ডিজিটাল ট্র্যাকিং সিস্টেমে কীভাবে এত বড় গলদ তৈরি হল, তা নিয়ে রীতিমতো রাতের ঘুম উড়েছে শীর্ষ কর্তাদের।

ঘটনার সূত্রপাত ২৪ আগস্ট। ঝাড়খণ্ডের চান্ডিল থানা এলাকায় ৩ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারের একটি হোটেলের কাছে খুন হন নিখিল সবলোক (৩৭) নামে এক হোটেল ব্যবসায়ী। তদন্তে নেমে ঝাড়খণ্ড পুলিশ জানতে পারে, এটি একটি রীতিমতো ছক কষা সুপারি কিলিং। তদন্তকারীদের জালে উঠে আসে কলকাতার বেলেঘাটা ট্রাফিক গার্ডের সার্জেন্ট অয়ন গুপ্তের নাম। অভিযোগ, ২০১০ ব্যাচের এই পুলিশ অফিসার সুপারি কিলারদের ওই ব্যবসায়ীর রিয়েল-টাইম টাওয়ার লোকেশন এবং কল ডিটেল রেকর্ড বা সিডিআর পাচার করতেন। এই কাজে তাঁকে সাহায্য করত একই ট্রাফিক গার্ডের সিভিক ভলান্টিয়ার টুইঙ্কল দাস। টুইঙ্কলই খুনের মূল চক্রী রাঘবের সঙ্গে যোগাযোগ রাখত।

বৃহস্পতিবার লালবাজারে ডেকে পাঠিয়ে অয়ন ও টুইঙ্কলকে ম্যারাথন জেরা করেন গোয়েন্দারা। বয়ান রেকর্ড করার পরই অয়নকে গ্রেপ্তার করে ঝাড়খণ্ড পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রশ্ন হল, একজন ট্রাফিক সার্জেন্ট কীভাবে এই ধরনের হাই-প্রোফাইল ডিজিটাল তথ্য হাতালেন?

বাদল মেঘেও বাহারি ঘুড়ির মেলা

অর্কজ্যোতি বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : আকাশে কালো মেঘ, সঙ্গে প্রতিকূল আবহাওয়া। তবু শুক্রবার নিউটাউনের ইকো পার্কের হেলিপ্যাড গ্রাউন্ডে দেখা মিলল প্রায় চল্লিশ রকম বাহারি রং ও আকারের ঘুড়ির। পাইলট, টিলোবিট, স্ট্যান্টার, রোকাকো—নামেও যেমন বৈচিত্র্য, নকশাতেও তেমন চমক। বিশেষ নজর কেড়েছে রোকাকো। সামনেই দুর্গোৎসবের কথা মাথায় রেখে সেই ঘুড়িতে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে মা দুর্গার মুখ। তেরঙার ওপর 'ভারত' ও 'আই লাভ কলকাতা' লেখা ঘুড়িও জায়গা করে নিল আকাশে। রাজ্যের পর্যটন দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্বকর্মা পুজোর দিন আয়োজিত হল একদিনের 'কলকাতা ঘুড়ি উৎসব

ঘুড়ি উৎসবে শংকর ঘোষ ও পূর্ণিমা চক্রবর্তী। শুক্রবার ইকো পার্কে।

২০২৬'। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের পর্যটন মন্ত্রী শংকর ঘোষ ও প্রতিমন্ত্রী পূর্ণিমা চক্রবর্তী।

শংকর ঘোষের বক্তব্য, 'প্রযুক্তি ও সময়ের কারণে হারিয়ে যেতে বসা শৈশবকে তুলে ধরাই মূল লক্ষ্য। পর্যটন দপ্তরের পক্ষ থেকে নিজেদের ঐতিহ্যকে তুলে ধরতে আমাদের এই উদ্যোগ।' তবে এদিন খারাপ আবহাওয়ার কারণে যে ধরনের জনসমাগম আশা করা হয়েছিল সেটা পূরণ হয়নি। তা স্বীকার করে শংকর বলেন, 'আবহাওয়া প্রতিকূল না হওয়ায় বড় আকারে করার পরিকল্পনা বাতিল করতে হয়।' আগামীদিনে এধরনের অনুষ্ঠান উত্তরবঙ্গ সহ বাকি জেলায় পৌঁছে দেওয়ার কথাও জানিয়েছেন পর্যটনমন্ত্রী। তাঁর কথায়, 'সিটংয়ে কমলালেবু উৎসব, দার্জিলিং ও শিলিগুড়িতে চা উৎসব, মেঘনা থেকে সান্দাকফু পর্যন্ত ওয়াকাথন কর্মসূচি করার কথা রয়েছে। ডুয়ার্স ও মালদাকে সামনে রেখেও কিছু উৎসব করার পরিকল্পনা রয়েছে।' এদিন কিছুক্ষণের জন্য খোশমেজাজে লাটাই-সুতো হাতে ঘুড়ি ওড়াতেও দেখা গিয়েছে রাজ্যের দুই মন্ত্রীকে। পূর্ণিমা চক্রবর্তীর কথায়, 'মনে হল শৈশবে ফিরে গেলাম।'

এই অনুষ্ঠানে ঘুড়ির দায়িত্বে ছিল আহমেদাবাদের মাই ইন্ডিয়া কাইট টিম নামের এক সংগঠন। তাদের এক আধিকারিকের কথায়, 'চিন, মালয়েশিয়া এবং ইউরোপের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসে ঘুড়ির নকশা। সেই নকশা অনুযায়ী আহমেদাবাদে তৈরি হয় ঘুড়ি। ঘুড়ি আমাদের কাছে হেরিটেজ।' তাঁর দাবি, পর্যটন শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সরকার নানা উদ্যোগ নিয়েছে। তেলেঙ্গানা, দিল্লি, গোয়া, মহারাষ্ট্রের উদাহরণ টেনে তাঁর বক্তব্য, পর্যটনের সঙ্গে স্থানীয় শিল্প-সংস্কৃতিকে যুক্ত করার সুযোগও বাড়ছে।

ঘোষণায় চিঁড়ে ভিজবে না, রাজ্যের চাই রকেটের গতি

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : স্বাধীনতার শতবর্ষ, অর্থাৎ ২০৪৭ সালের মধ্যে গোটা দেশ যখন 'উন্নত ভারত' গড়ার স্বপ্ন দেখছে, তখন বাংলা কি পিছিয়ে থাকবে? একেবারেই নয়। বাংলার লক্ষ্য ২০৪৭ সালের মধ্যে রাজ্যের অর্থনীতিকে অন্তত পাঁচগুণ বড় করা। কিন্তু স্বপ্ন দেখা আর তা বাস্তবে রূপায়ণের মধ্যে যে বিস্তর ফারাক রয়েছে, তা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল 'অবজার্ভার রিসার্চ ফাউন্ডেশন' বা ওআরএফ-এর সাম্প্রতিক রিপোর্ট।

নীলাঞ্জন ঘোষ, আর্য রায়বর্ধনদের লেখা 'বিকশিত বঙ্গ : অ্যান এভিডেন্স-বেসড পলিসি রোড ম্যাপ ফর ওয়েস্ট বেঙ্গলস ৫এক্স ইকনমি' শীর্ষক এই রিপোর্ট স্পষ্ট বলছে, অর্থনীতিকে পাঁচগুণ করতে হলে আগামী কয়েক দশক রাজ্যকে ধারাবাহিকভাবে ৭.২৫ শতাংশ হারে আর্থিক বৃদ্ধি ধরে রাখতে হবে। অথচ গত একদশকের (২০১১-১২ থেকে ২০২৪-২৫) হিসেব বলছে, বাংলার বৃদ্ধির হার আটকে আছে মাত্র ৪.৬৯ শতাংশে।

কোথায় গলদ? রিপোর্টে বলা হচ্ছে, ম্যানুফ্যাকচারিং এবং পরিষেবা ক্ষেত্র কিছুটা আশার আলো দেখালেও বাংলার অর্থনীতির অন্যতম বড় ভরসা—কৃষি খাত রীতিমতো ধুঁকছে। রাজ্যের জিএসডিপি-তে প্রায় ২২.২৪ শতাংশ অবদান থাকলেও এই ক্ষেত্রে বৃদ্ধির হার মেরেকেটে ২.৮৯ শতাংশ। আলু, মাছ বা সবজি উৎপাদনে বাংলা প্রথম সারিতে থাকলেও সংরক্ষণের অভাব এবং প্রক্রিয়াকরণ শিল্পের বেহাল দশার কারণে প্রচুর ফসল নষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকে, পরিষেবা ক্ষেত্রে পর্যটন এবং ডিজিটাল অর্থনীতির যে বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে, তাকেও পুরোপুরি কাজে লাগানো

যাচ্ছে না। পাশাপাশি জমি অধিগ্রহণের জট এবং ভগ্ন পরিকাঠামো লগ্নিকারীদের পদে পদে বাধা দিচ্ছে।

তবে আশার কথা হল, রাজ্য সরকারও এই খামতিগুলো বুঝতে শুরু করেছে। ২০২৬-২৭ সালের রাজ্য বাজেটে চিরাচরিত অনুদানের রাজনীতি থেকে সরে এসে উৎপাদনশীলতা এবং কর্মসংস্থানের দিকে জোর দেওয়া হয়েছে। শিল্পে গতি আনতে বাজেটে ৫ হাজার কোটি টাকার ইনভেস্টমেন্ট ইনসেনটিভ পলিসি এবং ১০০ কোটি টাকার বেশি লগ্নির জন্য 'সিঙ্গল উইন্ডো ক্লিয়ারেন্স সিস্টেম' চালু করার কথা বলা হয়েছে,

বিকশিত বঙ্গের ব্লু-প্রিন্ট

যাতে জমির জট বা সরকারি অনুমোদনের লাল ফিতের ফাঁস লগ্নিকারীদের বিরক্ত না করে। ছোট ও মাঝারি শিল্পের জন্য চালু হচ্ছে 'বাংলার উদ্যম ক্রেডিট কার্ড'।

কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতের পথ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর সঙ্গে তাল মেলানোর সুফলও মিলতে শুরু করেছে। আয়ুষ্মান ভারত (পিএমজেএওয়াই) প্রকল্প রাজ্যে কার্যকর করতে জাতীয় স্বাস্থ্য কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মউ স্বাক্ষর করেছে রাজ্য, যার ফলে ১ কোটি ৪৩ লক্ষ পরিবার উপকৃত হবে এবং বার্ষিক প্রায় ১ হাজার কোটি টাকার কেন্দ্রীয় তহবিল রাজ্যের হাতে আসবে। পরিকাঠামো ঢেলে সাজাতে শিলিগুড়ি এবং ডানকুনিতে লজিস্টিক হাব, দাদনপাত্রবাড়ে গভীর সমুদ্রবন্দর এবং সীমান্ত বাণিজ্যের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। উত্তরবঙ্গের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি হতে চলেছে এই শিলিগুড়ি লজিস্টিক হাব। তবে ওআরএফ রিপোর্ট শেষে একটা বড় সতর্কবার্তাও দিয়েছে। বাজেটে বড় বড় ঘোষণা করা এক জিনিস, আর তা বাস্তবায়িত হওয়া সম্পূর্ণ অন্য। লগ্নির প্রতিশ্রুতিগুলো কত দ্রুত বাস্তবে কারখানায় রূপান্তরিত হচ্ছে, কত মানুষের হাতে চাকরির নিয়োগপত্র উঠছে এবং পরিকাঠামোর কাজ কত দ্রুত শেষ হচ্ছে—তার ওপরই নির্ভর করছে 'বিকশিত বঙ্গ'-র আসল ভবিষ্যৎ।

নিঠারি খ্যাত সুরিন্দর কোলির আত্মহত্যা

হরিদ্বার, ১৮ সেপ্টেম্বর : ২০০৬ সালের সাড়া জাগানো নিঠারি হত্যাকাণ্ডে দেশের সর্বোচ্চ আদালতে বেকসুর খালাস পাওয়া সুরিন্দর কোলির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হল হরিদ্বারের একটি চায়ের দোকান থেকে। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, শুক্রবার ভোরে তিনি আত্মহত্যা করেছেন।

হরিদ্বারের ভূপতওয়ালা এলাকার সপ্ত সরোবর রোডে লালমাতা মন্দিরের উলটো দিকে একটি দোকান ভাড়া নিয়ে গত কয়েক মাস ধরে চা বিক্রি করছিলেন সুরিন্দর। সেখান থেকেই তাঁর ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। দোকান থেকে কোনও সুইসাইড নোট মেলেনি। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সকালে এক ব্যক্তির আত্মহত্যার খবর পেয়ে ফরেন্সিক দল পৌঁছোয়। প্রথম দর্শনে এটি আত্মহত্যা বলেই মনে হচ্ছে। দেহ হেপাজতে নিয়ে ময়নাতদন্তের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

উত্তরাখণ্ডের আলমোড়ার বাসিন্দা সুরিন্দর নয়ডায় ব্যবসায়ী মণিন্দর সিং পান্ধেরের পরিচারক ছিলেন। ২০০৬ সালে সেই বাড়ির পিছনের নিকাশি নালা থেকে বহু শিশু ও তরুণীর কঙ্কাল উদ্ধার হলে দেশজুড়ে শোরগোল শুরু হয়। একের পর এক মামলায় তাঁকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হলেও পরবর্তীতে প্রমাণের অভাবে তা খারিজ হয়ে যায়। ২০২৫ সালের নভেম্বরে সুপ্রিম কোর্ট শেষ মামলাটিতেও সুরিন্দরকে সম্পূর্ণ বেকসুর মুক্তি দেয়। দীর্ঘ কারাবাসের পর মুক্তি পেয়ে হরিদ্বারে দিনযাপন করছিলেন তিনি।

অন্যদিকে, নিঠারি কাণ্ডের অন্যতম অভিযুক্ত সুরেন্দ্র কোলির 'আত্মহত্যা'র খবরে যেন জ্বালা জুড়িয়েছে স্বজনহারা পরিবারগুলির। শুক্রবার সুরেন্দ্রের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধারের পর গ্রামের ভুক্তভোগী পরিবারগুলির সমস্বরে স্বীকারোক্তি, 'যা হয়েছে ভালোই হয়েছে। ওর বাঁচার কোনও অধিকার নেই! থাকতে পারে না।'

জাহাজে ধাক্কা
ভারত-পাক তর্জা

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : আরব সাগরে ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ আইএনএস কলকাতা ও পাকিস্তানি নৌসেনার জাহাজ পিএনএস হুনেইনের ধাক্কা লাগার ঘটনাকে কেন্দ্র করে দু'দেশের মধ্যে কূটনৈতিক তরজা শেষ হয়েও হচ্ছে না।

ইসলামাবাদের দাবি খারিজ করে ভারতের বিদেশ মন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেন, 'এই ঘটনায় আমরা যে প্রতিবাদ করেছিলাম, তার ভিত্তিতে পাকিস্তানের উত্তর দেখেছি। সেই একই গড়িমসি, সত্যকে চাপা দেওয়ার চেষ্টা।' নয়াদিল্লির অভিযোগ,

গত মঙ্গলবার আন্তর্জাতিক জলসীমায় রুটিন টহলদারির সময় পাক জাহাজ বিপজ্জনকভাবে অতিক্রম করতে গিয়ে ১৯৯১ সালের দ্বিপাক্ষিক চুক্তি ও আন্তর্জাতিক সমুদ্র আইন লঙ্ঘন করেছে। ওই চুক্তিতে দুই দেশের নৌসেনা জাহাজের মধ্যে অন্তত তিন নটিক্যাল মাইল দূরত্ব বজায় রাখার কথা বলা হয়েছে। সংঘর্ষে ভারতীয় রণতরীর বিশেষ ক্ষতি হয়নি।

অন্যদিকে, দিল্লির দাবি উড়িয়ে পাকিস্তানের বক্তব্য, নিজেদের একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চলে মহড়া চলাকালীন ভারতীয় যুদ্ধজাহাজটিই আক্রমণাত্মক আচরণ করেছে। দুর্ঘটনায় ক্ষতিগ্রস্ত পাক জাহাজটি বন্দরে ফিরলেও ভারতীয় যুদ্ধজাহাজ সমুদ্রে টহলদারি চালিয়ে যাচ্ছে। ঘটনায় দুই দেশই কূটনৈতিক প্রতিবাদ জানিয়েছে।

হাতি মেরে সাথী... শুক্রবার ইন্দোনেশিয়ার একটি পার্কে।

৩৭ লক্ষেরও বেশি আবেদন অমীমাংসিত

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের পর যাঁদের নাম বাদ গিয়েছিল সেইরকম ৩৭ লক্ষেরও বেশি আবেদনের নিষ্পত্তি এখনও ট্রাইব্যুনালে বিচারাধীন। সুপ্রিম কোর্টে হলফনামা দিয়ে এমনটাই জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাতে বলা হয়েছে, এসআইআরের পর ট্রাইবিউনালে এখনও পর্যন্ত মোট ৩৮,২০,৬৮৩টি আবেদন জমা পড়েছে। সেগুলির মধ্যে মাত্র ১,০২,২৩১টি আবেদনের নিষ্পত্তি সম্ভব হয়েছে। বকেয়া রয়েছে ৩৭,১৮,৪৫২টি আবেদনের নিষ্পত্তি। তবে বাদ পড়া ভোটারদের আবেদন এবং নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির বিরুদ্ধে জমা পড়া আপিলের আলাদা কোনও হিসেব হলফনামায় জানানো হয়নি।

পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেসের এসআইআর কমিটির প্রধান প্রসেনজিৎ বসুর দায়ের করা একটি জনস্বার্থ মামলার প্রেক্ষিতে শীর্ষ আদালত ওই রিপোর্ট তলব করেছিল। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত, বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী এবং বিচারপতি ভি মোহনার বেঞ্চে ওই মামলার শুনানি চলছে। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ২০২৫ সালের ১৭ ডিসেম্বর খসড়া তালিকা প্রকাশের পর থেকে ২০২৬ সালের ৭ আগস্টের মধ্যে নাম অন্তর্ভুক্তির জন্য (ফর্ম ৬) প্রায় ৩৪.১৩ লক্ষ আবেদন জমা পড়েছিল। অন্যদিকে আবেদনকারী প্রসেনজিৎ বসুর দাবি, প্রাথমিক গণনার সময় প্রায় ৫৮ লক্ষেরও বেশি ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে দাবি ও আপত্তি জানানোর পর্যায়ে ফর্ম ৬ ও ৬এ-র মাধ্যমে প্রায় ৯.৬৪ লক্ষ নতুন নাম অন্তর্ভুক্তির আবেদন এবং ফর্ম ৭-এর মাধ্যমে ৯৯ হাজারেরও বেশি নাম বাদ দেওয়ার আবেদন জমা পড়েছিল। ২৮ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত চূড়ান্ত তালিকায় মাত্র ১.৮২ লক্ষ নতুন নাম যুক্ত করা হয়েছে। ২৫ আগস্ট সুপ্রিম কোর্ট কমিশনকে ট্রাইব্যুনালে ঝুলে থাকা আপিলের দ্রুত নিষ্পত্তির নির্দেশ দেয়। এদিকে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরী অভিযোগ করেছেন, 'নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নজর এড়িয়ে নতুন নতুন কারসাজি করে চোরাগোপ্তা ভাবে ইচ্ছেমতো আরও ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা করছে। এসআইআর সারাদেশে কেলেঙ্কারি করছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে কমিশন।'

> **নির্বাচন কমিশন সুপ্রিম কোর্টের নজর এড়িয়ে ইচ্ছেমতো আরও ভোটারদের নাম কাটার চেষ্টা করছে। মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিতে চাইছে কমিশন।**
>
> **অধীররঞ্জন চৌধুরী**

চিতা বেড়ে ৫২

ভোপাল, ১৮ সেপ্টেম্বর : বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ মেগাপ্রকল্প 'প্রজেক্ট চিতা' চার বছর পূর্তি হল চলতি মাসের ১৭ তারিখ। এই প্রকল্প সফল হওয়ায় এদেশে চিতার সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ৫২। এর মধ্যে ৩২টি চিতাশাবক। তারা জন্মেছে ভারতে। আফ্রিকান চিতার অভিযোজন ও বংশবৃদ্ধি এদেশে যে সফল হয়েছে তার প্রমাণ চিতার সংখ্যাবৃদ্ধি। ভারত ৭০ বছর চিতাশূন্য ছিল। ১৯৫২ সালে কেন্দ্রীয় সরকার ভারতে একটাও চিতা নেই বলে

ঘোষণা করেছিল। ২০২২ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে নামিবিয়া থেকে আটটি চিতা মধ্যপ্রদেশের কুনো ন্যাশনাল পার্কে নিয়ে আসা হয়। বর্তমানে ৫২টি চিতার মধ্যে ৪৯টি রয়েছে কুনোয়। ৩টি গান্ধি সাগর অভয়ারণ্যে।

উদ্ধার আরও ৬ দেহ

কাঠমান্ডু, ১৮ সেপ্টেম্বর : নেপালে ভয়াবহ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের প্রায় ২৪ দিনের মাথায় মিলল আরও ছ'টি মৃতদেহ। শুক্রবার নুয়াকোট জেলায় একটি জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সুড়ঙ্গ থেকে দেহগুলি উদ্ধার হয়েছে। সেনাবাহিনী জানিয়েছে, দেশের অভ্যন্তরীণ বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে ত্রিশূলী নদীর ওপর নির্মিত জলবিদ্যুৎকেন্দ্রের অডিট-৩ সুড়ঙ্গ থেকে মিলেছে দেহগুলি।

জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস মুডিজ-এর

নিউ ইয়র্ক, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক অস্থিরতা ও পশ্চিম এশিয়ার ভূরাজনৈতিক সংঘাত সামলে ভারতীয় অর্থনীতি দ্রুতগতিতে এগোচ্ছে। চলতি অর্থবর্ষে দেশের জিডিপি বৃদ্ধির পূর্বাভাস ৬ শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৭ শতাংশ করেছে আন্তর্জাতিক রেটিং সংস্থা 'মুডিজ'।

চলতি ক্যালেন্ডার বছরের প্রথম ছয় মাসে দেশের প্রকৃত জিডিপি বৃদ্ধি লাফিয়ে দাঁড়িয়েছে ৮.২ শতাংশে। বিশ্বমঞ্চে এই অর্থনৈতিক হার জি-২০ ভুক্ত সমস্ত প্রধান দেশের চেয়ে অনেকটাই দ্রুততর। সাধারণ মানুষের কেনাকাটা বাড়ার পাশাপাশি সরকারি পরিকাঠামোয় বিপুল অর্থ বরাদ্দ ও পরিষেবা ক্ষেত্রের বিকাশ এই জোরালো বৃদ্ধির মূল চালিকাশক্তি। গত অর্থবর্ষে ভারতের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি হয়েছিল ৭.৭ শতাংশ।

আন্তর্জাতিক আর্থিক সংস্থা আইএমএফ, এস অ্যান্ড পি কিংবা দেশের রিজার্ভ ব্যাংকের পূর্বাভাসের তুলনায় মুডিজের নতুন হিসাব অনেকটাই বেশি। দেশীয় উৎপাদন বাড়াতে পিএলআই প্রকল্প এবং পরিকাঠামো বিকাশে গতিশক্তি যোজনা সার্বিক অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে বিশেষ সাহায্য করেছে। তবে জিডিপি সংক্রান্ত ইতিবাচক ধারার মাঝেই মূল্যবৃদ্ধি ঘনিয়ে ওঠার আশঙ্কার কথাও শোনানো হয়েছে রিপোর্টে। মুডিজ সতর্ক করে বলেছে, 'পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধ না থামলে আন্তর্জাতিক বাজারে জ্বালানি তেলের চড়া দাম গড় মূল্যবৃদ্ধিকে ৪.৮ শতাংশের ওপরে নিয়ে যেতে পারে।' পাশাপাশি এল নিনোর প্রভাবে খাদ্য ও নিত্যপণ্যের মূল্যবৃদ্ধি সূচকের ঊর্ধ্বমুখী গতি সাধারণ পরিবারের খরচে বাড়তি চাপ তৈরি করতে পারে।

অবশ্য জ্বালানি তেলের অতিরিক্ত খরচ সত্ত্বেও দেশের পর্যাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রার সঞ্চয় ও তেল আমদানিতে উৎসের বৈচিত্র্য বড় ঢাল হিসাবে কাজ করবে। সেই কারণে রাজকোষ ঘাটতি কমানোর লক্ষ্যের দিকে নজর রেখে ভারতের সার্বভৌম ঋণ রেটিং স্থিতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি সহ অপরিবর্তিত রেখেছে এই আন্তর্জাতিক সংস্থা।

অন্য সুর ওমরের

শ্রীনগর, ১৮ সেপ্টেম্বর : ইন্ডিয়া জোটের শরিক ওমর আবদুল্লা এবং তাঁর দল ন্যাশনাল কনফারেন্সের সঙ্গেও বিবাদ ক্রমশ বাড়ছে হাত শিবিরের। বন্দে মাতরমের ৬টি স্তবক গাওয়া নিয়ে প্রথমে দ্বন্দ্ব শুরু হয়েছিল দুই শরিকের। এবার দ্বৈরথের কেন্দ্রে ইউপিআই মাশুল।

কংগ্রেস এবং লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি ইউপিআইয়ের মাধ্যমে ২ হাজার টাকার বেশি ব্যবসায়িক লেনদেনে মাশুল বসানোয় তীব্র আপত্তি তুলেছেন। কিন্তু উল্টোপথে হেঁটে জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা এই ইস্যুতে কেন্দ্রের পাশে দাঁড়িয়েছেন। তিনি বলেন, 'এই মাশুল তো সকলের ওপর চাপানো হচ্ছে না। একজন ব্যক্তি অন্যকে পাঠালে কোনও চার্জ কাটা হবে না। তাছাড়া নির্দিষ্ট একটি সীমা পার না করলে লেনদেনে কোনও মাশুল দিতে হবে না।' ওমরের সাফ কথা, 'ইউপিআই ব্যবস্থা সচল রাখা এবং তার রক্ষণাবেক্ষণে প্রচুর খরচ হয়। কোনও পরিষেবা সম্পূর্ণ বিনা খরচে পেয়ে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার গুরুত্ব বুঝি না। তবে সাধারণ নাগরিকদের থেকে যেন মাশুল কাটা না হয়। সংস্থাগুলির ওপর চার্জ বসালে আমার কোনও আপত্তি নেই। তারা ইউপিআইয়ের মাধ্যমে এমনিতেই অনেক লাভবান হয়।' ১৫ অক্টোবর থেকে ইউপিআইয়ে ২ হাজার টাকার বেশি ব্যবসায়িক লেনদেনে ০.৪ শতাংশ হারে এমডিআর প্রযোজ্য হবে।

দিল্লিতে কিশোরীকে গণধর্ষণ, কুপিয়ে খুন

ধৃত তিন নাবালক সহ ৪

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লিতে ফের গণধর্ষণ করে খুন। নয়ডার পর স্বরূপনগর। চলন্ত টেম্পোতে ষোলো বছরের এক কিশোরীকে গণধর্ষণ করে কুপিয়ে খুনের নৃশংস ঘটনায় কেঁপে উঠেছে রাজধানী। উত্তর-পশ্চিম দিল্লির স্বরূপনগরের খোলা মাঠে ফেলা ক্ষতবিক্ষত দেহ কুকুর খুবলে খাওয়ার দৃশ্য স্থানীয় বাসিন্দাদের নজরে আসার পরেই তোলপাড় শুরু হয়।

১৩ সেপ্টেম্বর সকালে স্বরূপনগরের কুশক রোড সংলগ্ন জয়পাল রানার মাঠ থেকে পচাগলা দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। নাকে তীব্র দুর্গন্ধ পেয়ে দেখতে গিয়ে হাড়হিম দৃশ্য দেখে চমকে ওঠেন স্থানীয় বাসিন্দারা। খোলা মাঠে বিকৃত দেহ ঘিরে কয়েকটি পথকুকুর টানাটানি করছিল। দেহের মুখ সম্পূর্ণ ক্ষতবিক্ষত ছিল, একাধিক ছুরির আঘাতের চিহ্নও ছিল তাতে। একটি হাত শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় পড়েছিল। পচাগলা দেহের অবস্থা এতটাই ভয়াবহ ছিল যে প্রাথমিকভাবে পুরুষ না মহিলা তা বোঝার উপায় ছিল না। পরে দেহ পরীক্ষায় কিশোরীকে গণধর্ষণের বিষয়টি নিশ্চিত করেন চিকিৎসকরা।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, ১১ সেপ্টেম্বর (শুক্রবার) রাতে হত্যাকাণ্ড ঘটেছিল। পরিচিত এক বন্ধুর ডাকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে একটি মালবাহী টেম্পোতে উঠেছিল ওই কিশোরী। টেম্পোটি এক নাবালক অভিযুক্তের ভাইয়ের। গাড়ির মধ্যে অভিযুক্তরা মদ্যপান করার পর কিশোরীকে গণধর্ষণ করে। এরপর পুলিশে নালিশ করার ভয়ে তাকে দু'টি ছুরি দিয়ে অন্তত আটবার কুপিয়ে খুন করা হয়। রক্তাক্ত নিথর দেহ কুশক রোডের ধারে মাঠে ফেলে রেখে পালায় দুষ্কৃতীরা।

মেয়ে দু'দিন ধরে বাড়ি না ফিরলেও থানায় কোনও অভিযোগ জানায়নি পরিবার। তারা জানিয়েছে, 'মেয়ে মাঝেমধ্যেই কাউকে কিছু না বলে বাড়ি থেকে পালিয়ে চলে যেত এবং তিন-চারদিন পর আবার ফিরে আসত, তাই এবারও তেমনটাই হবে ভেবেছিলাম।' কিন্তু মেয়েটির যে এমন মর্মান্তিক পরিণতি হতে পারে তা কল্পনাও করতে পারেননি পরিজনেরা।

তদন্তে নেমে বড় চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েন তদন্তকারীরা। কারণ, প্রত্যক্ষদর্শী কেউ ছিল না। একমাত্র সম্বল ছিল এলাকা ও সংযোগকারী রাস্তার সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ। তদন্তে নেমে ৫০টিরও বেশি ক্যামেরার ফুটেজ পরীক্ষা করে পুলিশ। গভীর রাতে ঘটনাস্থলের লাগোয়া এলাকায় একটি টেম্পোর সন্দেহজনক গতিবিধি নজরে এলেও তাতে নম্বরপ্লেট স্পষ্ট ছিল না। কিন্তু হাল ছাড়েননি তদন্তকারীরা। প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্যমে বিভিন্ন সিসিটিভি ফুটেজ মিলিয়ে গাড়িটির সম্ভাব্য পথ পুনর্নির্মাণ করা হয়। ১৫ ও ১৬ সেপ্টেম্বরের রাতে একটানা তল্লাশি অভিযান চালিয়ে স্বরূপনগরের খাদ্দা কলোনি থেকে ঘাতক টেম্পোটি খুঁজে বের করে পুলিশ। গাড়ির চালককে ধরতেই জট খোলে রহস্যের।

এরপর দ্রুত অভিযান চালিয়ে চার অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। মূল অভিযুক্ত ১৯ বছরের তরুণ শিবম ওরফে সুদামা ওরফে চুচু খাদ্দা কলোনির বাসিন্দা। বাকি তিন অভিযুক্ত ১৬-১৭ বছর বয়সি নাবালক। ধৃতদের কাছ থেকে খুনে ব্যবহৃত দু'টি ছুরি, ঘটনার সময় পরা পোশাক ও টেম্পোটি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। ওই জামাকাপড় ফরেন্সিক পরীক্ষার জন্য পাঠানো হয়েছে। পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা ও পকসো আইনে মামলা দায়ের করে তদন্ত চালাচ্ছে।

আবার এসো... শুক্রবার মুম্বইতে।

ফের গাড়িবোমা বিস্ফোরণ, হত ১৬

ইসলামাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর : কয়েক মাস আগে গাড়িবোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশে। শুক্রবার ফের হল। এদিন জুম্মার নমাজ চলাকালীন গাড়িবোমা বিস্ফোরণে প্রাণ হারালেন অন্তত ১৬ জন। তাঁদের মধ্যে পাঁচজন পুলিশ আধিকারিক। আহতের সংখ্যা কয়েক ডজন। তাঁদের অনেকের অবস্থা আশঙ্কাজনক। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে।

ঘটনাস্থল পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়া প্রদেশের কোহাট শহরের ওল্ড পুলিশ লাইন্স। এখানে জুম্মার নমাজ পড়া চলাকালীন মসজিদের দেওয়ালে ধাক্কা মারে বিস্ফোরক বোঝাই একটি গাড়ি। তাতেই বিস্ফোরণ হয়। ঘটনার সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের দেওয়াল ধসে পড়ে, একটি গর্তের সৃষ্টি হয়। বিস্ফোরণে ছিন্নভিন্ন হয়ে গিয়েছে একাধিক দেহ। ক্ষতি হয়েছে কয়েকটি বাড়িরও। পুলিশ জানিয়েছে, বিস্ফোরণের

সময় কয়েকজন পুলিশ আধিকারিক তাঁদের পরিবার নিয়ে মসজিদে প্রার্থনায় বসেছিলেন। খাইবার পাখতুনখোয়ার পুলিশ প্রধান এদিনের ঘটনাকে আত্মঘাতী হামলা বলে উল্লেখ করেছেন। বিস্ফোরণের পরে গুলি চালনার শব্দও শোনা গিয়েছে। আহত ২৫ জনকে কোহাটের জেলা সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ এবং নিরাপত্তাবাহিনী ওল্ড পুলিশ লাইন্স এলাকা ঘিরে ফেলে। মোতায়েন করা হয় অতিরিক্ত নিরাপত্তা বাহিনী। বন্ধ করে দেওয়া হয় যান চলাচল। কারা বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে তা জানা যায়নি।

পাকিস্তানে সবচেয়ে অবহেলিত প্রদেশ হল খাইবার পাখতুনখোয়া। পাকিস্তানের জন্মলগ্ন থেকে এখানকার মানুষ বঞ্চিত। তারা স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখে। ইসলামাবাদের বক্তব্য, তারা নাশকতা চালিয়ে পাকিস্তানকে অস্থির করে তুলছে।

পাকিস্তানে যেন লকডাউনের ছায়া

ইসলামাবাদ, ১৮ সেপ্টেম্বর : নৈশভোজ নিষিদ্ধ। বন্ধ গাড়ি কেনাও। জ্বালানি বাঁচাতে কাতর আর্জি কষ্টে-সৃষ্টে দিন চালানোর। তবে তেলে মিলছে ভরতুকি। পশ্চিম এশিয়ায় যুদ্ধের জেরে তীব্র জ্বালানি সংকট কাটাতে পাকিস্তানে ফের লকডাউনের মতো কড়াকড়ি চালু করল শাহবাজ শরিফের সরকার। তিন মাসের জন্য সরকারি খরচে ব্যাপক কাটছাঁট ও ব্যয় সংকোচের কড়া নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। পশ্চিম এশিয়ায় সংঘাতের জেরে তীব্র জ্বালানি সংকটে কাবু পাকিস্তান। সেই কারণেই এহেন ফরমান, ইঙ্গিত ইসলামাবাদের।

করোনা মহামারির সেই দিনগুলির কথা মনে করিয়ে দিচ্ছে নতুন নিয়মকানুন। নতুন আদেশে সব ধরনের সরকারি গাড়ি কেনা পুরোপুরি বন্ধ। সরকারি গাড়িগুলির জ্বালানির বরাদ্দ একধাক্কায় অর্ধেক করে দেওয়া হয়েছে। তবে সেনা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা ও জরুরি পরিষেবার গাড়ি এর বাইরে থাকবে। আগামী তিন মাস সরকারি কর্মকর্তা ও মন্ত্রীদের বিদেশযাত্রা স্থগিত। খুব দরকারি কাজে বিদেশে যেতে হলে সস্তা ইকনমি ক্লাসে সফর করতে হবে। দপ্তরগুলিতে কেনাকাটা ও পরিচালন ব্যয় ৫ শতাংশ কমানোর নির্দেশ এসেছে।

শুধু খাতায়-কলমে নয়, সরকারি কাজকর্মেও পড়েছে কড়াকড়ির ছাপ। এখন থেকে সমস্ত সরকারি বৈঠক, প্রশিক্ষণ ও সেমিনার অনলাইনেই সারতে হবে। সরকারি টাকায় জমকালো সভা-সমাবেশ বন্ধ। নিতান্ত বাধ্য হয়ে বৈঠক করতে হলে হোটেলের বদলে সরকারি অডিটোরিয়াম ব্যবহার করতে বলা হয়েছে। সব ধরনের সরকারি নৈশভোজ বাতিল করা হলেও একমাত্র বিদেশি প্রতিনিধিদের আপ্যায়নে ছাড় মিলবে।

গত মার্চেও ইরান-আমেরিকা যুদ্ধের শুরুতে ইসলামাবাদ এমন পদক্ষেপ করেছিল, যা পরিস্থিতি কিছুটা স্বাভাবিক হওয়ায় তুলে নেওয়া হয়। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি তথ্য সম্প্রচারমন্ত্রী আতাউল্লাহ তারার ইঙ্গিত দিয়েছিলেন, নতুন করে জ্বালানি সংকট দেখা দিলে পুরোনো নিয়ম ফেরানো হতে পারে।

নতুন বিধিনিষেধের ছায়া পড়েছে আমজনতার হাঁড়িতেও। রাত ৯টার মধ্যে সমস্ত দোকানপাট, বাজার ও শপিং মল বন্ধ করার হুকুম জারি হয়েছে। আলো ঝলমলে রেস্তোরাঁ ও কাফেগুলিকে পাততাড়ি গুটোতে হবে রাত ১১টার মধ্যে। অবশ্য হোম ডেলিভারিতে ছাড় থাকছে। সবচেয়ে বড় ধাক্কা এসেছে বিয়েবাড়ির মোচ্ছবে। রাত ১০টার মধ্যে অনুষ্ঠানকক্ষ খালি করার পাশাপাশি অতিথিদের পাতে একাধিক পদের বদলে কেবল একটিই পদ পরিবেশন করা যাবে। তবে হাসপাতাল, ওষুধের দোকান, পেট্রোল পাম্প ও আইটি সংস্থাকে এই সময়ের কড়াকড়ি থেকে বাইরে রাখা হয়েছে।

জেরার পথ প্রশস্ত কমিশনের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগম এবং শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) দুর্নীতি নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসের এক ঝাঁক নেতার তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করল প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্ত কমিশন। শুক্রবার শিলিগুড়িতে পৌঁছেই কমিশনের সদস্য সচিব প্রবীণ আইপিএস অফিসার কালিয়াপ্পন জয়রামন বিভিন্ন দুর্নীতিতে বারবার অভিযোগ ওঠা নেতাদের তথ্য সংগ্রহের কাজ শুরু করেছেন। এর পরেই কমিশন অভিযুক্তদের জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করতে পারে বলে জানা গিয়েছে। কমিশনের সদস্য সচিব জয়রামন এদিন বলেছেন, 'তদন্ত চলছে। এর বেশি এই মুহূর্তে আর কিছু বলতে চাই না।'

রাজ্যে বিজেপি সরকার গঠনের পরই মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির তদন্তে কমিশন গঠিত হয়। অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে চেয়ারম্যান এবং কালিয়াপ্পন জয়রামনকে সদস্য সচিব করা হয়। বর্তমানে কমিশনের নজরে ২০১৩-র এসজেডিএ-র দুশো কোটি টাকার দুর্নীতি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে সে সময় শিলিগুড়ির পুলিশ কমিশনার ছিলেন জয়রামন। তিনি ঘটনার তদন্তে নেমে এসজেডিএ-র তৎকালীন চিফ এগজিকিউটিভ অফিসারকে গ্রেপ্তার করেন, যা তৎকালীন রাজ্য সরকারকে খুশি করতে পারেনি। রাতারাতি জয়রামনকে পুলিশ কমিশনার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। এর পরে এই ঘটনার ফাইল কার্যত ধামাচাপা পড়ে গিয়েছিল। সরকার বদলের পরে সেই জয়রামনকে সামনে এনেই এসজেডিএ-র তদন্তভার দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

অন্যদিকে, তৃণমূল ক্ষমতায় থাকাকালীন শিলিগুড়ি পুরনিগমে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে অভিযোগ। বেআইনি নির্মাণে মদত, বিভিন্ন কাজের বরাত দেওয়া, জঞ্জাল অপসারণ বিভাগ সহ অন্যান্য বিভাগে গাড়ি কেনার ক্ষেত্রেও প্রচুর আর্থিক অনিয়মের অভিযোগ রয়েছে। প্রাক্তন মেয়র পারিষদ দিলীপ বর্মন থেকে শুরু করে দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ির বিধায়ক তথা পর্যটনমন্ত্রী শংকর ঘোষ প্রত্যেকেই পুরনিগমের পদে থাকা তৃণমূল নেতাদের নাম করে দুর্নীতিতে জড়িত থাকার অভিযোগ তুলেছেন। একইভাবে পাহাড়েও অনীত থাপার নেতৃত্বাধীন জিটিএ-র প্রাক্তন বোর্ডের বিরুদ্ধে জল জীবন মিশন সহ একাধিক প্রকল্পে দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। সেই অভিযোগেরও তদন্ত করছে এই কমিশন।

কমিশনের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু, সদস্য সচিব কে জয়রামন সহ অন্য সদস্যরা এদিন শিলিগুড়িতে পৌঁছেই অভিযুক্ত নেতাদের সম্পর্কে খোঁজখবর নেওয়া ও তাঁদের বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহের কাজে নেমেছেন। জানা গিয়েছে, গৌতম দেবের নেতৃত্বাধীন বোর্ডে বিভিন্ন পদে থাকা পাঁচজন নেতার তথ্য সংগ্রহ করছে কমিশন। পাশাপাশি এসজেডিএ-র দুর্নীতিতেও তৎকালীন পাঁচ-ছয়জন বোর্ড সদস্য তথা শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির তৃণমূল নেতারা কমিশনের আতশকাচের নীচে রয়েছেন।

অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু ক্লিনিক্যাল এস্টাবলিশমেন্ট রেগুলেটরি কমিশনের চেয়ারম্যানের দায়িত্বেও রয়েছেন। ফলে শিলিগুড়ির বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম এবং ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিগুলির পরিকাঠামো খতিয়ে দেখবে কমিশন। স্বাস্থ্য দপ্তর সূত্রের খবর, শনিবার সকাল থেকে তিনটি পৃথক দলে ভাগ হয়ে কমিশনের আধিকারিকরা অভিযানে নামবেন। তাঁরা বেসরকারি হাসপাতাল, নার্সিংহোম, ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে হানা দেবেন এবং সেখানকার পরিকাঠামো ও নথিপত্র খতিয়ে দেখবেন।

রেড পান্ডার বংশবৃদ্ধিতে নতুন চ্যালেঞ্জ

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিংয়ের পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিক্যাল পার্কে বিপন্ন প্রজাতির রেড পান্ডা সংরক্ষণে সুনাম বিশ্বজুড়েই। ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অফ নেচার (আইইউসিএন)-এর রেড লিস্টে থাকা এই প্রাণীটির সংরক্ষণ এখন চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, গত তিন বছরে চিড়িয়াখানায় প্রায় ১০টি রেড পান্ডার জন্ম হয়েছে। চিড়িয়াখানার এক আধিকারিক বলেন, 'সংরক্ষণের মাধ্যমে আমরা রেড পান্ডার প্রজনন ঠিক রাখার চেষ্টা করছি। তবে জুটি খোঁজার সময় লক্ষ্য করা গিয়েছে যে, জুটির মধ্যে মিল না থাকায় অনেক সময় মিলনে তারা আগ্রহী হচ্ছে না। আবার অনেকের বয়স বেড়ে যাওয়ার ফলে তাদের প্রজনন ক্ষমতাও আগের থেকে অনেক কমে গিয়েছে। যার ফলে সহজেই অন্তঃসত্ত্বা হতে পারছে না। আমরা এখন উপযুক্ত জুটি খুঁজে বের করার চেষ্টা চালাচ্ছি।'

প্রতিবছর রেড পান্ডা দেখতে দেশ-বিদেশ থেকে পর্যটকরা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আসেন। গবেষকরাও রেড পান্ডা নিয়ে গবেষণার জন্য এখানে আসেন। ফলে তাদের প্রজনন সক্রিয় না

থাকলে তা উদ্বেগের বিষয়। প্রজনন ঠিক রাখতে না পারলে ভবিষ্যতের সংরক্ষণ এবং আন্তর্জাতিক পশুবিনিময় কর্মসূচিতেও প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা। বিষয়টি তাই চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। শনিবার রেড পান্ডা দিবস উপলক্ষ্যে সংরক্ষণ নিয়ে পড়ুয়া ও পর্যটকদের জন্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছে চিড়িয়াখানা। থাকছে পোস্টার তৈরির প্রতিযোগিতা। রেড পান্ডাদের জন্য আপেল, আঙুর, কলা, আনারস সহ থাকবে ডিম ও দুধ।

বর্তমানে চিড়িয়াখানায় মোট ২০টি রেড পান্ডা রয়েছে। এর মধ্যে সাতটি মর্দা ও ১৩টি মাদি। সিনিয়ার রেড পান্ডাদের মধ্যে রয়েছে ১৬ বছর বয়সের 'কর্মা' এবং ১৩ বছর বয়সের 'কিটচি'। দার্জিলিং চিড়িয়াখানার রেড পান্ডা শুধু দেশে নয়, বিদেশের চিড়িয়াখানাতেও জায়গা করে নিয়েছে। বংশবৃদ্ধি ও জিনগত বৈচিত্র রক্ষার জন্য ২০২৪ সালে দীর্ঘ এক দশক পর নেদারল্যান্ডসের রটরডাম চিড়িয়াখানা থেকে দুটো মর্দা রেড পান্ডা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় আনা হয়েছিল। আবার ২০২৩ সালে এই চিড়িয়াখানা থেকে সাইপ্রাসের পাফোস চিড়িয়াখানায় দুটো রেড পান্ডা পাঠানো হয়েছিল। বংশবৃদ্ধি স্বাস্থ্যকর না হলে এই বিনিময় কর্মসূচিতেও বাধা দেখা দিতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

উত্তরবঙ্গ সংবাদের প্রেসে বিশ্বকর্মাপুজো। শুক্রবার।

নন্দীগ্রামে প্রার্থী

প্রথম পাতার পর

পরিস্থিতি আঁচ করে কংগ্রেসকে আঁকড়ে ধরার পরিকল্পনায় নন্দীগ্রামে হাত প্রতীকের প্রার্থীকে সমর্থনের ঘোষণা করেন শুক্রবার। তাতেও শেষরক্ষা হল না। তাঁর ওই ঘোষণার কিছুক্ষণ পর নন্দীগ্রামের কংগ্রেস প্রার্থী মিলন প্রধানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে। নন্দীগ্রামে এখন তৃণমূল নেত্রীর হাতে কিছুই রইল না। শুভেন্দু সুযোগ পেয়ে কটাক্ষ করেছেন, 'রাম মন্দির উদ্বোধনের দিন রাম মন্দির মানি না বলে মিছিল করা, মহাকুম্ভকে মৃত্যুকুম্ভ বলা... ভগবান পুরুষোত্তম রামচন্দ্র মহারাজের অভিশাপে সব ধ্বংস হয়ে গিয়েছে।'

নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপে কার্যত আত্মবিশ্বাস খুইয়ে ভোটের ময়দান থেকে আপাতত সরে দাঁড়ালেন মমতা। রেজিনগরে প্রার্থী ঠিক করলেও সেখানে তাঁর দলের প্রতিদ্বন্দ্বিতা নিয়ে সংশয় জিইয়ে জানালেন, ওই কেন্দ্র নিয়ে পরে সিদ্ধান্ত হবে। দলের নাম ও প্রতীক হাতছাড়া হওয়ায় যতই কমিশনের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করুন, ভোটের ময়দান থেকে কার্যত ছিটকে গেলেন তিনি।

গালভরা নাম 'মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস' এবং 'ফুটবল খেলোয়াড়' প্রতীক পেয়েও পশ্চিমবঙ্গে ক্রমশও কোণঠাসা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁকে এভাবে খাদের কিনারে ঠেলে দেওয়ার নেপথ্যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর 'মেঘের আড়ালে ইন্দ্রজিতের' মতো বিচক্ষণ চাল কাজ করেছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। এই মহাসংকটে কংগ্রেস পাশে এসে দাঁড়ালেও মমতার দলের আদৌ লাভ হল না।

এর আগে ওই দুই কেন্দ্রের উপনির্বাচনে তাঁর জোট প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিল কংগ্রেস। কিন্তু দলের নাম ও প্রতীক গায়েব হওয়ার পর সেই কংগ্রেস নিজে থেকেই পাশে এসে দাঁড়ায়। শুক্রবার সকালে এক্স হ্যান্ডেলে রাহুল গান্ধি লেখেন, 'এই লড়াই কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের একার নয়, এটা প্রতিটি রাজনৈতিক দল ও এমন ভোটারদের লড়াই, যাঁরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান।'

নির্বাচন কমিশনের পদক্ষেপকে কড়া ভাষায় সমালোচনা করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা। তাঁর কথায়, 'ভোটচুরি, সরকার চুরির পর দল চুরি। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের অধোগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। যখন গোটা একটি দলকেই হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব, তখন কোটি কোটি ভারতীয়র ভোটও যে চুরি হতে পারে, তাতে অবাক হওয়ার কী আছে!' তাঁর অভিযোগ, বিজেপি ও নির্বাচন কমিশন মিলে দল ভাঙার পরিস্থিতি তৈরি করছে এবং পরে নির্বাচনি প্রতীক কেড়ে নেওয়া হচ্ছে।

তবে প্রাক্তন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি অধীররঞ্জন চৌধুরীর কথায়, 'নির্বাচনের আগেই নির্বাচনি সার্কাস শুরু হয়ে গিয়েছে। বাংলার মানুষকে বলব, বিজেপি বিরোধীরা একজোট হোন। কংগ্রেস একটা বট গাছ। বটের ঝরা পাতা ছিল তৃণমূল। আপনারা সরাসরি বটবৃক্ষের ছায়ায় আসুন। বিজেপির সত্যিকারের বিরোধিতা কংগ্রেসই করতে পারে।' প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকারের বক্তব্য, 'বিজেপির ভয়ংকর আগ্রাসন নীতি এবং নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষহীনতার বিরুদ্ধে লড়াইকে সংগঠিত করতে গেলে কংগ্রেস ছাড়া বিকল্প নেই।'

তৃণমূলের অবশ্য দাবি, বৃহস্পতিবার রাতেই রাহুল ও মমতার ফোনে কথা হয়। মমতা তা স্বীকার করেন শুক্রবার। সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'রাহুলজি, অরবিন্দজি ও আরও অনেক নেতা যোগাযোগ করেছেন। আমরা একসঙ্গে আছি এবং এই রাজনৈতিক লড়াই একসঙ্গে করব।' উপনির্বাচন থেকে কার্যত সরে দাঁড়ালেও মমতা কমিশনের বিরুদ্ধে মুখে রণংদেহি মেজাজেই আছেন। ঘুরে দাঁড়ানোর আস্ফালনও শোনা গিয়েছে তাঁর মুখে।

শুক্রবার কলকাতায় সাংবাদিক বৈঠকে তিনি বলেন, 'আজ গণতন্ত্রের ইতিহাসে কালো দিন। যা হচ্ছে তা দুর্ভাগ্যজনক, অসাংবিধানিক, গণতন্ত্র বিরোধী এবং পলিটিক্যালি রাজনৈতিক পক্ষপাতযুক্ত। একটি রাজনৈতিক দলের স্বার্থ চরিতার্থ করা হচ্ছে। ঝুটা এসআইআর, ঝুটা ভোট করেছে। মধ্যরাতে গণতন্ত্রকে হত্যা করেছে কমিশন। আমরা মাথা নত করব না। সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়ছি না।'

মমতার বক্তব্যের জবাবে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'উনি দলকে একজোট রাখতে পারেননি। দল তিন ভাগ, চার ভাগ হয়েছে। তার দায়দায়িত্ব তো ওঁর। এতে বিজেপির কোনও ভূমিকা নেই।' তাঁর কটাক্ষ, 'অতি দর্পে হতা লঙ্কা। দম্ভ যার হবে, তাকে চূর্ণ করবে ভগবান। সর্বশক্তিমান আছেন।' কমিশনের বৃহস্পতিবারের নির্দেশে বিকল্প নাম ও প্রতীকের প্রস্তাব পাঠিয়েছিল তৃণমূলের উভয় পক্ষ। মমতা শিবিরের প্রস্তাবে তিনটি নাম ছিল- 'মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস', 'সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস মমতা' এবং 'তৃণমূল মমতা কংগ্রেস'। প্রথম নামটিতে অনুমোদন দিয়েছে কমিশন।

যতদূর চোখ যায় শুধু জল। পরিচিত গ্রামগুলির চেহারা হারিয়ে গিয়েছে ভূতনিতে। ছবি : পঙ্কজ ঘোষ

বাল্মীকিতে বাঘ ধরার পাঠ বক্সার কর্মীদের

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : বক্সার জঙ্গলে রাজকীয় পদচারণা ফেরানোর চূড়ান্ত তোড়জোড় শুরু হয়ে গিয়েছে। তবে কাঙ্ক্ষিত বাঘিনীকে খাঁচাবন্দি করার প্রক্রিয়ায় সামান্য বিলম্ব ঘটায় সেই ফাঁকা সময়কে পুরোপুরি কাজে লাগাচ্ছেন এ রাজ্যের বনকর্মীরা। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বিহারের পশ্চিম চম্পারণ জেলার বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভে পৌঁছে গিয়েছে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের ১৫ জনের বিশেষ দল। তাঁদের সঙ্গে হাত মেলাতে সুন্দরবন থেকেও গিয়েছে পাঁচজনের আরেকটি দল। কিন্তু দেরাদুনের ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার (ডব্লিউআইআই) বিশেষজ্ঞ দল এখনও বাল্মীকিতে না পৌঁছনোয় বাঘিনী চিহ্নিতকরণের কাজ সোমবারের আগে শুরু করা যাচ্ছে না। ফলে বাড়তি এই সময়টিতে বাল্মীকির অভিজ্ঞ বনকর্মীদের কাছ থেকে বাঘ ট্র্যাকিং ও বন্যপ্রাণের নজরদারির খুঁটিনাটি হাতে-কলমে শিখে নিচ্ছেন বক্সার কর্মীরা।

বিশেষজ্ঞদের সবুজ সংকেতের অপেক্ষায় থাকা এই পর্ব নিয়ে বক্সা ব্যাঘ্র-প্রকল্পের এক শীর্ষ আধিকারিক বলেন, 'আমাদের কর্মীরা বিহারে পৌঁছে গিয়েছেন। এখন বাঘিনী চিহ্নিত করার কাজ বাকি। তার আগে হাতে যে সময় পাওয়া যাচ্ছে তাতে বাঘের গতিবিধির উপর নজরদারির বিভিন্ন কৌশল রপ্ত করছেন কর্মীরা।' একই সুর শোনা গিয়েছে বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের ফিল্ড ডিরেক্টর গৌরব ওঝার গলাতেও। তিনি বলেন, 'ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউটের দল এখনও এসে পৌঁছায়নি। পশ্চিমবঙ্গ থেকেও আরও কিছু আধিকারিক আসতে পারেন। ২০ বা ২১ তারিখের মধ্যে সবাই একসঙ্গে জড়ো হবেন।

- বাঘিনী আনতে বিহারে রাজ্যের ২০ জনের দল, বিশেষজ্ঞদের অপেক্ষায় থমকে চিহ্নিতকরণ
- বাল্মীকি টাইগার রিজার্ভের কর্মীদের কাছ থেকে নজরদারি ও রেইকির প্রশিক্ষণ বক্সার বনকর্মীদের
- ২০১০ সালে আটটি থেকে বেড়ে ৫৪ বাঘ বাল্মীকিতে, সেখান থেকেই সঙ্গী মিলবে বক্সার

এরপরই বাঘিনী চিহ্নিত করার মূল কাজ শুরু হবে। আপাতত বাংলার কর্মীরা আমাদের কর্মীদের সঙ্গে জঙ্গলে টহল দিয়ে কাজ শিখছেন।' রাজ্য বন দপ্তর সূত্রে খবর, গোটা প্রক্রিয়াটি তদারকি করতে সুন্দরবনের ফিল্ড ডিরেক্টর রাজেন্দ্র জাখরকেও বিহারে পাঠানো হতে পারে।

আপাতত বক্সার কর্মীদের বাল্মীকি জঙ্গলের গোবর্ধন ও মাঙ্গুরাহা রেঞ্জ এলাকায় টহলের কাজে নামানো হয়েছে। গভীর জঙ্গলে বাঘের সঠিক অবস্থান বোঝা, পায়ের ছাপ ও গতিবিধি বিশ্লেষণ, ট্র্যাপ ক্যামেরার যথাযথ ব্যবহার এবং শান্তভাবে রেইকি করার আধুনিক পাঠ দেওয়া হচ্ছে। বাঘিনী চিহ্নিত হওয়ার পর যাতে কোনওরকম অপ্রীতিকর পরিস্থিতি ছাড়াই তাকে সুরক্ষিতভাবে ট্রাঙ্কুলাইজ করে খাঁচাবন্দি করা যায়, তারই মহড়া চলছে।

বাল্মীকি ব্যাঘ্র-প্রকল্প থেকে এই প্রথম অন্য কোনও রাজ্যে বাঘ স্থানান্তর করা হচ্ছে। একসময় যে বাল্মীকিতে ২০১০ সালে মাত্র আটটি বাঘের অস্তিত্ব ছিল, নিবিড় নজরদারি ও বিজ্ঞানসম্মত সংরক্ষণের জেরে ২০২২ সালের গণনায় সেই সংখ্যা একলাফে বেড়ে ৫৪-তে পৌঁছেছে। সেখানকার স্বাস্থ্যকর পরিবেশেই বেড়ে ওঠা চারটি বাঘিনীকে বক্সার জন্য প্রাথমিকভাবে বাছাই করা হয়েছে। এদের মধ্যে থেকেই চূড়ান্ত একটিকে বেছে নেওয়া হবে, যার বয়স দুই থেকে তিন বছরের মধ্যে এবং এখনও কোনও শাবকের জন্ম দেয়নি। বন দপ্তরের আশা, অসম বা সংলগ্ন ভুটান পাহাড় থেকে কোনও পুরুষ বাঘ বক্সার জঙ্গলে নেমে এলে সে সহজেই নতুন সঙ্গিনীর দেখা পেয়ে যাবে। এখন শুধু বিশেষজ্ঞদের চূড়ান্ত সিলমোহর আর বক্সায় রাজকীয় আগমনের অপেক্ষা।

ডিসেম্বরেই ছুটবে শতাব্দীপ্রাচীন ৭৯৯-বি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ধোঁয়ার কুণ্ডলী পাকিয়ে পাহাড়ের বুক বেয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে চলেছে খেলনা গাড়ি। আঁকাবাঁকা পথে ছুটতে ছুটতে কখনও মিলিয়ে যাচ্ছে কুয়াশার আড়ালে, আবার কখনও হুইসলের শব্দে জানান দিচ্ছে নিজের উপস্থিতি। 'নেতৃত্বে' ৭৯৯-বি। দৃশ্যটা এখন শুধুই স্মৃতি। তবে খুব শীঘ্রই সেই স্মৃতিই ফের বাস্তব হয়ে উঠতে পারে।

তিনধারিয়ার ওয়ার্কশপে এখন চলছে প্রস্তুতি। দীর্ঘ ৩০ বছরেরও বেশি সময় দিল্লির মিউজিয়ামে কাটানোর পর পাহাড়ে ফিরেছে ৭৯৯-বি স্টিম ইঞ্জিন। শতাব্দীপ্রাচীন সেই ইঞ্জিনকে ফের ট্র্যাকে নামানোর তোড়জোড় শুরু হয়েছে। চলছে পরিচর্যা, চলছে মেরামতি। সব ঠিকঠাক থাকলে চলতি বছরের ডিসেম্বরেই পর্যটকবোঝাই খেলনা গাড়ি নিয়ে দার্জিলিং রেলওয়ে স্টেশন থেকে ফের যাত্রা শুরু করতে পারে ৭৯৯-বি।

একসময় যে ইঞ্জিনের কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়া পাহাড়ের আকাশে মিশে যেত, সেই ইঞ্জিনই এতদিন ছিল দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে। এবার তার ঠিকানা তিনধারিয়া। ডিএইচআর ডিরেক্টর ঋষভ চৌধুরীর কথায়, 'শতাব্দীপ্রাচীন ওই স্টিম ইঞ্জিনটির মেরামতি হচ্ছে। শীঘ্রই ট্র্যাকে নামানো হবে। পর্যটকমহলে আকর্ষণের অন্যতম কারণ হতে চলেছে ওটা। সেইসঙ্গে রেলের ইতিহাসেও ঐতিহাসিক মুহূর্ত তৈরি হবে।'

কিন্তু ৭৯৯-বি'র গল্প আজকের নয়। তখন ব্রিটিশ শাসনকাল। আনুমানিক ১৯২৫ সাল। বিদেশের মাটিতে তৈরি হয়েছিল এই স্টিম ইঞ্জিন। তারপর দার্জিলিংয়ে এসে পৌঁছায়। পাহাড়ের আঁকাবাঁকা পথই হয়ে ওঠে তার চলার সঙ্গী। কখনও ব্রিটিশ সরকারের পদাধিকারীদের নিয়ে, কখনও পর্যটকদের নিয়ে। এভাবেই কেটে যায় বছরের পর বছর। টানা ১৯৯০ সাল পর্যন্ত পাহাড়ের পথে ছুটে বেড়ায় ৭৯৯-বি। তারপর থেমে যায় সেই ছুটে চলা। দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের দুর্দিন ক্রমশ প্রকট হতে থাকায় ইঞ্জিনটিকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় দিল্লির ন্যাশনাল রেল মিউজিয়ামে। পাহাড়ের রেললাইন ছেড়ে নতুন ঠিকানা হয় মিউজিয়াম। দীর্ঘ সময় ধরে সেখানেই সাজিয়ে রাখা ছিল শতাব্দীপ্রাচীন ইঞ্জিনটি। দেশ-বিদেশের মানুষের কাছে মিউজিয়ামেই হয়ে উঠেছিল আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু।

১৯ শতকের শেষ দিকে ইউনেসকোর তরফে হেরিটেজ তকমা পাওয়ার পর ক্রমেই ডিএইচআরের আর্থিক স্থিতি বদলাতে থাকে। বাড়তে থাকে নিত্যনতুন জয় রাইডের সংখ্যা। পাল্লা দিয়ে বাড়তে থাকে পর্যটকদের আনাগোনা। এই পরিস্থিতিতে ২০২৫ সালে ৭৯৯-বি-কে ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয় ডিএইচআর কর্তৃপক্ষ। সে বছরই শতবর্ষ পূর্ণ করে ইঞ্জিনটি। বর্তমানে বয়স ১০১। ডিএইচআর সূত্রে খবর, ২০২৫ সালের শেষ দিকেই দিল্লির মিউজিয়াম থেকে ফিরিয়ে আনা হয় ৭৯৯-বি-কে। রেলকর্তাদের দাবি, সংস্কার শেষ হলে ইঞ্জিনটিকে দার্জিলিং-ঘুম জনপ্রিয় রুটে চালানো হতে পারে।

শুভেন্দু ও জ্ঞানেশ

প্রথম পাতার পর

শুভেন্দুর মনোবাঞ্ছা ও 'শপথ' পূর্ণ হল নির্বাচন কমিশনের কার্যকলাপে। তৃণমূলের আদত নাম ও নিশান রইল না। এর আগে শিবসেনাকে দু'ভাগ করার পর প্রকৃত প্রতীক শিন্ডেদের দিয়েছিল নির্বাচন কমিশন। ন্যাশনালিস্ট কংগ্রেস পার্টি (এনসিপি) বিভাজনের পর শারদ পাওয়ারের হাত থেকে ঘড়ি কেড়ে তাঁর ভাইপো প্রয়াত অজিত পাওয়ারকে দেওয়া হয়েছিল। তৃণমূলের কোনও শিবিরের সেই সৌভাগ্য হল না।

সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস শব্দটি থেকে গেলে যে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নাম ও নিশানা মুছে দেওয়ার সাধ পূর্ণ হয় না। প্রায় ৪২ শতাংশ ভোট যাদের ঝুলিতে, তাদের নাম ও প্রতীক- দুটিই ভয়ের বিষয়। ফলে নাম-নিশান উধাও করে দেওয়ার এই চিত্রনাট্য ছিল বাংলার অপারেশন লোটাস-এ। তাতে কমিশনের জড়িয়ে পড়াটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট। নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে বাংলায় হল দল ভেঙে দেওয়ার সফল অপারেশন।

প্রশ্ন জাগবে, ভাঙানো ও ভেঙে দেওয়ার মধ্যে কী আর ফারাক! দুটি তো একই। সূক্ষ্ম মনে হলেও বাস্তবে ফারাকটা মারাত্মক। ভাঙানো হলে বদনাম কুড়োনোর ঝুঁকি থাকে। ভাবমূর্তি হারানোর আশঙ্কা থাকে। এমনকি নিজের শিবিরে ক্ষোভ, অসন্তোষ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়। যে কারণে দলের দরজায় এসে হত্যে দিয়ে বসে থাকলেও লোকসভার ২০ জন তৃণমূলছুট সাংসদকে সরাসরি গ্রহণ করছে না বিজেপি নেতৃত্ব। এই ২০ জনকে নিলে পদ্মের অন্দরে ক্ষোভ সামাল দেওয়া মুশকিল হবে।

তাই তাঁদের গোপন উদ্দেশে আগাম তৈরি করে রাখা নাম-গোত্রহীন এনসিপিআই-এ ঠাঁই করে দেওয়া হয়েছে। গোদা বাংলায় যাকে বলে এঁটো করে রাখা। না ঘরকা, না ঘাটকা। এমন পরিস্থিতি তৈরি করা যাতে এঁদের যাওয়ার কোনও জায়গা না থাকে। 'এমনি করেই যায় যদি দিন যাক না। মন উড়েছে উড়ুক না...।' কখনও প্রধানমন্ত্রী প্রাতরাশে ডাকছেন বলে, কখনও নবান্নের ডাক পেয়ে নিজেদের কেউকেটা ভাবার সুযোগ তো দেওয়া হল।

শমীক ভট্টাচার্য তাঁদের বিজেপিতে নেওয়া হবে না বলে যতই চ্যাঁচান, এই ২০ জনের অধিকাংশ জানেন, পদ্মাশ্রয়ী না হলে তাঁদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। ২০২৯-এর লোকসভা নির্বাচন এসে গেলে এই ২০ জন 'শের বন যায়গা চুহা।' তখন এঁদের না থাকবে একা জেতার ক্ষমতা, না থাকবে অন্য দলে যাওয়ার সুযোগ। এঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা তলানিতে ঠেকিয়ে দেওয়া তৃণমূলকে ভেঙে দেওয়ার আরেক লক্ষ্য।

বিজেপিতে না হোক, দিল্লিতে ২০ সাংসদকে এনডিএ-তে ঠাঁই দেওয়া হয়েছে। এনডিএ-র মিটিংয়ে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে। বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সারিতে বসার সুযোগ পেয়ে কাকলি ঘোষদস্তিদাররা সমাজমাধ্যমে সেই ছবি দিয়ে আত্মশ্লাঘা অনুভব করেন। অপারেশন লোটাসের ফাঁদে বন্দি সাংসদদের এভাবে হয়তো সান্ত্বনা বোধ হয়। বাংলায় অবশ্য দল ভাঙানোর ছকটা অন্যরকম। তৃণমূল ভেঙে দিতে এখানে কাউকে বিজেপি দূরে থাক, এনডিএ-তে জায়গা দেওয়া হয়নি।

মমতার বেছে দেওয়া লোকদের বদলে বাংলার প্রায় ৬০ জন বিধায়ককে বিরোধী আসনে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে। শুভেন্দুর মন্ত্রীসভা গঠনের পরপরই নয়াদিল্লিতে ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'সৌজন্য সাক্ষাৎ' এবং তারপর অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে অধ্যক্ষের কাছে মমতা শিবিরের সই জালের অভিযোগ ঋতব্রতের পৌঁছানো এবং ৬০ জন বিধায়কের গোষ্ঠীকে বিধানসভায় স্বীকৃতি- সবই নাম ও নিশানা মুছে ফেলার চিত্রনাট্য।

কাগজে-কলমে পক্ষে নয় ঠিকই, কিন্তু আদতে বিপক্ষেও নয় এই বিরোধী শিবির। ট্যাঁ-ফোঁ করলে ববি হাকিমকে বিধানসভাতেই হুমকি দিতে পিছুপা হন না মুখ্যমন্ত্রী। দল ভাঙানোর খেলায় বাইরে থেকে লোভ ও টোপ দিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল হয়। ভেঙে দেওয়ার লক্ষ্যে টার্গেটের দলটির ভেতরে এজেন্ট ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। যাঁদের কেউ দুর্নীতিতে অভিযুক্ত, কারও বিরুদ্ধে অসততার অভিযোগ। কারও বেআইনি সম্পত্তি বাঁচানোর তাগিদ।

এসব কারণে গ্রেপ্তারির খাঁড়া তাঁদের মাথার ওপর। সেজন্য এজেন্ট পেতে অসুবিধা হয়নি অপারেশন লোটাসে। অনিয়ম, কেলেঙ্কারি, অপরাধ ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দিয়ে গত ১৫ বছরে নিজের দলের অবলুপ্তির এই মৃত্যুফাঁদটা অবশ্য তৈরি করে রেখেছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ই। সেই অর্থে অপারেশন লোটাসে পরোক্ষে তাঁরও ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। অপারেশন লোটাসের ভয়ংকর কৌশলী ধাক্কায় নিজের হাতে গড়া দল, নিজের হাতে আঁকা প্রতীক মমতার হাতছাড়া।

ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী পর্বে ও নির্বাচনি প্রচারে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে ভ্যানিশ কুমার বলে বিদ্রুপ করতেন মমতা। জ্ঞানেশ শেষপর্যন্ত মমতার দলের নাম ও প্রতীকই ভ্যানিশ করে দিলেন। শুভেন্দুর ইচ্ছা ও জ্ঞানেশের কর্মকাণ্ড একবিন্দুতে মিলে গেল।

আট মাস 'পড়ুয়াহীন'

প্রথম পাতার পর

যার প্রভাব পড়ে গোয়াবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ওপর। একদিকে পড়ুয়ার সংখ্যা কমতে শুরু করে, অন্যদিকে উপস্থিতির হার তলানিতে গিয়ে ঠেকে। পাশ-ফেল প্রথা উঠে যাওয়ার পর থেকে উপস্থিতি নিয়ে কড়াকড়ি নেই। পরীক্ষায় না বসলেও উঁচু ক্লাসে প্রোমোশন দিতে হয়। সেই নিয়মের অসদ্ব্যবহার চলছে।

ভৌগোলিক অবস্থানও অনুপস্থিতির অন্যতম কারণ। ধারেকাছে তেমন জনবসতি নেই। আর যেখানে বাড়িঘর রয়েছে, তার আশপাশে বিকল্প প্রতিষ্ঠান রয়েছে। তাহলে, এখানে নাম লিখিয়ে রাখা কেন? অভিভাবকদের অধিকাংশই স্বীকার করে নিলেন, সরকারি স্কুলের ছাত্র হলে সরকারি সুযোগসুবিধা মেলে তাই। এক পড়ুয়ার বাবা ইমতিয়াজ আলমের যুক্তি, 'আমাদের বাড়ির পাশেই মাদ্রাসা। কাছে এমএসকে। তাহলে, অত দূর আমার সন্তানকে পাঠাব কেন? সবাই যদি যেত, তাহলে অন্তত ভেবে দেখতাম।'

ক্লাসরুমে ছোটদের ফেরাতে একাধিক উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। স্কুল কর্তৃপক্ষের দাবি, পালা করে প্রতি সপ্তাহের শনিবার বিদ্যালয়ের পার্শ্বশিক্ষক রেজিস্টারে নথিভুক্ত পড়ুয়াদের বাড়ি বাড়ি যান। অভিভাবকদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু, লাভ হয় না। চেষ্টা করেছিলেন উত্তর দিনাজপুর জেলা

বিদ্যালয় পরিদর্শকও (প্রাথমিক শিক্ষা)। তিনি মাস কয়েক আগে অভিভাবকদের ডেকে আলোচনায় বসেছিলেন। পড়ুয়াদের বিদ্যালয়ে পাঠানোর অনুরোধ করেন। এমনকি জুলাই থেকে সেপ্টেম্বর অর্থাৎ তিন মাস সকালে স্কুল চালানোর প্রস্তাবও দেওয়া হয়। তারপরও কেউ আসেনি। বিদ্যালয় পরিদর্শক (প্রাইমারি) রজনী সু-র গলায় আফসোসের সুর, 'আমি ওই প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম। ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবকদের ডেকে কথা বলেছি। এখনও আসছে না। চেষ্টার কোনও খামতি রাখিনি আমরা।'

স্থানীয় স্তরে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেল, ১৫-২০ জন পড়ুয়া বাড়িতে থাকেই না। বাবা-মায়েরা পরিযায়ী শ্রমিক। তাঁদের সঙ্গেই ভিনরাজ্যে পাড়ি দিয়েছে ওরা। তবে, সরকারি সুবিধা যেন হাতছাড়া না হয়, সেজন্য নাম কাটানো হয়নি। এমনকি ওই স্কুলের মিড-ডে মিলের এক কর্মীর নিকট আত্মীয় রাজস্থানে থাকে অথচ নাম জ্বলজ্বল করছে স্কুল রেকর্ডে।

বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের বক্তব্য, 'করোনার পর থেকেই পড়ুয়া সংখ্যা ধীরে ধীরে কমেছে। বহুবার বাচ্চাদের ফেরানোর চেষ্টা করেছি। গত কয়েক মাস ধরে উপস্থিতি একেবারে শূন্য। মিড-ডে মিল বন্ধ করতে হল। আমরা সাধ্যমতো চেষ্টা করছি, আশপাশের গ্রামের বাসিন্দারা যেন তাঁদের সন্তানদের এই বিদ্যালয়ে পাঠান। যদি এমন চলতে থাকে, হয়তো একদিন এই এলাকার বিদ্যালয়টি বন্ধ হয়ে যেতে পারে।'

কল খুললেই ঘোলা জল

চোপড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : কল খুললেই বেরোচ্ছে ঘোলা জল। জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের (পিএইচই) সরবরাহ করা এই জল ঘিরে ক্ষোভ ছড়াচ্ছে চোপড়া ব্লকের মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের শ্যামগছ এলাকায়।

অভিযোগ, গত ১০-১২ দিন ধরে সরবরাহ করা জলে মারাত্মক ঘোলাভাব দেখা দিয়েছে। পরিস্থিতি এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে, পিএইচই-র ওই জল ব্যবহার করতে না পেরে বাধ্য হয়ে পানীয় জলের জন্য বাসিন্দারা টিউবওয়েলের ওপর নির্ভর করছেন।

স্থানীয় হেমন্ত সিংহ বলেন, 'দিনে দু'বার জল সরবরাহ করা হয়। কিন্তু বর্তমানে যে ঘোলা জল আসছে, তা পান তো দূরের কথা, ব্যবহার করাও কঠিন।' অপর বাসিন্দা অভয় সিংহের দাবি, আগে এই সমস্যা ছিল না। সম্প্রতি জলে ঘোলাভাব দেখা দিয়েছে। শুধু শ্যামগছ নয়, একই জলধারা থেকে পাইপলাইনের মাধ্যমে জল পৌঁছানো ভুটিঝাড়ি এলাকাতেও একই অভিযোগ উঠেছে। অনিল ঘোষ নামে এক বাসিন্দার অভিযোগ, ঘোলা জলের পাশাপাশি নিয়মিত জল সরবরাহও হচ্ছে না। স্থানীয়দের আরও অভিযোগ, পাইপলাইন পাতা হলেও প্রায় চার বছর ধরে নির্দিষ্ট সব এলাকায় এখনও শ্যামগছের জল পৌঁছায়নি।

সমস্যা প্রসঙ্গে মাঝিয়ালি পঞ্চায়েতের প্রধান কাইয়ুম আলম

১০-১২ দিন ধরে চোপড়ায় দুর্ভোগ

বলেন, 'শ্যামগছের জলধারার পরিষেবা নিয়ে এর আগেও দু'বার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ করেছি। ফের জলের সমস্যা নিয়ে অভিযোগ আসছে।'

অন্যদিকে, অভিযোগের বিষয়ে পিএইচই-র ইসলামপুরের সহকারী ইঞ্জিনিয়ারের দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, এমনটা হওয়ার কথা নয়, বিষয়টি খোঁজ নিয়ে দেখা হবে।

■ ৪৭ বর্ষ ■ ১২৩ সংখ্যা, শনিবার, ১ আশ্বিন ১৪৩৩

ভাঙা হাট

পশ্চিমবঙ্গের ভোটের মঞ্চ থেকে আচমকা উধাও তৃণমূল কংগ্রেস দল এবং ঘাসের ওপর জোড়াফুল নির্বাচনি প্রতীকটি। কংগ্রেস ছেড়ে বেরিয়ে ১৯৯৮ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যে দল এবং নির্বাচনি প্রতীকের জন্ম হয়েছিল, নির্বাচন কমিশনের কলমের এক আঁচড়ে তা ফ্রিজ হয়ে গিয়েছে। নন্দীগ্রাম এবং রেজিনগর উপনির্বাচনের আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন দুই গোষ্ঠীর দড়ি টানাটানির এই সাময়িক মীমাংসা ভারতে নতুন সন্ধিক্ষণের সূচনা।

দুই পক্ষের পছন্দ অনুযায়ী নির্বাচন কমিশন আপাতত মমতা গোষ্ঠীকে ‘মমতা অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেস’ এবং ঋতব্রত গোষ্ঠীকে ‘ডেমোক্র্যাটিক তৃণমূল কংগ্রেস’ নামে স্বীকৃতি দিয়েছে। মমতার দলকে ফুটবল খেলোয়াড় এবং ঋত-গোষ্ঠীকে খাম প্রতীক বরাদ্দ করেছে। ভারতে এই ধরনের প্রতীকযুদ্ধ এবং দলের নাম হাতছাড়া হওয়া নতুন নয়। সাম্প্রতিক অতীতে মহারাষ্ট্রে প্রায় একই ঘটনা হয়েছিল। শিবসেনা এবং এনসিপি আড়াআড়ি ভাগ হয়ে গিয়েছিল।

কমিশনের নির্দেশিকায় উদ্ধব ঠাকরে ও শারদ পাওয়ারের হাত থেকে যথাক্রমে ‘তিরধনুক’ এবং ‘ঘড়ি’ প্রতীক তাঁদের বিরুদ্ধ গোষ্ঠীর হাতে চলে যায়। উদ্ধব ও শারদ-এর দুই দল শেষমেশ নতুন নাম ও প্রতীকে নির্বাচনে লড়াই করতে বাধ্য হয়। তাঁদের সঙ্গে ওই ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটল মমতার ক্ষেত্রে। প্রতীক হারানো যদি মমতার প্রথম ধাক্কা হয়, তাহলে দ্বিতীয়টি নন্দীগ্রামে তাঁর শিবিরের প্রার্থীর নির্বাচনি ময়দান থেকে পিছু হটা।

এই সিদ্ধান্তের আগে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে মমতার প্রার্থীর সাক্ষাৎও আরেকটি ধাক্কা। এরপর তৃণমূল নেত্রী নন্দীগ্রামে তাঁর দল কংগ্রেস প্রার্থীকে সমর্থন করবে জানিয়ে দিয়েছেন। যে কংগ্রেসকে ভেঙে মমতা একদা নতুন দল গড়েছিলেন, ১৫ বছরের শাসনে যে কংগ্রেসকে বাংলার ভোট মানচিত্র থেকে মুছে দিতে চেয়েছিলেন, এখন পরিস্থিতির চাপে সেই কংগ্রেসকে সমর্থন করতে বাধ্য হলেন তিনি।

অবশ্য কংগ্রেস হাইকমান্ড অতীতের তিক্ততা এবং রাজনৈতিক বিরোধ দূরে সরিয়ে মমতার পাশে দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূলের নাম ও প্রতীক ফ্রিজ হওয়ার পর রাহুল গান্ধি মমতার পাশে দাঁড়িয়ে বিজেপি এবং নির্বাচন কমিশনকে নিশানা করেছেন। যদিও কংগ্রেসের সঙ্গে এই সখ্য গড়ে তোলার চেষ্টার পাশাপাশি হাত শিবিরকে বাদ দিয়ে ‘ইন্ডিয়া’ জোটের অন্দরে আরেকটি গোষ্ঠী তৈরি করতে মমতার চেষ্টায় তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল।

এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, জোড়াফুল এবং তৃণমূল নাম ছাড়া মমতা কি আদৌ প্রভাব ধরে রাখতে পারবেন? তাঁর আবেগভিত্তিক রাজনীতি সর্বদাই প্রতীক বা নামকে ছাপিয়ে গিয়েছে। গ্রামীণ ও প্রত্যন্ত অঞ্চলের ভোটারের কাছে ইভিএমে জোড়াফুল বোতামে চাপ দেওয়া ছিল অভ্যাস। সেই অভ্যাস একদিনে বদলে নতুন চিহ্নে ভোটারদের পরিচিত করানো মমতার কাছে বিরাট চ্যালেঞ্জ। বিশেষত যেখানে আরেকটি গোষ্ঠী নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা চালাচ্ছে।

এতে দলের সাধারণ ক্যাডার ও সমর্থকদের মধ্যে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। মমতা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে দাবি করেছেন, জোড়াফুল প্রতীক ফিরবেই। যে প্রক্রিয়া দীর্ঘ ও আইনি জটিলতায় ভরা। শিবসেনা বা এনসিপি-র উদাহরণ থেকে স্পষ্ট, নির্বাচন কমিশনের এই ধরনের সিদ্ধান্ত কখনও বদলায় না। ফলে কমিশন জোড়াফুল নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত না নেওয়া পর্যন্ত নতুন নাম ও প্রতীক মেনেই এগোতে হবে মমতাকে।

একদিকে নিজের হাতে গড়া দল ও প্রতীক হাতছাড়া, অন্যদিকে নতুন সমীকরণে ভোটে লড়ার দ্বিমুখী চাপের মুখে তাঁর ভবিষ্যৎ কোন দিকে মোড় নেয়, সেটা এখন লাখ টাকার প্রশ্ন। অতীতে আদি বনাম নব কংগ্রেসের দ্বন্দ্বে ইন্দিরা গান্ধিকেও পিছু হটতে হয়েছিল। কিন্তু তিনি লড়াই করে ফের নিজের জায়গা তৈরি করে নিয়েছিলেন। আপাতত কংগ্রেস ও ‘ইন্ডিয়া’ শরিকদের হাত ধরে চলা ভিন্ন তাঁর সামনে বিকল্প নেই।

অমৃতধারা

যথেষ্ট গভীরে পৌঁছতে পারলে ভাবের আড়ালে অবস্থিত তত্ত্ব ও শক্তির সন্ধান পাবে। তখন আসবে সিদ্ধির শক্তি। যারা অধ্যাত্ম উন্নতির উপায় হিসেবে ধ্যানকে ব্যবহার করে তারা এভাবেই বস্তুর অন্তরালে নিহিত তত্ত্বের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। এর জন্য চাই বেশ কঠোর সাধনা, চাই বিপুল অভ্যাস। তখন তোমার মনের মধ্যে আলো নেমে আসে, একটি বোধশক্তি নেমে আসে, তখন ভাবকে যে কোনও রূপে প্রকাশের সামর্থ্য তুমি অর্জন কর। এখানে একটি পর্যায়ক্রম আছে, উচ্চতম পর্যায়ে আছে তত্ত্ব, কিন্তু সেই তত্ত্বও অনন্য নয়, কেননা তারও উপরে যাওয়া যায়। সেই তত্ত্ব নানা ভাবের মূর্তিতে প্রকাশিত হতে পারে। আর ভাবগুলো অসংখ্য চিন্তার মূর্তিতে, আর চিন্তাপুঞ্জ বহুবিধ ভাষায় থাকে।

-শ্রীমা

বিশ্বকর্মা ও গণেশ : মধ্যরাতের কথোপকথন

বাঙালির শারদোৎসবে নতুন সংযোজন গণেশপুজো। ওদিকে ম্লান হয়ে যাচ্ছে বিশ্বকর্মাপুজো।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

এআই

রাসবিহারী মোড় থেকে রুবি হাসপাতালের দিকে যাচ্ছি। রাত বারোটা তখন। মনটন খারাপ, অনেক চেষ্টা করেও এই গণেশপুজোয় অনলাইনে মোদক আনতে পারিনি। সব অ্যাপে দেখাচ্ছে ‘আউট অফ স্টক’! সাধারণ মিষ্টির দোকানে মোদক মোটামুটি ক্ষীরের ঢেলা। বাইরের রাজ্যগুলোর মোদকই ভালো।

এসব ভাবনার মাঝে হঠাৎ দেখি, বালিগঞ্জ বিজন সেতুর ওপর এক অদ্ভুত দৃশ্য।

একদিক থেকে ঢাক, ডিজের শব্দে মুখর লরিতে আসছে সুবিশাল গণেশ প্রতিমা। ডিজে যে কোথায় সরকারি ব্যান হল বুঝলাম না। গণপতি বিসর্জনে যাচ্ছেন। অন্যদিক থেকে এক ছোট ম্যাটাডোরে নীরবেই আসছেন বিশ্বকর্মা। তাঁর মুখ ঢাকা। তিনি প্যান্ডেলের পথে।

বিজন সেতুর ঠিক মাঝামাঝি এসে দুটো শোভাযাত্রাই মুখোমুখি। মাঝরাতে যানজট।

সেই ফাঁকে ট্রাকের ওপর থেকে গণেশ দেখলেন, পাশের ম্যাটাডোরে অত্যন্ত করুণ মুখে ঝিমিয়ে বসে বিশ্বকর্মা। সহাস্য গণেশের গলায় গাঁদার মোটা মালা। পেটভর্তি মোদকের তৃপ্তি। উলটোদিকে বিশ্বকর্মার মুখটি প্রথমার চাঁদের মতো শুকিয়ে।

গণেশ শুঁড় দুলিয়ে হাত নাড়লেন।

‘কী হে বিশ্বকর্মা ভায়া! মুখখানা এমন হাঁড়িপানা করে বসে কেন? কাল তো তোমারই পুজো!’

বিশ্বকর্মা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। হাতের হাতুড়িটা পাশে নামিয়ে রেখে বললেন, ‘কী আর বলব দাদা। তোমার যা রমরমা দেখছি, আমার তো নিজের বাহনটার দিকে তাকাতেই লজ্জা করছে। হাতিটা পর্যন্ত কেমন কাঁচুমাচু হয়ে বসে।’

গণেশ তৃপ্তির ঢেঁকুর তুললেন। তাঁর মন্তব্য, ‘বাঙালি এখন আমাকে বড্ড ভালোবাসছে বুঝলে ভাই! আগে শুধু পৈতাধারী পুরোহিত আর বড়বাজারের অবাঙালি ব্যবসায়ীরা আমাকে চিনত। এখন দ্যাখো কাণ্ড! পাড়ায় পাড়ায় আমার প্যান্ডেল। এমন অবস্থা, সাতদিন লোকে অনলাইনে অর্ডার দিতে গিয়ে হাত কামড়েছে। মোদক নাকি সব আউট অফ স্টক! রসগোল্লা বা সন্দেশ নয়, সবাই মোদক খাচ্ছে।’

বিশ্বকর্মার চোখ ছলছল। কোনওমতে জবাব, ‘তুমি তো অ্যাপে মোদক খেয়ে পেট ফুলিয়ে বসে আছো দাদা। আর আমার খবর রাখো? আমার রিকশাস্ট্যান্ডগুলো একে একে সব উঠে গেল। শহরের ট্রাম বন্ধের মুখে। গ্যারাজগুলোতে আর নতুন কোনও কাজ আসে না। মেকানিকরা বসে মাছি তাড়াচ্ছে। হাওড়া-হুগলি-ব্যারাকপুরের কারখানার চিমনিগুলো দিয়ে আর ধোঁয়া ওড়ে না। জুটমিল বন্ধ। যারা হাতুড়ি, ছেনি আর বাটালির ঠোকাঠুকিতে আমার পুজো জমিয়ে রাখত, তারা আজ বেকার।’

গণেশ একটু নড়েচড়ে বসলেন যেন। গলায় বোঝানোর সুর, ‘আরে ভাই, ডিজিটাল বাংলা! ডিজিটাল ইন্ডিয়া! একেই তো প্রগতি বলে। তুমি এখনও সেই পুরোনো লোহালক্কড়, হাতুড়ি আঁকড়ে বসে থাকলে চলবে? টেকনলজি তো তোমারই ডিপার্টমেন্ট ছিল। সময়ের সঙ্গে আপডেট হওনি কেন?’

বিশ্বকর্মা যেন এবার একটু ক্ষুব্ধ। তাঁর কথায়, ‘আপডেটটা হব কোথায় শুনি? কারখানা না থাকলে কীসের প্রযুক্তি? এখন ব্যবসা নাকি বাংলায় দারুণ বেড়েছে। কিন্তু সেই ব্যবসার চরিত্র দেখেছ? সব ল্যাপটপ আর মোবাইল ফোনে বন্দি। ঘরে বসে, সোফায় শুয়ে তরুণ-তরুণীরা ফোন স্ক্রল করছে। গায়ে এক ফোঁটা ঘাম নেই। একটা লোহার নাটবল্টু কীভাবে আঁটতে হয়, এই প্রজন্ম জানে না। তাদের কাছে টেকনলজি মানে স্রেফ কয়েকটা বিদেশি অ্যাপ।’

গণেশ মুচকি হাসলেন, ‘ভাই রে, বাঙালির চরিত্রটাই তো বদলে গেল। তুমি খেয়াল করছ না? বাঙালি আর ঘাম ঝরিয়ে কারখানায় খাটতে চায় না। তারা শর্টকাট খুঁজছে। ইনস্ট্যান্ট সাকসেস। আমি হলাম সিদ্ধিদাতা। আমায় ডাকলে স্টার্টআপের ফান্ডিং মেলে, ক্রিপ্টোর দর ওঠে, আইটি কোম্পানির শেয়ার বাড়ে। পুজো দিয়ে ভাবে রাতারাতি বড়লোক হবে। তাই তো তোমার গ্যারাজে তালা, আর আমার ক্যাশ বাক্স উপচে পড়ছে।’

বিশ্বকর্মা করুণ চোখে বিজন সেতুর রেলিংয়ের দিকে তাকালেন। নীচে সম্ভবত বজবজ বা বারুইপুরের শেষ ট্রেন চলে গেল।

বিশ্বকর্মা আরও করুণ, ‘বাঙালির এই হুজুগটাই আমাকে মারল। এককালে এই বাংলায় যাওয়া মানে ছিল অন্যরকম উন্মাদনা। সকালে ছাদে দাঁড়িয়ে ভোকাট্টা চিৎকার। আকাশে লাল-নীল ঘুড়ির মেলা। গ্যারাজে গ্যারাজে চোঙা বেঁধে মান্না দে বা কিশোরকুমারের গান। পুজোর গান কোনটা হিট হবে, ঠিক করে দিতাম আমি। রিকশা, সাইকেল, অটোর গায়ে ফুলমালা ঝুলত। মেকানিকদের মুখে আনন্দের ছাপ থাকত। আর এখন? ঘুড়ি ওড়ানো নাকি ব্যাকডেটেড। ছাদে ঘুড়ি ওড়াবে কে, সবাই তো ফোনে রিলস বানাতে ব্যস্ত! বাংলা পুজোর গানও শেষ।’

গণেশ সায় দিলেন, ‘তা ঠিক বলেছ। গানও শেষ, পুজো সংখ্যার বইও শেষ। আছে শুধু রিল। আমার শোভাযাত্রাতেও সবাই ফোনের ক্যামেরা তাক করে নাচছিল। মন কেবল ইনস্টাগ্রামে লাইভ করায়।’

বিশ্বকর্মার গলায় রাগ, ‘শুধু তাই? তোমার পুজো নিয়ে যা চলছে, ভাবা যায় না! রাস্তা আটকে পুজো হচ্ছে। সরস্বতীপুজোর চেয়েও তোমার পুজোয় চাঁদার জুলুম বেশি। বাঙালি নিজের সংস্কৃতিটাই ভুলে গেল দাদা। সরস্বতীরও কপাল পুড়েছে। বাঙালি বিদ্যার পুজো ছেড়ে শুধু ধনদৌলতের পুজোয় মেতেছে।’

গণেশ একটু অপ্রস্তুত। শুঁড় চুলকে বললেন, ‘আরে, এতে আমার কী দোষ? আমি কি বলেছি রাস্তা আটকে প্যান্ডেল বানাও? তা তোমার প্যান্ডেল কোথায় হয়েছে এবার?’

বিশ্বকর্মার মুখ আরও কালো, ‘সেটাই তো চরম অপমানের কথা দাদা। তোমার ফেলে যাওয়া প্যান্ডেলেই আমাকে ঢুকিয়ে দেবে। তোমার ব্যানারটা ছিঁড়ে নামিয়ে সেখানে আমার নামের ফ্লেক্স ঝুলিয়ে দেবে। মানে তোমার এঁটো প্যান্ডেলে আমাকে বসতে হচ্ছে।’

গণেশ হো হো করে হেসে উঠলেন।

‘ভায়া, এতে মন খারাপ করছ কেন? বাংলায় একেই বলে অপচয় রোধ! আধুনিক পরিবেশবান্ধব পুজো। আমার ফেলে যাওয়া মোদকের মিষ্টি শুঁকতে শুঁকতেই কালকের দিন কাটিয়ে দাও। বেশি বায়না কোরো না। মন্দার বাজারে নিজের আলাদা প্যান্ডেল পাওয়াই ভাগ্যের ব্যাপার।’

বিশ্বকর্মার গলায় দীর্ঘশ্বাস, ‘তোমার আনন্দও বেশিদিন টিকবে না দাদা। বাঙালি যে হারে মোদক গিলছে আর শুয়ে বসে ফোন ঘাঁটছে, ঘরে ঘরে সুগার আর প্রেশার। শুনলাম, মিষ্টির দোকানে খাঁটি জিনিস দেওয়া বন্ধ। অতিরিক্ত ভেজাল তেল আর বাসি গুঁড়ো দুধ দিয়ে ঝটপট মোদক তৈরি হচ্ছে প্লাস্টিকের যন্ত্রে।’

গণেশ আঁতকে উঠলেন। ‘বলো কী হে? সত্যি?’

বিশ্বকর্মা এতক্ষণে মুখে এক চিলতে বিজয়ের হাসি ফুটিয়ে তুললেন, ‘একশো বার সত্যি। আমি যন্ত্রের দেবতা। মিষ্টি বানানোর সব মেশিনের নাটবল্টু ঢিলে। রক্ষণাবেক্ষণের কারিগর বাংলায় আর নেই। মিষ্টির ভালো কারিগরও হারিয়ে যাচ্ছে। ভালো মিষ্টির দিন শেষ। ভেজাল মোদক খেয়ে তোমার পেটও একদিন বিগড়োবে দাদা।’

গণেশ হাত দিয়ে নিজের বিশাল ভুঁড়িটা একটু মেপে দেখলেন। মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল।

ঠিক এই সময় নীচের ট্রাফিক সিগন্যালে এতক্ষণে পুলিশ এসে হাজির। কে একজন ছুটে এসে তাড়া দিল। সেতুতে গাড়ির লম্বা লাইন।

গণেশ হাত নাড়েন, ‘চললাম ভাই। বাবুঘাটে আমার বিসর্জন। গঙ্গায় ডুব দিয়ে একটু গা জুড়োই। এই শহরে যা দূষণ, গঙ্গার জলেই একমাত্র শান্তি।’

বিশ্বকর্মা তাঁর বাহন হাতির পিঠে হাত বুলিয়ে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়ার ইশারা করলেন। কিছুটা উদাস গলা, ‘যাও দাদা। স্বর্গরাজ্যে গিয়ে নিশ্চিন্তে বিশ্রাম নাও। আমাকে তো কাল দিনভর এই কর্পোরেট শহরটার দিকে চেয়ে বসে থাকতে হবে। যেখানে কোনও কারখানার সাইরেন বাজে না। কেউ যন্ত্রকে ভালোবেসে পুজো করে না। কাল সকাল হতেই একদল লোক ঘুম থেকে উঠে শুধু ল্যাপটপের ধুলো মুছবে। কিবোর্ডে একটু চন্দনের ফোঁটা ছোঁয়াবে। তারপর আমাকে দুটো শুকনো বোঁদে আর জিলিপি অফার করে ফের সেই ফোনে বুঁদ হয়ে যাবে।’

গণেশের বিশাল শোভাযাত্রা এগিয়ে গেল গঙ্গার ঘাটের দিকে। বিশ্বকর্মার ম্যাটাডোর ধীরে ধীরে নামল কসবার দিকে।

রাত বারোটা পঁচিশে বিজন সেতুর ওপর একা পড়ে রইল উড়ে আসা শুকনো রজনীগন্ধা ও গাঁদার পাপড়ি। এবং দূর থেকে ভেসে আসতে লাগল দুটো ভিন্ন বাংলার দীর্ঘশ্বাস। একদিকে হারিয়ে যাওয়া একচিলতে সোনালি শৈশব আর কারখানার ব্যস্ত সাইরেন। অন্যদিকে সাউন্ডবক্সে বাজল বাঙালির অপরিচিত অপটু উচ্চারণের স্লোগান, ‘গণপতি বাপ্পা মোরিয়া, মঙ্গলমূর্তি মোরিয়া।’

যেতে যেতে বিশ্বকর্মা হাসলেন, মোরিয়া-টা মরিয়ার মতো শোনাচ্ছে দেখে। তাঁর নামেও একসময় বহুবার স্লোগান উঠত, বিশ্বকর্মা মাইকি জয়। ‘মা’ কথাটা শুনে বিরক্ত হতেন। এখন তাঁর মনে হল, সেই পুরোনো স্লোগানেই আন্তরিকতা বেশি ছিল। গণেশ কিন্তু সেই আন্তরিকতা দেখতে পেল না জীবনে!

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

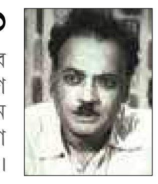

১৯১৯
আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা জহর রায়।

২০২৫
শিল্পী জুবিন গর্গ প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

ভোট চুরি, সরকার চুরির পর দল চুরি। এটাই আমাদের গণতন্ত্রের অধোগতির প্রতীক হয়ে উঠেছে। যখন গোটা একটি দলকেই হাতিয়ে নেওয়া সম্ভব, তখন কোটি কোটি ভারতীয়র ভোটও যে চুরি হতে পারে, তাতে আর অবাক হওয়ার কী আছে! এই লড়াই কেবল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নয়। এটা প্রতিটি রাজনৈতিক দল এবং এমন প্রতিটি ভোটারের লড়াই, যাঁরা অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচন চান। প্রথমে শিবসেনা, তার পর এনসিপি, এখন তৃণমূল কংগ্রেস। প্রত্যেকবার একইভাবে বিজেপি আর নির্বাচন কমিশন যৌথভাবে একটি দলকে টুকরো করে।

- রাহুল গান্ধি

ভাইরাল/১

ত্রাণসামগ্রী নিয়ে হরিয়ানা থেকে বন্যাপীড়িত বিহারে পৌঁছেছিলেন স্বেচ্ছাসেবকরা। তবে ত্রাণ বণ্টনের সময় একদল মানুষ লাইনে না দাঁড়িয়ে ফল ও জিনিস নিয়ে কাড়াকাড়ি শুরু করে। ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টাও চলে। কর্মীরা শান্ত হতে বললেও কাজ হয়নি।

ভাইরাল/২

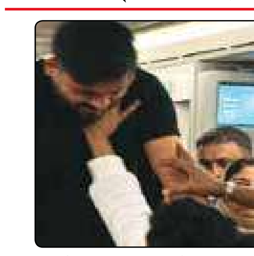

চলন্ত বিমানে মারামারি! লন্ডন থেকে বাংলাদেশগামী একটি বিমানে দুই ব্যক্তি তীব্র বাকবিতণ্ডায় জড়ান। কথা কাটাকাটি চলার সময় একে অপরকে কিল-ঘুসি মারতে থাকেন। তাণ্ডবে এক যাত্রীর টি-শার্ট ছিঁড়ে যায়। মাঝআকাশে এই ঘটনায় আতঙ্ক ছড়ায় যাত্রীদের মধ্যে।

জনমন

জনমত

বিল-বোর্ডে কেন শুধুই রাজনীতিবিদ ও অভিনেতারা?

সম্প্রতি চিনের শানদং প্রদেশের হেজে শহর থেকে শুরু হওয়া একটি ছোট্ট উদ্যোগ আজ গোটা বিশ্বের আলোচনার বিষয়। বাণিজ্যিক বিজ্ঞাপনের বদলে সে দেশের ব্যস্ততম সড়ক, শপিং মল আর মেট্রো স্টেশনের বিশাল ডিজিটাল স্ক্রিনে এখন শোভা পাচ্ছে ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানী চিয়ান শুয়েসেন, নোবেলজয়ী তু ইউইউ, কৃষিবিজ্ঞানী ইউয়ান লংপিং কিংবা পরমাণু পদার্থ বিজ্ঞানী তেং চিয়াক্সিয়ানের ছবি। এই উদ্যোগ ছড়িয়ে পড়েছে চেংচৌ, হাংচৌ, চুংছিং থেকে আনহুই, ইনার মঙ্গোলিয়া, হুনান, হুবেই পর্যন্ত।

এই খবর সামনে আসার পর শিল্পপতি হর্ষ গোয়েঙ্কার একটি মন্তব্য সামাজিক মাধ্যমে বেশ চর্চিত হয়েছে। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন, ভারতের বিল-বোর্ড কেন শুধু রাজনীতিবিদ ও চলচ্চিত্র তারকাদের দখলে থাকবে? বিজ্ঞানী, শিক্ষক, চিকিৎসক বা উদ্ভাবকদের কেন নয়? প্রশ্নটি নিছক আলংকারিক নয়। একটি সমাজ প্রকাশ্য পরিসরে কাকে উদযাপন করছে, তা সেই সমাজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্বপ্ন এবং আকাঙ্ক্ষাকেও নির্ধারণ করে দেয়।

ভারতের ক্ষেত্রে ছবিটা আরও জটিল। অনেক বিল-বোর্ডে তারকাদের মুখে দেখা যায় পানমশলার ছদ্মবেশী বা সারোগেট বিজ্ঞাপন, যা তামাকজাত পণ্যের প্রচ্ছন্ন প্রচার বলে দীর্ঘদিন ধরেই সমালোচিত। অর্থাৎ প্রকাশ্য পরিসর শুধু রাজনীতি বা বিনোদনের দখলেই নয়, স্বাস্থ্য-ঝুঁকিপূর্ণ বাণিজ্যের হাতিয়ারও হয়ে উঠছে।

সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে প্রতীক নির্মাণের এই রাজনীতি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। শিশু ও কিশোরদের মনে যে মুখগুলো বারবার দেখা যায়, তারাই একসময় তাদের আদর্শ হয়ে ওঠে। তাই শুধু চিনের অনুকরণ নয়, নিজের দেশের বিজ্ঞানী, শিক্ষক ও গবেষকদের সম্মানের জায়গা তৈরি করা এখন সময়ের দাবি।

উত্তরবঙ্গের প্রেক্ষাপটে এই ভাবনার একটি বিশেষ তাৎপর্য আছে। এই অঞ্চল বর্ণময় লোকসংস্কৃতি, বৈচিত্র্যময় জাতি-জনজাতির ঐতিহ্য এবং বহু নিভৃতচারী গবেষক ও শিক্ষাব্রতীর নীরব সাধনায় সমৃদ্ধ। রাজবংশী, টোটো, মেচ কিংবা অন্যান্য জনজাতির সাংস্কৃতিক পরিচয়, তাঁদের লোকশিল্প ও জীবনধারার ছবি যদি প্রকাশ্য পরিসরে, বিল-বোর্ডে বা প্রচারমাধ্যমে যথাযথভাবে তুলে ধরা যায়, তাহলে সাধারণ মানুষ শুধু সমৃদ্ধই হবেন না, সেইসব সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে এবং চর্চা করতেও উদ্বুদ্ধ হবেন। এভাবেই স্থানীয় পরিচয় আর জাতীয় গর্ব একসূত্রে বাঁধা সম্ভব।

মলয় চক্রবর্তী, ঘোকসাডাঙ্গা, কোচবিহার।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

শুধুই একটা মিরাকলের অপেক্ষা!

বর্তমান জীবনের ভেতরেও মানুষ আরেক অলৌকিক জীবনের জন্য অধীর অপেক্ষায় থাকে।

কল্যাণময় দাস

স্টেশনের ১ নম্বর প্ল্যাটফর্মে দাঁড়িয়ে ঘড়ি আর খালি ট্র্যাকের দিকে তাকানোটা খুবই সরল অপেক্ষা। কিন্তু ট্রেনের উইন্ডো সিটে বসে ট্রেন ছুটলে আপনি কীসের অপেক্ষা করেন? রবিবারের ছুটির? মাইনে বাড়ার? নাকি রিটায়ারমেন্টের পর বারান্দায় জাঁকিয়ে বসে দার্জিলিং টি খাওয়ার? মানুষ আসলে একটা চলন্ত ট্রেনের ভেতর বসে আরেকটা অলৌকিক ট্রেনের জন্য অপেক্ষা করে। আর সোজা বাংলায়, এই অপার্থিব বস্তুটার নামই ‘মিরাকল!’ লটারি জেতার ফ্যান্টাসি, ক্রাশের হঠাৎ একখানা ‘টুং’ মেসেজ, কিংবা আগামীকালই জীবনের মোড় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে যাওয়ার অমূল্য আশা। পর্দার আড়ালে বসে থাকা কোনও নিয়তি যেন আমাদের বোরিং চিত্রনাট্যটা রি-রাইট করছে! বর্তমানের বাস্তবটা মারাত্মক ঘূর্ণাবর্তের মতো। এই মুহূর্ত থেকে পালিয়ে ভবিষ্যতের ফুরফুরে ফ্যান্টাসিতে আশ্রয় নেওয়ার নামই অপেক্ষা, নিজের একটা আপগ্রেডেড ভার্সনের খোঁজে।

তবে পৃথিবীর সবার এই গভীর, খটোমটো দার্শনিক বিলাসিতা পোষায় না। কোচবিহার জেনকিন্স স্কুলের মোড়ে ঘাম মুছে চা বানানো বীরেন্দর যদি ছাঁকনি ডুবিয়ে ভাবে, আহা, জীবন মানেই তো টাইলর সিরিজের মতো অসীম অপেক্ষা, তবে চায়ের প্যান নিশ্চিত পুড়ে ছাই! ভিড় বাসের প্যাসেঞ্জারের কাছে অপেক্ষা অতি প্র্যাকটিকাল : কনডাক্টর কখন পাঁচ টাকার খুচরো ফেরত দেবে! দর্শন হল পেট ভরার পরের চাটনি বা ডেজার্ট। ফাঁকা পেটে কেউ কাফকা বা সার্ত্রে কোট করে না। অধিকাংশ মানুষের অপেক্ষার স্পষ্ট দাম আর ডেডলাইন আছে, র‍্যাশনের চাল, বাচ্চার অ্যাডমিশন বা আইপিএলে প্রিয় দলের ট্রফি। আবার কিছু চিন্তাশীল মানুষ রাতে ছাদের কার্নিশে দাঁড়িয়ে ভাবে, আমরা কোথায় যাচ্ছি?

প্রতীকী।

অপেক্ষার এই ছক রাজনীতিতেও দেখা যায়। ভোটের পরে মানুষ ভাবে, এই বুঝি পালাবদল হল, এবার আমার ভাগ্যের শিকে ছিঁড়বে! কিন্তু গদি বদলায়, শাসকের চেহারা বদলায়, সাধারণ মানুষের অপেক্ষার মেয়াদ শেষ হয় না। অপেক্ষা করাটা মানুষের ডিএনএ-তে থাকা অটোমেটিক ড্রাইভার। জিন যেন আমাদের বর্তমানে বাঁচতে শেখায় না। শৈশবে অপেক্ষা স্বাধীনতার, যৌবনে স্থায়িত্বের, আর বার্ধক্যে... থাক, সেকথা নাইবা বললাম! আসল ট্র্যাজেডি হল, যে স্টেশনে নামার জন্য সারা জীবন টিকিট কেটে বসে থাকা, ট্রেনটা কোনওদিন সেই স্টেশনে আসেই না। আমরা খালি স্টেশন বদলাই, প্ল্যাটফর্ম বদলাই আর ভাবি, পরের ট্রেনেই হয়তো ট্রেজার আইল্যান্ডে পৌঁছে যাব! অথচ পরের ট্রেনটিও একদিন এখনকার মতোই হয়ে যায়। তখন আবার নতুন কোনও গন্তব্যের অপেক্ষা শুরু হয়।

আসলে মিরাকল তো কোনও দূরের স্টেশনে নেই; মিরাকল লুকিয়ে আছে এক তীব্র আকুলতায়, নিভে আসার ঠিক আগের মুহূর্তেও বুক ভরে শ্বাস টানার আকুতিতে, হাজারো ধ্বংসের পর আবার কারও হাত ধরে বেঁচে থাকার! আমরা তো ট্রেনের জানলা দিয়ে কেবল গন্তব্য খুঁজি না, খুঁজি একটু ভালোবাসার আশ্রয়, একটুখানি উষ্ণতা। এই উষ্ণতার খোঁজই আমাদের অপেক্ষা। কখনও সেই অপেক্ষা আমাদের হাসায়, কখনও ক্লান্ত করে, কখনও আবার বোকা বানায়। তবু অপেক্ষা ছাড়া মানুষ বোধহয় চলতেও পারে না। কারণ অপেক্ষা মানেই এখনও কিছু পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, এখনও কোনও দরজা খোলার বাকি, এখনও কোনও অচেনা প্ল্যাটফর্মে নেমে নতুন করে শুরুর সুযোগ আছে।

হয়ত মিরাকল কোনও দূরের স্টেশনে অপেক্ষা করে নেই। চলন্ত ট্রেনের জানলা দিয়ে বাইরে তাকিয়ে যে মানুষটি আগামীদিনের ছবি আঁকে, মিরাকল হয়তো সেই কল্পনাতেই। যে মানুষটি ব্যর্থতার পরও আবার চেষ্টা করে, তার মধ্যেই লুকিয়ে থাকে সেই অলৌকিক শক্তি। আমরা তাই ট্রেন বদলাই, স্টেশন বদলাই, প্ল্যাটফর্ম বদলাই, কিন্তু অপেক্ষা ছাড়ি না। কারণ অপেক্ষার মধ্যেই থাকে আগামীকালের ফুরফুরে ফ্যান্টাসি, বদলে যাওয়ার আশা এবং নিজের আরও ভালো একটি সংস্করণ খুঁজে পাওয়ার আকুলতা। শেষপর্যন্ত মিরাকল হয়তো কোনও ট্রেন নয়, অপেক্ষা করে চলার সেই অদ্ভুত সাহসটাই।

(লেখক নাট্যকর্মী। কোচবিহারের বাসিন্দা।)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com

বিন্দুবিসর্গ

শব্দরঙ্গ ■ ৪৫৫৪

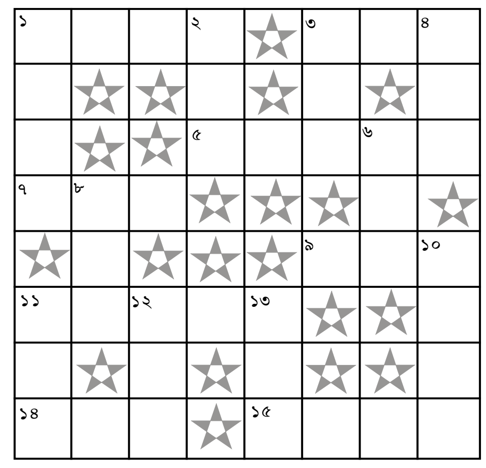

পাশাপাশি : ১। মেঘের আবির্ভাব ৩। ক্ষতি বা হানি ৫। অমাবস্যা, পূর্ণিমা উপলক্ষ্যে রাত্রে উপবাস ৭। গোরু-মোষের চর্বিতচর্বণ ৯। দই-এর সঙ্গে ছাতু চিঁড়ে মিশিয়ে তৈরি খাদ্য ১১। বালক শ্রীকৃষ্ণ ১৪। স্বর্ণকার ১৫। কাঁকরোল গাছ।

উপর-নীচ : ১। পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা ২। মন্থনদণ্ডের আরেক নাম ৩। নদীতে যে বান হঠাৎ আসে ৪। বুদ্ধিমান বা সমঝদার ৬। মোটা লাঠি ৮। পরিবর্ত, বিনিময় ১০। নাচগানের আসর ১১। লেখক, লিপিকর বা চিত্রকর ১২। গোরুর পায়ের দ্বারা চিহ্নিত ক্ষুদ্র স্থান, ওই স্থানের মতো ক্ষুদ্র জলাশয় ১৩। জীর্ণ বস্ত্রখণ্ড বা আলতা।

সমাধান ■ ৪৫৫৩

পাশাপাশি : ১। জুলাই ৩। কেতা ৫। কেয়া ৬। তকলি ৮। কামনা ১০। মিরাশ ১২। গবেট ১৪। ইরা ১৫। কত্তা ১৬। মঞ্জুর।

উপর-নীচ : ১। জুনিপোকা ২। ইকেবানা ৪। তালুক ৭। লিচু ৯। বগ ১০। মিজোরাম ১১। শশধর ১৩। বেবাক।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি ৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী ৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড় ৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৩৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৫৬৩৫৫৬৮৬৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : ৮৩৭৩০৯৭৯৯১, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৯৭২২/৯০৬৪৮৮৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135. Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

মহার্ঘ্য সবজি, বিশ্বকর্মাকে একচড়া ভোগ

বাজারে গিয়ে সবজির দাম শুনে শুক্রবার অনেকে আঁতকে ওঠেন। বাজারদরের ঠেলায় চক্ষু চড়কগাছ হওয়ার জোগাড়। ভরসা শুধু উপস্থিতবুদ্ধি। খরচ বাঁচাতে এদিন কেউ খিচুড়ির সঙ্গে লাবড়ার বদলে আলুর দমের ব্যবস্থা করলেন। কোথাও সবজি দিয়ে খিচুড়ি রান্না হল।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : কারখানার তেলকালি মাখা মেঝেতে শুক্রবার আলপনা দেওয়া হয়েছিল। বিভিন্ন যন্ত্রপাতির গায়ে জড়ানো হয়েছিল লাল সুতো। দেওয়া হয়েছিল গাঁদা ফুলের মালা। গ্যারাজ, কারখানা এবং অফিসে শামিয়ানা টাঙিয়ে এদিন বিশ্বকর্মাপুজোর আয়োজন করা হয়েছিল। পুজো আর প্রসাদ তো প্রায় সমার্থক। তাই পুজো শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সবাই এদিক-ওদিক তাকিয়ে খিচুড়ি আর লাবড়ার ডেকচি খোঁজেন। কিন্তু বাজারে যা 'আগুন' লেগেছে, তাতে বাধ্য হয়ে সবাইকে এদিন মেনুতে একটু কাটছাঁট করতে হয়েছে।

ভোরের আলো ফুটতেই অনেকে এদিন থলে হাতে বাজারে পৌঁছান। কিন্তু সবজির দাম শুনে তাঁদের মাথায় হাত পড়ে। সবজির দর প্রায় আকাশ ছুঁল বলে। পাইকারি বাজারে এদিন পটলের দাম কেজি প্রতি ২৪-২৫ টাকা, বেগুন-বাঁধাকপি-গাজর-কুমড়ো ২৩-২৫ টাকা, ফুলকপি ৩৩-৪০ টাকা কেজিতে বিকিয়েছে। কিন্তু খোলা বাজারে এদিন বেগুন বিকিয়েছে ৬০-৮০ টাকায়। মিষ্টি কুমড়ো বিক্রি হয়েছে ৪০-৫০ টাকায়। ফুলকপি আর গাজর বিক্রি হয়েছে ৫০-৭০ টাকায়। খোলাবাজারে এদিন পটল ৬০-৭৫ টাকায় এবং বাঁধাকপি ৩০-৪০ টাকায় বিকিয়েছে। শুধুমাত্র আলুর দামই এদিন সাধ্যের মধ্যে

ছিল। এত চড়া বাজারদরে লাবড়ার ব্যবস্থা করতে গেলে বাজেটে টান পড়া স্বাভাবিক। কিন্তু তা বলে তো আয়োজনে ফাঁক রাখা চলে না। তাই আয়োজকরা এদিন বুদ্ধি খাটিয়ে মেনু তৈরি করেছিলেন।

ইস্টার্ন বাইপাসে লক্ষ্মণ কর্মকারের গ্যারাজ আছে। প্রতিবছর বিশ্বকর্মাপুজোর দিনে লক্ষ্মণের গ্যারাজে প্রায় ২০০ জনের জন্য লাবড়া আর খিচুড়ির ব্যবস্থা করা হয়। বাজারদরের চাপে তিনি এদিন তরকারির হ্যাপা বাদ দিয়ে আলু, গাজর আর বাঁধাকপি দিয়ে খিচুড়ি রান্নার ব্যবস্থা করেছিলেন। তিনি বলেন, 'মানুষকে তো আর খালি হাতে ফেরাতে পারি না। কিন্তু সবজির যা দাম, তাতে খিচুড়ির সঙ্গে লাবড়ার ব্যবস্থা করা খুব চাপের। তাই এই ব্যবস্থা।' তবে লক্ষ্মণ এদিন খিচুড়ির সঙ্গে পাতলা বেগুনির ব্যবস্থা করেছিলেন।

হায়দরপাড়ায় ভোলা বর্মনের গ্যারাজ আছে। তিনি বলেন, 'বাজারে গিয়ে দাম শুনে তো হাতে ছ্যাঁকা লাগছিল। তাই সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোল না। বাধ্য হয়ে আলু, বেগুন আর কুমড়ো দিয়ে নমো নমো করে লাবড়ার বন্দোবস্ত করা হয়েছে।'

সবজির দাম শুনে সুভাষপিল্লর ছোট ব্যবসায়ী রবি রায় আলুর সঙ্গে 'বন্ধুত্ব' করেছেন। তিনি বলেন, 'সবজির দাম শুনে আমি লাবড়া করার রিস্কই নিইনি। এবারের মেনুতে খিচুড়ির সঙ্গে ঝাল ঝাল আলুর দম। খেতেও ভালো। পকেটেরও আরাম।'

রাতের শহরে গতির নেশা

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : বিশ্বকর্মাপুজোর আগের রাতে নেশাগ্রস্ত গাড়ির চালকের দাপটে অতিষ্ঠ শহরবাসী। মাত্রাছাড়া গতিতে বাইক, টোটো চালাতে গিয়ে ঘটল একের পর এক দুর্ঘটনা। কোথাও আবার আহত হয়েছেন চালকরাই। পুলিশের জিজ্ঞাসাবাদ এড়াতে চোটগ্রস্ত অবস্থায় কেউ ছুটলেন হাসপাতালে, কেউ আবার তড়িঘড়ি পালালেন এলাকা ছেড়ে। বৃহস্পতিবার রাতে দুর্ঘটনার জেরে অন্তত চারজন গুরুতর আহত হয়েছেন। এরপরই রাতের শহরে নাকা চেকিং নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। শহরের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন মোড়ে গতি নিয়ন্ত্রণের পাশাপাশি ব্রেথ অ্যানালাইজার ব্যবহৃত হওয়ার কথা। তবে বৃহস্পতিবার রাতের ছবি প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছে নজরদারি নিয়ে।

মেট্রোপলিটান পুলিশের ট্রাফিক বিভাগের পদস্থ এক কর্তার কথায়, 'চব্বিশ ঘণ্টা নজরদারি সম্ভব নয়। তবে আমরা এই বিষয়টা দেখছি। উৎসবের সময় রাতের রাস্তায় ট্রাফিক পুলিশ থাকবে।'

একে বিশ্বকর্মাপুজোর আগের রাত। তার মধ্যে গণেশপুজোর রেশ কাটেনি। সন্ধ্যার পর থেকে দফায় দফায় নামে বৃষ্টি। প্রতিমা কেনা থেকে মণ্ডপে ঘোরার পালা চলে ভোর পর্যন্ত। চলতে থাকে নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গতির খেলা। সেবক রোড এলাকায় একটি টোটো নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে এক পথচারীকে ধাক্কা মারে। এরপর ধাক্কা মারে ডিভাইডারে। সংঘর্ষের তীব্রতায় সামনের কাচ ভেঙে চৌচির হয়ে যায়। প্রত্যক্ষদর্শী প্রসেনজিৎ দাস বলেন, 'টোটোচালককে ধরে কথা বলতে গিয়েই বুঝি, ওর কথায় অসংগতি আছে।' দুর্ঘটনাগ্রস্ত ওই চালক উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। তাঁর পা ভেঙেছে। মাথায় সেলাই পড়েছে। তাঁর পরিবারের কথায়, অবস্থা আশঙ্কাজনক।

এদিকে অপ্রকৃতিস্থ অবস্থায় টোটো চালাতে গিয়ে চেকপোস্ট এলাকাতেও দুর্ঘটনা ঘটেছে। ব্যারিয়ারে ধাক্কা মেরে ক্ষতিগ্রস্ত হয় টোটোটি। গুরুতর অবস্থায় চালককে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানেই চিকিৎসাধীন রয়েছেন তিনি। দুই মাইলে নিয়ন্ত্রণহীন অবস্থায় একটি গাড়ি বন দপ্তরের অফিসের সামনের গেট, বেড়া ভেঙে দেয়। গাড়িটিকে আটক করেছে পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী বিশাল দাস বলেন, 'সামনে কেউ থাকলে একেবারে পিষে যেতেন।' ঘটনায় বন দপ্তরের তরফে ভক্তিনগর থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।

ইসকন মোড়ে রাস্তার ওপর দুই তরুণকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখে ছুটে আসেন স্থানীয়রা। ঘটনাস্থল থেকে একটি বাইক উদ্ধার হয়। পুলিশের ভ্যানের দেখা না মেলায় স্থানীয়রা তাঁদের হাসপাতালে নিয়ে যান। অভিযোগ,

- সেবক রোডে একটি টোটো এক পথচারীকে ধাক্কা মারে, এরপর ধাক্কা মারে ডিভাইডারে
- দুই মাইলে একটি গাড়ি বন দপ্তরের অফিসের গেট, বেড়া ভেঙে দেয়
- কুমোরটুলি থেকে সেবক রোডে ওঠার রাস্তাতেও ভ্যানের সঙ্গে বাইকের ধাক্কা

'হয়তো কোনও গাড়ি এসে ধাক্কা মেরে এলাকা ছেড়ে পালিয়ে যায়।'

যদিও দুর্ঘটনার কারণ স্পষ্ট নয়। কুমোরটুলি থেকে সেবক রোডে ওঠার রাস্তাতেও একটি ভ্যানের সঙ্গে বাইকের ধাক্কা লাগে। ভ্যানটি উলটে যায়। আহত হন চালক। যদিও দু'পক্ষই অপ্রকৃতিস্থ থাকায় তড়িঘড়ি এলাকা ছাড়ে। একই ঘটনা বর্ধমান রোডে। টোটোকে পাশ কাটাতে গিয়ে বাইকে থাকা দুজন নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পড়ে যান। এরপর নিজেরাই উঠে পালিয়ে যান তাঁরা। শহরবাসী প্রদীপ বর্মনের কথায়, 'উৎসবের নামে এভাবে বাইক, গাড়ি চললে তো খুব মুশকিল। প্রশাসনের উচিত এই বিষয়গুলো দেখা।'

প্রি-কনফারেন্স কর্মশালা ন্যাপকনের

ফুসফুসের জটিল ব্যাধি নিয়ে আলোচনা করছেন চিকিৎসকরা। ছবি : সূত্রধর

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গ ও সিকিমের চিকিৎসকদের কাছে উন্নতমানের শ্বাসরোগ চিকিৎসা পরিষেবা ও বিশ্বমানের প্রশিক্ষণ পৌঁছে দিতে ম্যাক্সওয়েল হাসপাতালের উদ্যোগে শিলিগুড়ির সেবক রোডের একটি নামী হোটেলে ন্যাপকন প্রি-কনফারেন্স কর্মশালা আয়োজিত হল। কর্মসূচিতে ফুসফুসের জটিল ব্যাধি 'ইন্টারস্টিশিয়াল লাং ডিজিজ'-এর প্রাথমিক শনাক্তকরণ ও আধুনিক চিকিৎসা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। উপস্থিত ছিলেন কলকাতা মেডিকেল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অফ পালমোনোলজি ডাঃ রাজা ধর, পালমোনোলজিস্ট ডাঃ সিপি শর্মা, ডাঃ শ্যাম কৃষ্ণান, ডাঃ সৌম্যকান্তি ঘটক সহ অন্যান্যরা। চিকিৎসকদের মধ্যে বিষয়টি নিয়ে বিশেষজ্ঞ মতামতও উঠে আসে।

ডাঃ রাজা ধর বলেন, 'ন্যাপকন ন্যাশনাল কনফারেন্স অন পালমোনারি ডিজিজেস ২৯ অক্টোবর থেকে ১ নভেম্বর পর্যন্ত কলকাতায় আয়োজিত হতে চলেছে। তার আগে একটি প্রি-কনফারেন্স কর্মশালা শিলিগুড়িতে করা হল। কলকাতার মূল কনফারেন্সে দেশ-বিদেশ থেকে প্রায় চার হাজার প্রতিনিধি ও ফ্যাকাল্টি আসতে চলেছেন।'

জাতীয় সড়ক ঘেঁষে দোকান

শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনার দিকে এগোলেই চোখে পড়ছে ছবিটা। জাতীয় সড়কের একেবারে ধার ঘেঁষে বাঁশের বেড়া দিয়ে তৈরি হচ্ছে একের পর এক দোকান। দোকানের সামনে দাঁড়িয়েই চলছে কেনাকাটা। ফলে বিপজ্জনক হয়ে উঠছে রাস্তার ওই অংশ। দার্জিলিং মোড় থেকে এসআইটি মোড় পর্যন্ত ১১০ নম্বর জাতীয় সড়কের দুই পাশে গত কয়েকদিনে এই প্রবণতা বেড়েছে। নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর কোথাও পাঁচটি, কোথাও আবার চারটি করে একই পদ্ধতিতে দোকান তৈরি করা হচ্ছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, রাতের অন্ধকারে দোকান তৈরি হচ্ছে। সকাল হতেই সেখানে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে ব্যবসায়ীদেব। রাতারাতি এভাবে দোকান গজিয়ে ওঠার পিছনে স্থানীয় রাজনৈতিক মদতপুষ্ট একটি চক্র কাজ করছে বলে অভিযোগ উঠেছে। প্রশাসনের এক কর্তার বক্তব্য, 'পুরো বিষয়টাই খতিয়ে দেখা হচ্ছে।'

দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনা যাওয়ার এই রাস্তার দু'পাশেই বসতি রয়েছে। ফলে সবসময় সাধারণ মানুষের যাতায়াত চলে। জাতীয় সড়ক হওয়ায় বড় গাড়িও নিয়মিত চলাচল করে। এতদিন রাস্তার ধারের জায়গা থেকে কিছুটা দূরে দোকান তৈরি হলেও এখন একেবারে রাস্তার ধার ঘেঁষেই দোকান তৈরির প্রবণতা শুরু হয়েছে।

দার্জিলিং মোড় থেকে সুকনার দিকে কিছুটা এগোতেই দেখা গেল, রাস্তার ধারেই বাঁশের সহযোগিতায় পর পর চারটি দোকান তৈরি হয়েছে। দোকানের সামনে দাঁড়ানোর মতো জায়গাও বিশেষ নেই। সেখানে রাস্তার উপর বাইক রেখে কেনাকাটা করছিলেন এক তরুণ। অমিত রাই নামে এক দোকানদারকে প্রশ্ন করা হয়, 'এভাবে দোকানের অনুমতি কীভাবে পেলেন?' প্রশ্ন শুনেই অবশ্য মুখে কুলুপ আঁটেন ওই ব্যবসায়ী।

একই ছবি দেখা গেল আরও কিছুটা এগিয়ে বান্দ্রিজোত খেলার মাঠের কাছে। সেখানেও একই কায়দায় পরপর তিনটি দোকান বসে গিয়েছে। কোনওটিতে দেদারে বিক্রি হচ্ছে মোমো। কোনওটিতে আবার পানমশলা। 'একেবারে ধারেই তো দোকান। রাস্তার মধ্যেই লোকজন জিনিসপত্র কিনছেন। কোনও ধরনের দুর্ঘটনা হলে, দায় কে নেবে?' প্রশ্ন করতেই এক ব্যবসায়ী বলে উঠলেন,

১১০ নম্বর জাতীয় সড়কে এভাবেই রাতারাতি গজিয়ে উঠছে দোকান।

'সেরকম কিছু হবে না। চিন্তার কিছু নেই। লোকজন দোকানে আসার সময় আমরাও রাস্তার দিকে নজর রাখছি।'

স্থানীয় সূত্রে খবর, গত সপ্তাহের প্রথম থেকেই রাস্তার ধারের জায়গাকে কেন্দ্র করে নতুন ধরনের এই দখলদারির প্রক্রিয়া সামনে এসেছে। এলাকার কয়েকজন তরুণই এই চক্রের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এলাকায় প্রায়ই বিভিন্ন বিষয় নিয়ে হুজ্জুতিও করেন বলে অভিযোগ রয়েছে। সহজে যাতে কারও নজরে না আসে, তার জন্য নির্দিষ্ট দূরত্ব অন্তর রাতের অন্ধকারে দোকান তৈরি করে দেওয়া হচ্ছে। দোকান তৈরি হওয়ার পর সকালেই সেখানে বসে যাচ্ছেন ব্যবসায়ী। এইভাবে লোক বসানোর পিছনে টাকার খেলাও চলছে বলে অভিযোগ উঠেছে।

এলাকার বাসিন্দা প্রদীপ বর্মন বলেন, 'সারাদিনে এই রাস্তা দিয়ে অতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চলাচল করে। যেভাবে রাস্তার ধারেই দোকান তৈরি করে ব্যবসা চলছে। তাতে যে কোনওসময় বিপদ হতে পারে। এরকম চলতে থাকলে রাস্তার ধার দিয়ে চলারও আর কোনও জায়গা থাকবে না।' একই বক্তব্য প্রীতম তামাংয়ের। তাঁর কথায়, 'এমনিতেই এলাকায় রাতে কোনও আলো জ্বলে না। রাস্তার ধার দিয়ে যাওয়া-আসা করা ছাড়া অন্য উপায়ও নেই। এখন ওই অংশেও যদি দোকান বসানো শুরু হয়, তাহলে আর হেঁটে চলার জায়গাই থাকবে না।'

দখলদারির এই দৌরাত্ম্য বন্ধে প্রশাসনের তরফে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয় কি না, এখন সেটাই দেখার।

> এলাকায় রাতে আলো জ্বলে না। এখন ওই অংশেও যদি দোকান বসানো শুরু হয়, তাহলে আর হেঁটে চলার জায়গাই থাকবে না।
>
> প্রীতম তামাং

রংদার রোববার

ত্রিনয়ন

দুই চোখে দেখা পৃথিবীটুকুই কি সম্পূর্ণ? মানুষ বরাবরই তার দৃশ্যমান সীমানার বাইরে যেতে চেয়েছে। কখনও পুরাণের কল্পনায়, কখনও বিজ্ঞানের অনুসন্ধানে, কখনও নিজের মন ও সম্পর্কের জটিল অন্ধকারে। অদেখাকে দেখা, অজানাকে জানা, আর চেনা সত্যের ভিতরেও অন্য এক সম্ভাবনার খোঁজ— এই তিন ভিন্ন পথেই খুলে যায় দেখার আরও বিস্তৃত দরজা। সেই দরজা পেরোলেই পরিচিত পৃথিবী আলোয় ধরা দেয়, বদলে যায় দেখার অভ্যাসও।

প্রচ্ছদ কাহিনী শুদ্ধসত্ত্ব ঘোষ, ডঃ গৌতম সরকার ও নীলাদ্রি দেব

রম্যরচনা ইথার নাগ

ছোটগল্প মৌমিতা আলম

অণুগল্প সুমন্ত বাগচী ও জয় দাস

কবিতা গৌরাঙ্গ সিনহা, রানা সরকার, উত্তম চৌধুরী, অনুভব সরকার, অতীশচন্দ্র ভাওয়াল ও অরিন্দম ঘোষ

সংস্কার থমকে, পান্থনিবাসের ঘর তালাবন্দি

নিতাই সাহা

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস জমানায় শুরু হয়েছিল পান্থনিবাস সংস্কারের কাজ। রাজ্যে পালাবদলের পরও সেই কাজ শেষ হয়নি। ফলে প্রশাসক পরিচালিত পুর কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। সংস্কার অসম্পূর্ণ থাকায় পান্থনিবাসের অধিকাংশ ঘর এখন তালাবন্দি। ঘর পেতে এসে অনেককেই হতাশ হয়ে ফিরতে হচ্ছে। ধাক্কা খাচ্ছে পুরনিগমের নিজস্ব আয়ও। যে পান্থ নিবাসে সারা বছর বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা মানুষ ভরসা করতেন, সেখানে এখন চাহিদা থাকলেও পরিষেবা সীমিত হয়ে গিয়েছে। ফলে ঘর পাওয়ার আশায় এসে অনেকেই ফিরে যাচ্ছেন। উদ্বিগ্ন পুরকর্মীদের একাংশ জানতে চাইছেন, বাকি কাজ কবে শেষ হবে। সেই প্রশ্নের উত্তর এখনও মেলেনি। এ বিষয়ে পুরনিগমের কমিশনার বীরবিক্রম রাইকে ফোন করা হলেও তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা সম্ভব হয়নি।

রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নানা কাজে বহু মানুষ শিলিগুড়িতে আসেন। অনেকের পক্ষেই মোটা টাকা খরচ করে হোটেলে থাকা সম্ভব হয় না। সেই সমস্যা মেটাতেই বাম শাসনকালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের উলটো দিকে পান্থ নিবাস গড়ে তোলা হয়। সেখানে মোট ১২টি ঘর রয়েছে। শুরু থেকেই পুরনিগমের তরফে ১২টি ঘরই ভাড়া দেওয়া হয়।

দিন-দিন ঘরের চাহিদা বাড়তে থাকায় তৃণমূল শাসনকালে ঘর বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়। মেয়র গৌতম দেবের সময় পান্থ নিবাসে ডর্মিটরি তৈরির কাজ শুরু হয়। সেই কাজ প্রায় শেষ হয়ে এসেছে। পাশাপাশি বাম জমানায় তৈরি পান্থনিবাসের প্রতিটি ঘর সংস্কারের কাজও শুরু করা হয়। পুরনিগমের পরিকল্পনা ছিল পুরোনো ঘরগুলিকে নতুন করে সাজিয়ে ব্যবহারযোগ্য করে তোলা। সেই কাজ শুরু হলেও এখনও তার পুরোপুরি বাস্তবায়ন হয়নি। ফলে পুরোনো ও নতুন নির্মাণের কাজ দু'দিকেই অসম্পূর্ণতা রয়ে গিয়েছে।

পুরনিগম সূত্রে খবর, দীর্ঘদিন রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়ায় একাধিক ঘরের অবস্থা বেহাল হয়ে উঠেছিল। প্রায় এক বছর আগে সংস্কারের কাজ শুরু হয়। প্রথমে একতলার ছ'টি ঘর সংস্কার করা হয়। নতুন শৌচালয় তৈরির পাশাপাশি ঘরগুলি আধুনিক করে সাজানো হয়। সেই কাজ প্রায় শেষ। তবে বিদ্যুতের কাজ এখনও বাকি। পুরকর্তাদের দাবি, ছ'টি ঘরই আগে নন এসি ছিল। সংস্কারের পর সেগুলি শীততাপনিয়ন্ত্রিত হওয়ার কথা। কাজ শেষ না হওয়ায় ঘরগুলি তালাবন্দি রাখা হয়েছে।

দোতলার একটি ঘরের ছাদ চুইয়ে জল পড়ত। ঘরটির অবস্থাও খারাপ হয়ে উঠেছিল। ফলে সেটি ভাড়া দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। আপাতত সেখানে গেস্টহাউসের বুকিং অফিস চলছে।

পুরকর্তাদের একাংশের দাবি, ঠিকাদারদের বকেয়া ঠিকমতো পরিশোধ না হওয়ায় তাঁরা বাকি কাজে হাত দিতে চাইছেন না। ফলে জটিলতা বাড়ছে। পুরনিগমের প্রাক্তন মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'আমাদের সময়কালে অনেকটাই কাজ করা হয়েছিল। উপরে ডর্মিটরি তৈরির কাজ শুরু হয়েছিল। তবে প্রশাসক পরিচালিত পুর বোর্ড সেই কাজ শেষ করার ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নিচ্ছে না।' অন্যদিকে, পুরনিগমের প্রাক্তন বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনের বক্তব্য, 'ওই কাজটিও করা হবে। তবে আপাতত জরুরিভিত্তিতে রাস্তাঘাট সংস্কারের কাজ করা হচ্ছে।'

বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

আপনিও লেখক

উত্তম প্রেমে

সেই চোখ। সেই হাসি। সবই যেন মায়াময়। উত্তমকুমারের প্রেমে আজও হাবুডুবু? ভিতর ঘরের গোপন প্রেমিক উত্তমকে লিখুন ১০০ শব্দে প্রেমের চিঠি। কিশোরী থেকে বয়সে গিঁটপড়া নারী, যে কোনও বয়সি লিখুন প্রেমের চিঠি। না, কোনও পুরুষের লেখা এই বিভাগে গ্রহণযোগ্য নয়।

দ্য টপ দ্য টপ দ্য টপ

আজও

রসনায় উত্তম

মায়ের হাতের ভেটকি মাছের কাঁটা চচ্চড়ি। সুপ্রিয়া দেবীর তৈরি কাজু চিকেন, চিংড়ির মালাইকারি, সর্ষে পাতুরি। শেষ পাতের সেরা পছন্দ সাগর দই, রসগোল্লা। লিখে ফেলুন উত্তমকুমারের উত্তম-পদের রেসিপি। মন চাইছে, নতুন কোনও রেসিপি শতবর্ষে পা রাখা মহানায়ককে নিবেদন করতে। পাঠাতে পারেন সেই রেসিপিও।

৩টি বিভাগের যে কোনও একটি বিষয়ে লেখা পাঠান এই হোয়াটস অ্যাপ নম্বরে— ৯৮৩০২৫৮৬৬৮

লেখা পাঠানোর শেষ তারিখ ২২ সেপ্টেম্বর

স্বল্পগল্পে উত্তম

রূপে উত্তম। গুণে উত্তম। হৃদয়ে-মনে আজও তিনি উত্তমেরও উত্তম। শতবর্ষে সেই উত্তমকুমারকে ফুটিয়ে তুলুন আপনার কলমে। ১০০ শব্দের মধ্যে লিখে ফেলুন অণুগল্প। যে গল্পে থাকতেই হবে উত্তম শব্দটি। অথবা উত্তম অভিনীত যে কোনো সিনেমার নাম।

মনোনীত লেখা প্রকাশ করা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরিত বিশেষ মহালয়া সংখ্যায়

দারুণ দর্পণ

টিভি দেখা, ফোনে কথা বলা, টাকাপয়সা না দেওয়া ইত্যাদি নিয়ে স্বামীর সঙ্গে রোজকার ঝামেলা। তাই বৃদ্ধ বয়সে খিটখিটে কৃপণ স্বভাবের স্বামীর বিরুদ্ধে ডিভোর্স ফাইল করবেন বলে ঠিক করলেন গিন্নি। আইনজীবীর চিঠি গেল কর্তার কাছে। কর্তারও এক গোঁ। যা হয় হবে, মাথা নোয়াবেন না। আইনজীবীর পরামর্শে আপাতত একই বাড়িতে ওপরতলা-নীচতলা করে আলাদা থাকতে শুরু করেন দুজনেই। কয়েক মাস পর ঘটনাক্রমে একদিন স্ত্রীর হাতের সুস্বাদু ইলিশ মাছের রান্নাই দুজনের মানসিক দূরত্ব কমিয়ে দেয়। আর এই নিয়েই দর্পণ নাট্য সংস্থার শ্রুতিনাটক 'অন্তঃসলিলা'। সম্প্রতি শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চে দর্পণ নাট্য সংস্থা পরিবেশন করে এক সন্ধ্যায় তিনটি মনোগ্রাহী নাটক। তার একটি ছিল শ্রুতিনাটক। রচনায়— শ্যামলী রায় আর পরিচালনায় ছিলেন কমলেশ রায়।

শ্রুতিনাটকে দৃশ্যমান অভিনয় থাকে না। চরিত্রের পোশাক, মুখভঙ্গি, শরীরী ভাষা বা মঞ্চসজ্জাও থাকে না। শ্রোতাদের মনে চরিত্রকে প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে কণ্ঠই হয়ে ওঠে প্রধান হাতিয়ার। এই নাটকে ছিল চারটি চরিত্র। কর্তা— উদয়শংকর ভট্টাচার্য, গিন্নি— সুমনা কর্মকার, কাজের মেয়ে লক্ষ্মী— শম্পা ঘোষ এবং আইনজীবী— প্রণব বড়ুয়া। তাঁরা তাঁদের স্বরের ওঠানামা, গতি, বিরতি, উচ্চারণ, জোর, শ্বাসপ্রশ্বাস দিয়ে সফলভাবেই চরিত্রের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে চরিত্রকে বিশ্বাসযোগ্য করেছেন। ফলে এই নাটক শ্রোতাদের কাছে হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

আবেগঘন।। দীনবন্ধু মঞ্চে পরিবেশিত 'খেলা' নাটকের একটি দৃশ্য।

দ্বিতীয় নাটকটি ছিল একক অভিনয়ের 'অথৈ সমুদ্র'। বিশিষ্ট নাট্যকার বিধায়ক ভট্টাচার্যের মেয়ে বনানী মুখোপাধ্যায়ের লেখা এই নাটকটিও মূলত শ্রুতিনাটক। একে মঞ্চনাটকের রূপ দেওয়া হয়েছে। এই নাটকে অসুস্থ স্বামী হাসপাতালে ভর্তি। সারাদিন বৃষ্টিতে শহর জলে থইথই। যান চলাচল বন্ধ। স্বামীকে দেখতে হাসপাতালে যেতে পারছেন না স্ত্রী। এই অবস্থায় কয়েকবার ফোন বাজে, কিন্তু ভালো করে কথা শোনা যাচ্ছে না। বৃষ্টির জেরে ঘরেও জল ঢুকে যায়। সাহায্য করার কেউ নেই। এই অবস্থায় অসুস্থ স্বামীর পাশে থাকতে না পারার জ্বালায় অসহায় স্ত্রী হাল ছেড়ে কান্নায় ভেঙে পড়েন। এই বিষয়বস্তুকে নাটকে অসাধারণ অভিনয় দক্ষতায় তুলে ধরেন শিল্পী অলকা চক্রবর্তী। আর তার সঙ্গে নাটকের দুর্যোগপূর্ণ রাতের আবহও যেন একটা চরিত্র হয়ে উঠেছিল। এই আবহ নির্মাণে ছিলেন শিলিগুড়ির নাটকের নীরব নেপথ্য কর্মী রূপক দে সরকার।

এদিনের তৃতীয় তথা শেষ উপস্থাপনা ছিল বিশিষ্ট নাট্যকার, কবি এবং ভারতে তুলনামূলক সাহিত্য শিক্ষার অন্যতম পথিকৃৎ শিশিরকুমার দাশের একাঙ্ক নাটক 'খেলা'। পরিচালনায় ছিলেন কমলেশ রায়।

অসুস্থ মা কৌশল্যা বিদেশে থাকা ছেলেকে বহুদিন কাছে না পেয়ে বড়ই আকুল। মানসিকভাবে বিধ্বস্তও। দিন-দিন দৃষ্টিশক্তি কমে আসছে। এখন আর চোখেও ভালো দেখেন না। বাবা শশধর এক এজেন্সির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। ওই এজেন্সি তাদের লোককে ছেলে ও বৌমা সাজিয়ে একদিনের জন্য মায়ের কাছে পাঠায়। বেশ কিছুক্ষণ মায়ের সঙ্গে কাটিয়ে নকল ছেলে-বৌমা চলে যায়। শশধরের ধারণা ছিল কৌশল্যা কিছু বুঝতে পারেননি। এরপর কৌশল্যা স্বামী শশধরের কাছে জানতে চান, কত টাকা দিয়ে এইরকম খেলা খেলতে হয়? আর এই সংলাপের সঙ্গে কৌশল্যার কান্নায় ভেঙে পড়াটাই এই নাটকের ক্লাইম্যাক্স। অনবদ্য অভিনয় দক্ষতায় মঞ্চে তা ফুটিয়ে তোলেন যূথিকা নন্দী। অভিনয়ে পরিচালক ছাড়াও অন্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন উদয়শংকর ভট্টাচার্য, প্রণব বড়ুয়া, শম্পা ঘোষ, গঙ্গাসাগর পাল, অলকা চক্রবর্তী ও সুমনা কর্মকার। তিনটি নাটকেই বোঝা গেল, নাটক নির্বাচনের কুশলতা আর শিল্পীদের অভিনয় দক্ষতাই দর্পণের বড় সম্বল।

–ছন্দা দে মাহাতো

উত্তাল ৫০

জার্মান নাট্যকার বের্টল্ট ব্রেখট বলেছিলেন সংগ্রামী মানুষের চেতনার উৎসের কথা। সেই উৎস খুঁজতেই শিলিগুড়িতে সাতের দশকের শেষের দিকে এগিয়ে এসেছিলেন একদল কলেজ পড়ুয়া।

১৯৭৭ সালের ৭ অগাস্ট তৈরি হয়েছিল নাটকের দল 'উত্তাল'। শিলিগুড়ির নাটকের একটি মাইলস্টোন। বাংলা নাটকের চর্চায় উত্তাল ইতিমধ্যেই একটা উল্লেখযোগ্য নাম। নাটক নিয়ে তাঁরা যেমন মঞ্চে সজীব, তেমনই প্রসেনিয়ামের বাইরে মুক্তমঞ্চে, পথে, অন্তরঙ্গে—সবেতেই সমান সক্রিয়। সম্প্রতি উত্তাল নাট্যগৃহে ঘরোয়া পরিসরে অনাড়ম্বরভাবে ৫০তম প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করল 'জেন জেড' প্রজন্মের ছেলেমেয়েরা।

নৃত্য, সংগীত, কবিতা পাঠ ও আলাপচারিতায় এদিন জমে উঠেছিল পঞ্চাশের আসর। উপস্থিত ছিলেন উত্তালের তিন প্রজন্মের মানুষরা। কাঞ্চনময় ভট্টাচার্যের সঞ্চালনায় এদিনের অনুষ্ঠানে নৃত্য পরিবেশন করেন ভাবনা হালদার ও ববিতা রায়। গান গেয়ে শোনান জয়তী শীল।

কবিতা পাঠ করেন দুর্গাশ্রী মিত্র। বর্তমান নাট্যচর্চার নানা বিষয়ে আলোকপাত করেন উত্তালের প্রবীণ প্রজন্মের শ্যাম ভট্টাচার্য, সমীর মুখোপাধ্যায় ও প্রবীর দাস। পাশাপাশি নবীনদের মধ্য থেকে দিয়া দত্ত ও অপূর্ব সাহার কণ্ঠেও শোনা গেল নাট্যভাবনার নববার্তা। আপাতত পঞ্চাশের উদযাপন ভাবনায় মগ্ন 'উত্তাল'।

–ছন্দা দে মাহাতো

নাটকের ছোঁয়ায়

অঙ্গীকার।। কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'চক্রব্যূহ' নাটকের একটি মুহূর্ত।

বিদ্যালয় স্তরে নাট্য সংস্কৃতির প্রসারকে সামনে রেখে কোচবিহারের ইন্দ্রায়ুধ নাট্যগোষ্ঠী প্রতি বছর আন্তঃবিদ্যালয় অণুনাটক প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। কিছুদিন আগে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে অনুষ্ঠিত প্রতিযোগিতায় অংশ নেয় ১২টি বিদ্যালয়। অর্ণব মুখোপাধ্যায়ের রচনা ও নির্দেশনায় কোচবিহার সদর গভর্নমেন্ট হাইস্কুলের 'চক্রব্যূহ' সেরার শিরোপা পায়। দ্বিতীয় হয় পূর্ব গুড়িয়াহাটি গার্লস হাইস্কুল। পূর্বাচল দাশগুপ্তের রচনা এবং অনামিকা দেব ও শুভ্রা গুহ পালের নির্দেশনায় তাদের প্রযোজনা 'অসম্ভবের ছন্দেতে'। তৃতীয় নীলকুঠি সিস্টার নিবেদিতা গার্লস হাইস্কুলের 'ভালোবাসার রং তুলি'। রচনা ও নির্দেশনায় মাধুরি বরগাঁও। শ্রেষ্ঠ নির্দেশক হন পূর্ব গুড়িয়াহাটির অনামিকা দেব। সদর গভর্নমেন্টের ঋদ্ধিমান দত্ত এবং সিস্টার নিবেদিতার ডালিয়া রায় সেরা অভিনেতা ও অভিনেত্রী নির্বাচিত হন। শ্রেষ্ঠ পার্শ্ব অভিনেতা ও অভিনেত্রী চন্দ্রিলা কুণ্ডু এবং অবন্তিকা বর্মন। চন্দ্রিলা পূর্ব গুড়িয়াহাটির, অবন্তিকা মহিষবাথান আরআর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের। শ্রেষ্ঠ মঞ্চ, আবহ ও রূপসজ্জার পুরস্কার পান যথাক্রমে কোচবিহার উচ্চ বালিকার তানিশা পাল, সদর গভর্নমেন্টের কুণাল রায় এবং শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ বালিকা বিদ্যালয়ের মিলি পাল। দিনভর প্রতিযোগিতার শেষে একই মঞ্চে ইন্দ্রায়ুধ আয়োজন করে রবীন্দ্র নজরুল সন্ধ্যা। সদস্যদের সমবেত সূচনা সংগীতে ছিলেন সোমা দাস, হৃতচেতা দেব, অর্জয়িতা ঘোষ ও অমিত ঘোষ। যন্ত্রসংগীতে সন্দীপা ঈশোর, তালবাদ্যে দেবাশিস চক্রবর্তী এবং নৃত্যে অনুষ্কা সরকার ও তুলিকা দত্ত। তাই তৈরি হল নাট্যচর্চার নতুন উজ্জ্বল পরিসর। সমগ্র অনুষ্ঠানে আর্থিক সহযোগিতা করে পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমি।

–নীলাদ্রি বিশ্বাস

জমজমাট।। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে পরিবেশিত নাটক 'জন্মদিন'-এর একটি পর্ব।

মঞ্চে জন্মদিন

সমাজের নানা অসংগতি, নারীর প্রতি নির্যাতন এবং নিজের অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াইকে কেন্দ্র করে রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউট মঞ্চে পরিবেশিত হল নাটক 'জন্মদিন'। ঋষির পরিচালনায় গত সোমবার নাটকটি মঞ্চস্থ হয়। নাটকটির মুখ্য উপদেষ্টা ছিলেন রায়গঞ্জের বিধায়ক তথা মন্ত্রী কৌশিক চৌধুরী। নাটক, নির্দেশনা ও অভিনয়ে ছিলেন শংকর রায়। সঙ্গে ছিলেন দেবারতি ঘোষ, তন্ময় চৌধুরী, অভিষেক ভট্টাচার্য, সায়নী রায় এবং শিশুশিল্পী সৃজন্যা সাহা। এক নারীর জীবনের টানাপোড়েন, পারিবারিক সংকট এবং প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তাঁর নিরন্তর লড়াই নাটকের কাহিনীর কেন্দ্রে। সংসার ও সমাজের নানা বাধা পেরিয়ে নিজের অস্তিত্ব ও সম্মান রক্ষার প্রয়াস কীভাবে নতুন পথের সন্ধান দেয়, বিভিন্ন দৃশ্যে উঠে এসেছে সেই বাস্তবতা। পাশাপাশি কুসংস্কার ও নারীবিদ্বেষী মানসিকতার বিরুদ্ধেও উচ্চারিত হয়েছে বার্তা। অভিনয়, সংলাপ ও মঞ্চসজ্জার মাধ্যমে শিল্পীরা কাহিনীকে জীবন্ত করে তোলেন। নাটকটি দর্শকদের সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নারীসম্মান নিয়ে নতুন করে ভাবার অবকাশ দেয়। স্থানীয় নাট্যপ্রেমীরাও উপস্থিত ছিলেন। রায়গঞ্জ ইনস্টিটিউটের প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি ঘিরে তৈরি হয়েছিল মনোযোগী পরিবেশ, যা দর্শকদের সাড়া ও আগ্রহে আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে এদিন।

–দীপঙ্কর মিত্র

সানন্দে চার

কিছুদিন আগে শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চের কনফারেন্স রুমে পালিত হল 'ত্রিস্রোতা' সাহিত্য পত্রিকার চতুর্থ জন্মদিন। স্বাগত ভাষণ দেন সভাপতি বলরাম সরকার। উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন কিংশুক ভৌমিক। শহরের বিশিষ্ট কবি, সাহিত্যিক ও গুণীজনদের উপস্থিতিতে অনুষ্ঠান হয়ে ওঠে বর্ণিল। সম্পাদক সুদীপ সাহার আন্তরিক প্রচেষ্টা ছিল চোখে পড়ার মতো। অরিজিৎ কুণ্ডুর বাঁশির সুর বিশেষ মাত্রা যোগ করে। সুব্রত দত্ত ও সম্পা দত্ত পরিবেশন করেন দ্বৈত শ্রুতিনাটক। উপস্থিত ছিলেন পরাগ মিত্র, কণিকা দাস, শিপ্রা পাল, রামকৃষ্ণ পাল, কৃষ্ণেন্দু দাস, মিন্টু দেব প্রমুখ। জন্মদিনের কেকও ছিল বাড়তি পাওনা। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন মলয় সরকার।

–সম্পা পাল

সবুজসঙ্গী রবীন্দ্রনাথ

২২শে শ্রাবণ উপলক্ষ্যে সাতদিনব্যাপী অনুষ্ঠানের আয়োজন করল প্রায় আড়াই দশকেরও বেশি পুরোনো পত্রিকা সৃজনী ধারা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাহিত্যচর্চায় উদ্ভিদের ভূমিকা বিষয়টিকে সামনে রেখে একাধিক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, আলোচনা সভা ও বৃক্ষরোপণের আয়োজন করা হয়। জলপাইগুড়ির গোমস্তপাড়ায় অবস্থিত প্রাক্তন স্কুল সবুজ বিদ্যালয়ের মহড়াকক্ষ প্রেক্ষাগৃহে অনুষ্ঠানের আয়োজন। উদ্বোধনের দিন বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে অরণ্য সংরক্ষণের বার্তা দেন পত্রিকার সদস্যরা। কবিগুরুর হলকর্ষণ উৎসবের প্রেক্ষাপট এবং রবীন্দ্রসাহিত্যে উদ্ভিদের ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করেন সম্পাদক তথা প্রাবন্ধিক পার্থপ্রতিম মল্লিক ও জলপাইগুড়ির আনন্দ চন্দ্র কলেজ অফ কমার্সের প্রাক্তন অধ্যক্ষ পার্থসারথি চক্রবর্তী। এবার মূল ভাবনার কেন্দ্রে ছিল রবীন্দ্রসাহিত্যে পরিবেশের উপস্থিতি এবং প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে নতুনভাবে পাঠ করা। এটাই ছিল মূল প্রয়াস।

পরবর্তী দিনগুলিতে ছিল সেমিনার। সেমিনারে সংস্থার অন্য সদস্য-সদস্যারাও অংশ নেন। এর পাশাপাশি বেতারশিল্পী মালবিকা চক্রবর্তী চিত্রাঙ্গদা নৃত্যনাট্যের সংগীত পরিবেশন করেন। দ্বিতীয় দিনে ওডিশি নৃত্যশিল্পী শিবম ঘোষের নৃত্যানুষ্ঠান ছিল। পরবর্তী দিনগুলিতে কবিতা পাঠ, একাধিক গীতিআলেখ্য ও নৃত্যআলেখ্য পরিবেশিত হয়। জলপাইগুড়ির অনুভব হোমের আবাসিকদের অংশগ্রহণ দর্শকদের মন জয় করে, তাদের নৃত্যআলেখ্য প্রশংসিত হয়। সম্পাদক পার্থপ্রতিম মল্লিক জানান, অরণ্য, বন্যপ্রাণ ও বনসংরক্ষণ বর্তমান সময়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই সারা বছর রবীন্দ্রচর্চার পাশাপাশি এ বছর পরিবেশ সংরক্ষণকে রবীন্দ্রসাহিত্যের ভাবনার সঙ্গে যুক্ত করে সপ্তাহব্যাপী অনুষ্ঠান পরিকল্পনা করা হয়েছে। ভবিষ্যতেও পরিবেশ সংরক্ষণের বার্তা রবীন্দ্রচর্চার অন্যতম অংশ হবে। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন গীতশ্রী মুখোপাধ্যায়।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

ছন্দোবদ্ধ।। সম্প্রতি গাজোল কলেজে ছাত্রীদের পরিবেশিত আদিবাসী নৃত্যানুষ্ঠান। -পঙ্কজ ঘোষ

সাহিত্যসভা

মালদা জেলা গ্রন্থাগারের আয়োজনে বইবাগানে কবি ও সাহিত্য মঞ্চের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হল সাহিত্যসভা। রূপালী বন্দ্যোপাধ্যায়ের উদ্বোধনী সংগীতে সভার সূচনা। স্বরচিত কবিতা পাঠ করে শিশুকবি অনুভব বন্দ্যোপাধ্যায় শ্রোতাদের মুগ্ধ করে। ইচ্ছেডানা আবৃত্তি সংস্থার খুদে শিল্পীদের শ্রুতিনাটক ও আবৃত্তিও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন নুরুল ইসলাম, অসীম শর্মা, মিনতি দত্ত মিশ্র, মৈত্রেয়ী মুখোপাধ্যায়, নন্দা ঘোষ মুখোপাধ্যায়, মিলি দাস প্রমুখ। প্রবন্ধ পাঠ করেন সৈয়দ নৌশাদ আলি। দ্বিতীয় পর্বে ছিল 'গল্পের পিছনে গল্প' শীর্ষক বিশেষ আলোচনা। অংশ নেন উমাদাস ভট্টাচার্য, শুভ্র মৈত্র, উমাশংকর বড়ুয়া ও মৌসুমি ঘোষ দাস। সঞ্চালনায় লক্ষ্মীকান্ত কর্মকার। গল্প পাঠ করেন প্রশান্ত গুহ মজুমদার। সুসঞ্চালনা ও সাহিত্যিকদের পারস্পরিক আলোচনায় অনুষ্ঠানটি হয়ে ওঠে হৃদয়গ্রাহী। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কবি মৌ চট্টোপাধ্যায়।

–সৌকর্য সোম

ভূপেন স্মরণ

গানের ভাষায় সাম্য, মানুষের লড়াই, সমানাধিকারের কথা এবং অসমিয়া লোকসংগীতকে পৌঁছে দেওয়া ভারতরত্ন ডঃ ভূপেন হাজারিকাকে শতবর্ষে স্মরণ করল 'আলোর দিশা'। মালদা জেলা গ্রন্থাগারের পৃষ্ঠপোষকতায় বইবাগানে সম্প্রতি আয়োজিত ৩৩তম অধিবেশনে গান ও আলোচনায় উঠে আসে তাঁর জীবন। অসমিয়া, বাংলা ও হিন্দি ভাষায় গান গাওয়া এই শিল্পী কলকাতায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস ও সলিল চৌধুরীর সঙ্গে কাজ করেছেন। আর্য্য বন্দ্যোপাধ্যায়ের গানে অনুষ্ঠানের সূচনা। সংগীতে ছিলেন বৈশালী সেন, মণিশংকর সান্যাল, সুব্রত সোম ও সলিল মুখোপাধ্যায়। 'সুরের প্রতিবাদী স্বর : শতবর্ষে ভূপেন হাজারিকা' শীর্ষক গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডঃ সুস্মিতা সোম।

আলোচনায় অংশ নেন সদানন্দ মুখোপাধ্যায়, প্রশান্ত মজুমদার, ডঃ আইরিন শবনম, ডঃ ইন্দ্রজিৎ পান, ডঃ সলিল মুখোপাধ্যায়, ডঃ ক্ষিতীশ মাহাতো, রুনা লায়লা, মৃন্ময় ভট্টাচার্য, সঞ্জয় দাস ও দুলাল ভদ্র। সঞ্চালনায় দুলাল ভদ্র, সভাপতিত্বে প্রশান্ত গুহ মজুমদার।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

কবিতার উড়ান

ডুয়ার্সের শালকুমারহাটের সম্মিলিতা দত্ত বর্তমানে তুফানগঞ্জ কলেজের উদ্ভিদবিদ্যার তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী। সম্প্রতি কোচবিহারে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'উড়ান'। মোড়ক উন্মোচন করেন কবি ও শর্টফিল্ম পরিচালক সমীরণ রায় এবং সমাজকর্মী বিপ্লব রায়। কবিতা পাঠ করে শোনান কবি। সমাদৃতা দত্ত, সমীরণ ও বিপ্লব তাঁর কবিতা নিয়ে বক্তব্য রাখেন।

–পার্থ নিয়োগী

কথার আঙিনায় কবিতার নিবিড় সাধনা

শিলিগুড়ির বাচিক চর্চাকেন্দ্র 'কথা ও কবিতা'-র অষ্টাদশ বর্ষপূর্তিতে দুইদিনের বাচিক উৎসব 'বরিষ ধরা মাঝে' সম্প্রতি হয়ে গেল শিলিগুড়ি দীনবন্ধু মঞ্চে। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় জীবন মহারাজের স্তোত্র পাঠ এবং সংস্থার পথ চলার অভিজ্ঞতায় ঋদ্ধ সভাপতি ডাঃ পার্থপ্রতিম পানের কিছু কথা দিয়ে। প্রথম দিন ছিল কবিতার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের ২৩ জন আবৃত্তিশিল্পী এদিন কবিতা পাঠে অংশ নেন। উত্তরবঙ্গের উল্লেখযোগ্য শিল্পীদের মধ্যে ছিলেন কানাই চট্টোপাধ্যায় (গয়েরকাটা), শিলাদিত্য রায় (মাথাভাঙ্গা), উৎপল চৌধুরী (ধূপগুড়ি), সোনালি সিং (জলপাইগুড়ি)। এ ছাড়া উত্তরবঙ্গ আবৃত্তি সমন্বয় পরিষদের শিলিগুড়ি শাখার তরফেও ছিল সমবেত আবৃত্তি কোলাজ। অংশ নেন মঞ্জু দে, তানিয়া মল্লিক, কৃষ্ণা কর, নন্দিতা সিনহা ঘোষ ও দেবারতি পোদ্দার।

মুগ্ধতা।। দীনবন্ধু মঞ্চে বাচিক উৎসব 'বরিষ ধরা মাঝে'।

'কথা ও কবিতা'-র নিজস্ব পরিবেশনা ছিল দুটি পর্বে। প্রথম পর্বে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের গদ্য ও পদ্যের সংকলন 'কবির বর্ষা— আমার বাংলায়, বিরহে, প্রেমে, পূজায়'-এর সমবেত উচ্চারণ পরিবেশিত হয়। নৃত্যে সহযোগিতা করেন সংগিতা চাকী, সহেলি বসু ও অদিতি দাস ঘোষ। আবহসংগীতে সেতার ও এসরাজে ছিলেন দেবপ্রতিম রায় এবং তবলায় সুবীর অধিকারী। এই সমবেত উপস্থাপনাটি দর্শকদের বিশেষভাবে ভালো লাগে। দ্বিতীয় অনুষ্ঠান ছিল উত্তরবঙ্গের কবিদের কবিতার আবৃত্তি। পরিবেশন করেন সুকুমার ঘোষ, নবনীতা দে, হৈমন্তী মজুমদার, সঞ্চিতা ভট্টাচার্য, পার্থপ্রতিম পান ও অরুণময় চক্রবর্তী। উপস্থাপনার গুণে ভালো লেগেছে এই অনুষ্ঠানও। উৎসবে প্রথম দিনের আরেকটি আকর্ষণ ছিল 'কথা ও কবিতা'-র নিজস্ব পত্রিকার মোড়ক উন্মোচন। এ ছাড়াও এদিন বিশিষ্ট নাট্যব্যক্তিত্ব ও আবৃত্তিশিল্পী উৎপল চৌধুরীকে পুরস্কার ও মানপত্র দিয়ে সম্মানিত করা হয়। প্রথম দিনের অনুষ্ঠানটি সুচারুভাবে সঞ্চালনা করে সকলের ভালোবাসা কুড়ান বিশিষ্ট বাচিকশিল্পী অমিতাভ ঘোষ।

দ্বিতীয় দিন সকালে হয় 'প্রমিত উচ্চারণ— অনুশীলন ও অভ্যাস' এবং 'সহজে শিখুন শ্রুতিনাটক' শীর্ষক দুটি কর্মশালা। পরিচালনা করেন বিশিষ্ট আবৃত্তিশিল্পী সুকুমার ঘোষ এবং নাট্যব্যক্তিত্ব অলোক রায় ঘটক। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তের শিল্পী ও অনুরাগীরা কর্মশালায় অংশ নেন। সন্ধ্যায় পরিবেশিত হয় পাঁচটি ভিন্ন স্বাদের শ্রুতিনাটক। এতে কলকাতা ও শিলিগুড়ির ১৫ জন শিল্পী অংশগ্রহণ করেন। শ্রুতিনাটকে বিশেষভাবে নজর কাড়েন অলোক রায় ঘটক এবং সুমিতা দত্ত। 'কাজুরী গাহিয়া চলো' শ্রুতিনাটকে সুমিতার কণ্ঠে রাজবংশী সম্প্রদায়ের 'হুদুম পরব'-এর ছোঁয়া ছিল অকৃত্রিম। দুইদিনের মঞ্চ পরিকল্পনায় ছিলেন নীহাররঞ্জন দাস, সহযোগিতায় পিনাকী ঘোষ। দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন জুঁই ভট্টাচার্য। তাঁর উপস্থাপনাও প্রশংসিত হয়। এই বাচিক উৎসবে 'কথা ও কবিতা' প্রমাণ করল তারা কবিতার জগঝম্প নয়, নিবিড় চর্চার উত্তরাধিকার তৈরিতে বিশ্বাসী।

–ছন্দা দে মাহাতো

সংস্কৃতিকেন্দ্রিক বিষয় বা নিজের দেখা অনুষ্ঠানের উপর অনধিক ২০০ শব্দে নমুনা লেখা পাঠাতে পারেন। নির্বাচিত লেখা ছাপা হবে এই বিভাগে। লেখা পাঠানোর ঠিকানা : বিভাগীয় সম্পাদক, সংস্কৃতি বিভাগ, উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি। অনলাইনে লেখা পাঠানোর ঠিকানা : uttorerlekha@gmail.com

সঞ্জুতে আস্থা গম্ভীরের

হার্দিকের বিকল্প ভাবনায় গুরুত্ব নীতীশকে

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : অভিষেক শর্মার সিরিজ। গোটা সিরিজেই বোলারদের ওপর ঝড় বইয়ে দিয়েছেন। পাহাড়প্রমাণ চাপ নিয়ে নিজেকে প্রমাণ করা সঞ্জু স্যামসনও খুব একটা পিছিয়ে থাকবেন না। প্রথম ম্যাচে রান পাননি। জবাব শেষ দুই ম্যাচে গুরুত্বপূর্ণ অর্ধশতরানে। যার সুবাদে বৈভব সূর্যবংশী বনাম সঞ্জু বিতর্ককে আপাতত ঠান্ডা ঘরে।

সিরিজ শেষে সাংবাদিক সম্মেলনে যা কার্যত পরিষ্কার করে দিলেন গৌতম গম্ভীরও। জানিয়েও দিলেন, ধৈর্য ধরতে হবে বৈভবকে। ইংল্যান্ড সফরে সঞ্জুকে 'বাদ' দেওয়া নিয়েও ভুল স্বীকার করে নেন। গম্ভীর বলেছেন, 'ভারতীয়

বৈভবকে ধৈর্যের পরামর্শ টিম ইন্ডিয়ার হেডস্যারের

সাজঘরের থাকার জন্য যে প্রতিভা দরকার, তা ওর মধ্যে পুরোদস্তুর রয়েছে। কেউ প্রতিভা ছাড়া বিশ্বকাপের সেরা প্লেয়ার হয় না। সত্যি বলতে, ইংল্যান্ড সফরে ওকে ছেড়ে দেওয়া আমার কোচিং কেরিয়ারে কঠিনতম সিদ্ধান্ত ছিল। কারণ, অতীতে যে সাফল্য পেয়েছে, তারপর ওকে বসানো সহজ ছিল না। কিন্তু দিনের শেষে বর্তমান ফর্মকেও অস্বীকার করা মুশকিল।'

ইংল্যান্ড, জিম্বাবোয়েতে বৈভব অগ্রাধিকার পেলেও ফের আস্থা সঞ্জু-অভিষেক জুটিতে। গম্ভীরের যুক্তি, '৩-৪টি ম্যাচে ব্যর্থ মানেই কেউ খারাপ হয়ে যায় না। দলের ক্ষেত্রে একই কথা প্রযোজ্য। লম্বা সময় ধরে যে দাপট দেখিয়েছি আমরা। তাই একটা-দুইটি সিরিজে ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়লে রাতারাতি দলও খারাপ হয় না। সবদিক খতিয়ে দেখে বিশ্বকাপের সফল কম্বিনেশনেই ফেরার সিদ্ধান্ত।'

সঞ্জু যে সিদ্ধান্তের মর্যাদা রাখতে কসুর করেননি। ফল, প্রথম একাদশে স্থায়ী জায়গা করে নেওয়ার জন্য বৈভবের অপেক্ষা বাড়ছে। সাংবাদিক সম্মেলনে গম্ভীর বলেও দিলেন, 'বৈভবের ক্ষেত্রে পরিষ্কার অবস্থান আমাদের, ওকে সুযোগের জন্য অপেক্ষা করতে হবে। আমরা সবাই জানি ও কী ধরনের প্রতিভা। জানি, ব্যাট হাতে কী করতে পারে। কিন্তু গত ২ বছর ধরে যে (সঞ্জু) সাফল্য এনে দিচ্ছে দলকে, সে সবসময় অগ্রাধিকার পাবে। প্রতিটি জায়গার জন্য দলের মধ্যে সুস্থ প্রতিযোগিতা চলছে। ১৫ হোক বা ৩০ বছর, সবাইকেই অপেক্ষা করতে হবে।'

ব্যক্তি নয়, দলগত পারফরমেন্সেই জোর দিচ্ছেন ভারতীয় দলের হেডস্যার।

দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী রেখা গুপ্তার হাতে জাতীয় দলের ক্রিকেটারদের স্বাক্ষর করা ব্যাট তুলে দিলেন সঞ্জু স্যামসন। শুক্রবার।

বলছিলেন, 'এদিন অভিষেক ১০০ করেছে। সঞ্জু ৫০। আমরা যা নিয়ে কথাও বলছি। কিন্তু আমার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাওয়ার প্লে-তে ১০০ রান। আমার কোচিংয়ে আগে যা কখনও হয়নি। অর্থাৎ, আমরা যদি চেষ্টা চালিয়ে যাই, তাহলে অনেক কিছু সম্ভব। টি২০-তে আমরা এখনও তিনশো করিনি। হয়তো আগামীদিনে সেটাও হবে। সেই প্রতিভা দলে রয়েছে। সাজঘরের আলোচনায় এগুলোই মূলত প্রাধান্য পায়।'

গম্ভীরের পাখির চোখ আগামী বছর ওডিআই বিশ্বকাপ। তবে ভাবাচ্ছে চোটআঘাতের লম্বা তালিকা। বিশেষত, হার্দিক পান্ডিয়া। বিকল্প ভাবনায় তাই গুরুত্ব নীতীশ কুমার রেড্ডিকে। গম্ভীর বলেছেন, 'নীতীশকে যত বেশি সম্ভব ম্যাচ খেলিয়ে তৈরি রাখতে চাইছি। মিডল অর্ডারে ব্যাট করতে পারে। বোলিং দক্ষতা এই সিরিজে দেখিয়েছে। এরকম প্লেয়ার আমাদের হাতে খুব বেশি নেই। হার্দিক ফিরলে দল উপকৃত হবে। দুইজনকে একসঙ্গেও খেলানো যেতেই পারে। তবে এই মুহূর্তে হার্দিক ১০ ওভার বল করার পরিস্থিতিতে নেই।'

হার্দিককে নিয়ে তাই ধীরে চলো নীতি। গম্ভীরের যুক্তি, আইপিএলের পর থেকে মাঠের বাইরে। ওয়েস্ট ইন্ডিজ সিরিজে না রাখার মূল কারণ সেটাই। চোখ রাখছেন ভারতীয় 'এ' দলের হয়ে প্রত্যাবর্তনে হার্দিকের পারফরমেন্সের দিকে। গম্ভীর বলেছেন, 'এ দলের হয়ে খেলবে। ফলে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে প্রত্যাবর্তনের আগে প্রস্তুতির সুযোগ পাবে। 'এ' দলের হয়ে ভালো খেললে আমাদের সাদা বলের ভাবনাতেও চলে আসবে হার্দিক।'

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভায় বিসিসিআইয়ের কর্তারা। শুক্রবার মুম্বইয়ে পিটিআইয়ের তোলা ছবি।

বিসিসিআই এজিএমের সিদ্ধান্ত

আগরকার 'জট' ছাড়াবেন সভাপতি-সচিব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : আলোচনা হল। দীর্ঘসময় ধরে চলল আলোচনা। কিন্তু চূড়ান্ত কোনও সিদ্ধান্ত সামনে এল না।

বদলে ঘোষণা করে দেওয়া হল জাতীয় নির্বাচক কমিটি ও কমিটির প্রধান অজিত আগরকার নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতি, সচিব সহ বাকি পদাধিকারীরা। নিটফল, জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান আগরকারের ভাগ্য আপাতত ঝুলেই রইল। যদিও বিসিসিআইয়ের অন্দরের খবর, চলতি মাসের মধ্যেই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়ে যাবে। হয়তো আগামী সপ্তাহতেই হবে আগরকারের ভাগ্য নির্ধারণ।

মুম্বইয়ের ক্রিকেট সেন্টারে শুক্রবার হয়ে গেল বিসিসিআইয়ের ৯৫তম বার্ষিক সাধারণ সভা। সেই সভায় নতুন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের দুই সদস্য হিসেবে অরুণ সিং ধুমল ও খইরুল জামাল মজুমদারের নাম চূড়ান্ত হল। ২০২৭ সালে আইপিএলের ২০ বছর। আগামীর আইপিএল দুর্দান্তভাবে উদযাপনের সিদ্ধান্তও হয়েছে আজ। দেশজুড়ে সব রাজ্য ক্রিকেট সংস্থাকে বয়স ভাঁড়ানো রুখতে আরও কঠোর হওয়ার কথাও আজকের বৈঠকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। ২০২৮ সালে শতবর্ষে পা রাখছে বিসিসিআই। এমন নজিরকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এক বছর ধরে ক্রিকেট সংক্রান্ত নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের কথাও আজ ঘোষণা করেছে বোর্ড। সবমিলিয়ে মোট দশ দফা সিদ্ধান্ত আজকের বার্ষিক সাধারণ সভায় নিয়েছে বিসিসিআই।

কিন্তু তার মধ্যেই আপাতত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছে জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়ে। চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধান হিসেবে মেয়াদ শেষ হচ্ছে আগরকারের। তাঁর মেয়াদ কি বাড়বে? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক রোহিত শর্মার অবসর বিতর্কে দগ্ধ হওয়ার পর আগরকারকে নিয়ে বিসিসিআইয়ের অন্দরে প্রবল ক্ষোভ রয়েছে। নানা মহল থেকে ক্রমাগত দাবি করা হচ্ছে, আগরকার 'এক্সটেনশন' পাবেন না। বিসিসিআইয়ের শীর্ষকর্তাদের একটা বড় অংশও এবার আগরকারকে সরাতে চাইছেন। তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে পার্থিব প্যাটেলের জাতীয় নির্বাচক কমিটির প্রধানের চেয়ারে বসে পড়া সময়ের অপেক্ষা বলে মনে করা হচ্ছে। তাছাড়া আগরকার ছাড়া বাকি জাতীয় নির্বাচক কমিটির সদস্যদের মধ্যে সবচেয়ে সিনিয়ার হলেন পার্থিব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি পার্থিবের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে?

জবাব পেতে হলে আপাতত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। মুম্বইয়ে আজ বোর্ডের এজিএমের পর সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা তাৎপর্যপূর্ণভাবে বলেছেন, 'আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের নতুন দুই সদস্য হিসেবে অরুণ সিং ধুমল ও খইরুল জামাল মজুমদারের নাম চূড়ান্ত হয়েছে। জাতীয় নির্বাচক কমিটি নিয়ে সিদ্ধান্ত নেবেন বোর্ডের পদাধিকারীরা।' সূত্রের খবর, আজকের এজিএমের আসরে আগরকারকে সরিয়ে দেওয়া নিয়ে একমত হতে পারেননি সদস্যরা। সেই কারণেই বোর্ড সচিব, সভাপতি সহ বাকি পদাধিকারীদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে আগরকারের ভাগ্য নির্ধারণের।

এদিকে, দুবাইয়ে থাকা ভারতীয় পুরুষ ও মহিলা দলের এশিয়া কাপ জয়ের ট্রফি মুম্বইয়ে বিসিআইয়ের সদর দপ্তরে শীঘ্রই ফিরিয়ে আনার আশ্বাস দিয়েছেন বোর্ড সচিব দেবজিৎ সইকিয়া।

« অজিত আগরকারের জায়গায় বিসিসিআইয়ের প্রধান নির্বাচক হতে পারেন পার্থিব প্যাটেল।

রাজকোটে ছেলে আর্যবীরের খেলা দেখলেন বীরেন্দ্র শেহবাগ। শুক্রবার।

নজর কাড়লেন শেহবাগ ও দ্রাবিড় পুত্র

রাজকোট, ১৮ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-১৯ ভারতীয় দলের জার্সিতে নজর কাড়লেন বীরেন্দ্র শেহবাগের পুত্র আর্যবীর ও রাহুল দ্রাবিড়-পুত্র আনভয়। শুক্রবার অস্ট্রেলিয়া যুব দলকে একদিনের ম্যাচে ৭ রানে হারাল ভারত। ওই ম্যাচে ওপেন করতে নেমে ২৬ বলে ২৮ রান করেন আর্যবীর। পাঁচটি চার রয়েছে তাঁর ইনিংসে। অন্যদিকে আনভয় ১৮ বলে ৩৮ রান করেছেন। এদিন বৃষ্টি বিঘ্নিত ম্যাচ ৫০ ওভার থেকে কমে দাঁড়ায় ২০ ওভারে। প্রথমে ব্যাট করে ১৮২ রান করে ভারত। জবাবে ১৭৫ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া যুব দল। ছেলে আর্যবীরের খেলা এদিন গ্যালারি থেকে দেখেছেন বাবা বীরেন্দ্র শেহবাগ।

ইতিহাস বাটলারের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : কায়রন পোলার্ডকে সরিয়ে টি২০-তে সর্বাধিক রানের নজির গড়লেন জস বাটলার। একইসঙ্গে গড়লেন প্রথম ব্যাটার হিসেবে ১৫ হাজার টি২০ রানের কীর্তিও। আন্তর্জাতিক ও ঘরোয়া ক্রিকেট মিলিয়ে ৭৫৪টি ম্যাচে সর্বাধিক ১৪,৯৯৯ রানের রেকর্ড ছিল পোলার্ড। ৫২৮ টি২০ ম্যাচ খেলে পোলার্ডকে টপকে গেলেন ইংরেজ তারকা। ১৪৭.৪৬ স্ট্রাইক রেট। ৩৫.৪৬ ব্যাটিং গড় সহ ৯টি শতরান ও ১০৭টি হাফ সেঞ্চুরি করেছেন বাটলার। তালিকায় তৃতীয় স্থানে ইংল্যান্ডের অ্যালেক্স হেলস (৫৩৭টি ম্যাচে ১৪,৫৮১ রান)। ভারতীয়দের মধ্যে সর্বাধিক টি২০ রানের মালিক বিরাট কোহলি রয়েছেন তালিকার ষষ্ঠ স্থানে। ৪৩০টি ম্যাচে ১৪,২১৮ রান।

জাদরানকে নিয়ে সেলিব্রেশন শ্রেয়সদের

সিরিজ সেরা হয়ে যুবির গুরুমন্ত্র ফাঁস অভিষেকের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'ফ্রেন্ডশিপ সিরিজ'।

শুরু থেকে শেষ- বন্ধুত্বের যে বার্তাটা বারেবারে তুলে ধরলেন ভারত, আফগানিস্তান দুই দলের ক্রিকেটাররা। ট্রফি উন্মোচন থেকে স্পেশাল মেমেন্টোর উদ্বোধনে কাঁধে কাঁধ মিলেছিল শ্রেয়স আইয়ার, ইব্রাহিম জাদরানের। সিরিজ শেষে বিজয়ী ট্রফি নিয়ে ভারতের সেলিব্রেশনেও সেই বন্ধুত্বের সহাবস্থান।

ঈশান কিষান, সঞ্জু স্যামসনরা তাঁদের সঙ্গে সেলিব্রেশনে অংশ নিতে ডেকে নেন জাদরানকে। বন্ধুত্বের যে ডাকে সাড়া দিতে দ্বিধা করেননি আফগানিস্তান অধিনায়কও। শ্রেয়স-ঈশানের কাঁধে হাত রেখে ভারতের বিজয়োল্লাসে শামিল হন। তৈরি হয় বিশ্ব ক্রিকেটের বিরল এক সম্প্রীতি, মেলবন্ধনের ছবি। যার সামনে ক্রিকেট, ফলাফল নিমিত্ত মাত্র।

বিরল দৃশ্যের আগে বিজয়ী দলের অধিনায়ক হিসেবে ট্রফি হাতে শ্রেয়সের গলাতেও আফগানিস্তান-ভারত ভ্রাতৃত্বের সুর। তুলে ধরেন ভারতে এসে আফগানিস্তানের সফল সিরিজ আয়োজনের কথাও। একাধিপত্য রেখে ৩-০ ব্যবধানে সিরিজ দখল নিলেও রশিদ খানদের প্রচেষ্টার প্রশংসাও শ্রেয়সের গলায়।

ম্যাচ ও সিরিজ জয়, ব্যাটিং বিস্ফোরণ নিয়ে ভারত অধিনায়ক আরও বলেছেন, 'টসের আগে জাদরানের সঙ্গে কথা হচ্ছিল। ও বলছিল আগে বোলিং করতে চায়। আমি চাইছিলাম ব্যাটিং করতে। সেটাই হয়েছে। পূর্ণ দাপট দেখিয়ে স্কোরবোর্ডে ২২১ রান, এককথায় অবিশ্বাস্য।'

জাদরান অপরদিকে কুর্নিশ জানালেন ভারতীয় দলের শক্তিকে। স্বীকার করে নিলেন, ভারতের মতো দলকে হারাতে হলে আরও পেশাদারিত্ব, তাগিদ দেখাতে হবে। নাহলে সাফল্য পাওয়া মুশকিল। পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে বলেছেন, 'সত্যি কথা বলতে আমি হতাশ। পাওয়ার প্লে তুলনায় ভালো হলেও পরপর উইকেট হারাই আমরা। এই নিয়ে ভাবতে হবে। আন্তর্জাতিক মঞ্চে সাফল্য পেতে হলে উন্নতি যেমন দরকার, তেমনই প্রত্যেকের মধ্যে বাড়তি তাগিদও প্রয়োজন।'

টি২০ বিশ্বকাপের পর প্রথম সিরিজ। যা বিপক্ষে গিয়েছে আফগানিস্তানের। তার ওপর ব্যাটে-বলে ভারতের দুর্দান্ত অলরাউন্ড শোয়ে একপেশে সিরিজ। বৃহস্পতিবারের টক্করে ভারতের ২২১ রানের জবাবে ৯৪ রানে গুটিয়ে যাওয়ার হতাশার মধ্যে অক্ষর প্যাটেলকে কৃতিত্ব দিচ্ছেন জাদরান। তাঁর কথায় অক্ষর আক্রমণে আসতেই সবকিছু ওলট-পালট হয়ে যায়। অতীতেও বারবার অক্ষর তার দক্ষতার প্রমাণ রেখেছে। এই ম্যাচেও তারই পুনরাবৃত্তি।

ট্রফি নেওয়ার সময় আফগান অধিনায়ক ইব্রাহিম জাদরানকেও ডেকে নিলেন শ্রেয়স আইয়ার।

ম্যাচজুড়ে অবশ্য অভিষেক শর্মা শো। প্রথম ম্যাচে ৮২ রানের ঝড় দিয়ে শুরু করেছিলেন। দ্বিতীয় ম্যাচে ৩৯-এ ইনিংস থামলেও অন্তিম ম্যাচে ৩০ বলে সেঞ্চুরি। যার সুবাদে ম্যাচ ও সিরিজ সেরার পুরস্কার। জোড়া পালকের খুশির মাঝে 'গুরু' যুবরাজ সিংয়ের কথা অভিষেকের গলায়। জানালেন বিস্ফোরক শতরানের পিছনে নাকি যুবির গুরুমন্ত্র!

অভিষেকের কথায়, দ্বিতীয় ম্যাচের পর যুবরাজ বলে দেন, প্রতিটি বলেই বিগহিটের জন্য ছটফটানি দরকার নেই। সব বলে ছক্কা মারা যায় না। মাটিতেও বল রাখা জরুরি। যুবরাজের যে পরামর্শে অভিষেকের সংযমী ইনিংসের ফল ৩০ বলে শতরান! সেঞ্চুরির ৯৬ রানই ছিল চার-ছক্কায়!

অভিষেক বলেছেন, 'গত ম্যাচের পর আমাকে মেসেজ করেছিলেন। বলেছিলেন, প্রতিটি বলেই যেন বিগহিট নেওয়ার জন্য ছটফট না করি। যে বল আমার স্লটে না পাব, অযথা ঝুঁকি না নিয়ে সেগুলিতে যেন খুচরো রান নেওয়ার চেষ্টা করি। আসলে স্যর সবসময় চান, আমি যেন লম্বা ইনিংস খেলি। যখনই ব্যাট হাতে নামি, তা মেনে চলার চেষ্টাও করি। আর জানি, এরকম একটা শুরু যদি দিতে পারি, তাহলে দলের জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিতে পারব।'

সিরিজ জয়ের পর সমালোচকদের উদ্দেশে অভিষেক বলেছেন, 'আগেও বলেছি, ১-২টি সিরিজ খারাপ গেলেও গত ২ বছর আমরা ধারাবাহিকতা দেখিয়েছি। আর কয়েকটা খারাপ পারফরমেন্স মানেই সবকিছু রাতারাতি খারাপ হয়ে যাওয়া নয়। দলের প্লাস পয়েন্ট আমরা প্রত্যেকে পরস্পরের পাশে থাকি সবসময়। দলগত সাফল্যের সেটাও বড় কারণ।'

সাম্বা শোয়ে ফাইভ স্টার সিটি

ম্যাঞ্চেস্টার, ১৮ সেপ্টেম্বর : অভিষেকেই জোড়া গোল করলেন ম্যাঞ্চেস্টার সিটির ১৭ বছরের স্ট্রাইকার ফ্লয়েড সাম্বা। যার সুবাদে লিগ কাপের তৃতীয় রাউন্ডে সিটি ৫-০ গোলে উড়িয়ে দিল নরউইচ সিটিকে। পরের রাউন্ডে সিটির প্রতিপক্ষ ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেডকে হারানো ব্রাইটন অ্যান্ড হোভ অ্যালবিয়ন। ভারতীয় সময় বৃহস্পতিবার রাতে ২৯ মিনিটের হেডে গোলের দরজা খোলেন ফ্লয়েডই। পরে ৫৪ মিনিটে তিনি দ্বিতীয় গোল করেন। মাঝে স্কোরশিটে নাম তোলেন রায়ান চেরকি এবং অ্যালান ইলিয়াস। ৯০ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান রায়ান ম্যাকআইদো। ম্যাচের সেরার পুরস্কার নিয়ে ফ্লয়েড বলেছেন, 'বিশ্বাস হচ্ছে না! যদিও এটা সবে শুরু। দারুণ অভিষেক হল। তবে সামনে লম্বা কেরিয়ার পড়ে রয়েছে।' সিটি কোচ এনজো মারেস্কার মন্তব্য, '৩-৪ দিন আগে আমি ফ্লয়েডকে জানিয়েছিলাম নম্বর নাইনে খেলতে হবে। যে জায়গায় আগে কোনওদিন ও খেলেনি। তারপরও এই পারফরমেন্স। আমি খুশি, শুধু গোলের জন্য নয়। সবমিলিয়ে দলের খেলায় আমি সন্তুষ্ট।'

ম্যাঞ্চেস্টার সিটির জার্সিতে অভিষেক ম্যাচে জোড়া গোলের পর ফ্লয়েড সাম্বা। বৃহস্পতিবার রাতে।

শতবর্ষ উদযাপনে কমিটি গড়ছে বিসিসিআই

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ২০২৮ সালে শতবর্ষে পা দিতে চলেছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। সেই কথা মাথায় রেখে শুক্রবার মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে, একটি বিশেষ শতবর্ষ কমিটি গড়ার। সেই কমিটি ২০২৭ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে পরবর্তী এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করবে। কখনও দেশের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার খেলার সময়ই আয়োজন করা হবে কিছু অনুষ্ঠান। আবার ঘরোয়া ক্রিকেটের মাঝেও হবে চমকপ্রদ কিছু অনুষ্ঠান। বোর্ডের বার্ষিক সাধারণ সভার আসরে আজ এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েছে। বিসিসিআইয়ের এক কর্তা আজ মুম্বইয়ে এজিএমের শেষে সাংবাদিকদের বলেছেন, '২০২৮ সালে বোর্ডের শতবর্ষ। সেই বছরটাকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য আমরা এক বছর ধরে নানা অনুষ্ঠান আয়োজনের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। ২০২৭ সালের ডিসেম্বর থেকে এমন অনুষ্ঠান শুরু হবে। একটি কমিটিও গড়া হবে দ্রুত।'

রোনাল্ডোকে রেখেই স্কোয়াড জেসুসের

লিসবন, ১৮ সেপ্টেম্বর : ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোকে দলে ডাকলেন পর্তুগালের নতুন কোচ জর্জে জেসুস। ২৪ সেপ্টেম্বর থেকে ৪ অক্টোবরের মধ্যে উয়েফা নেশনস লিগের জন্য জেসুস ২৫ জনের দল ঘোষণা করেছেন। দলে রয়েছেন রোনাল্ডো। বিশ্বকাপের শেষ ষোলো থেকে বিদায় নেওয়ার পর রোনাল্ডো জানিয়েছিলেন, এটাই শেষ বিশ্বকাপ। যদিও জাতীয় দল থেকে অবসরের সিদ্ধান্ত জানাননি। সামনের বড় প্রতিযোগিতা ২০২৮ ইউরো কাপ। তখন রোনাল্ডোর বয়স হবে ৪৩। জেসুসের কোচিংয়ে গত মরশুমে রোনাল্ডো সৌদি প্রো লিগ জিতেছিলেন। রোনাল্ডো ছাড়াও দলে জায়গা পেয়েছেন দিয়োগো ডালোট, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ, রুবেন ডিয়াস এবং পেড্রো নেটোরা। ২৪ সেপ্টেম্বর ঘরের মাঠে পর্তুগালের প্রতিপক্ষ ওয়েলস। পরপর দুইটি অ্যাওয়ে ম্যাচ নরওয়ে ও ডেনমার্কের বিরুদ্ধে। ৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে রোনাল্ডোরা নামবেন নরওয়ের বিরুদ্ধে।

আল নাসেরের অনুশীলনে খোশমেজাজে পর্তুগালের ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো।

পর্তুগালের স্কোয়াড

গোলকিপার : দিয়োগো কোস্তা, রুই সিলভা, স্যামুয়েল সোয়ারেস

ডিফেন্ডার : জোয়াও ক্যান্সেলো, দিয়োগো ডালোট, রুবেন নেভেস, টমাস আরাউহো, রেনাতো ভেইগা, গঞ্জালো ইনাসিও, নুনো মেন্ডেজ, নুনো তাভারেস

মিডফিল্ডার : জোয়াও পালহিনহা রুবেন নেভেস, ভিতিনহা, জোয়াও নেভেস, বার্নার্ডো সিলভা, ব্রুনো ফার্নান্ডেজ

স্ট্রাইকার : ফ্রান্সিসকো কনসেকাও, ফ্রান্সিসকো ত্রিনকাও, রাফায়েল লিয়াও, পেড্রো নেটো, জোয়াও ফেলিক্স, ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো, গঞ্জালো র‍্যামোস ও ফ্যাবিও সিলভা।

পামার, আর্নল্ডকে ফেরালেন টুচেল

লন্ডন, ১৮ সেপ্টেম্বর : চেলসির অ্যাটাকার কোল পামার এবং রিয়াল মাদ্রিদের রাইট ব্যাক ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ডকে ইংল্যান্ড দলে ডাকলেন কোচ টমাস টুচেল। গত জুন-জুলাইতে শেষ হওয়া বিশ্বকাপ স্কোয়াডে জায়গা হয়নি এই দুই ফুটবলারদের। তা নিয়ে সমালোচনাও হয়েছিল টুচেলের। সামনের উয়েফা নেশনস লিগের ৪টি ম্যাচের জন্য ২৭ জনের স্কোয়াড ঘোষণা করে টুচেল বলেছেন, 'মরশুমের শুরুটা খুব ভালো হয়েছে ওদের। কোল গুরুত্বপূর্ণ সময়ে গোল করেছে, অ্যাসিস্ট করেছে। যে কারণে স্কোয়াডে ফিরে এসেছে। ট্রেন্টের জন্যও একই কথা প্রযোজ্য। এটা ওদের জন্য একটা সুযোগ। দলে ফিরে এসে নিজেদের সেরাটা তুলে ধরার।' একইসঙ্গে তিনি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছেন, 'ওদের আরও দায়িত্ব নিতে হবে। দলে নেওয়ার সিদ্ধান্তটা যে সঠিক, সেটা ওদেরই প্রমাণ করতে হবে।' তবে বিশ্বকাপের মতোই এবারও দলে জায়গা হল না হ্যারি ম্যাকগুয়ের, লিউক শ, ফিল ফোডেনদের।

প্রায় ছয় মাস পর ইংল্যান্ডের জাতীয় দলে ফিরছেন কোল পামার।

ইংল্যান্ডের স্কোয়াড

গোলকিপার : জর্ডন পিকফোর্ড, জেসন স্টিল, জেমস ট্র্যাফোর্ড

ডিফেন্ডার : ট্রেন্ট আলেকজান্ডার-আর্নল্ড, জ্যারেড ব্রান্থওয়েট, ট্রেভো চালোবা, মার্ক গুয়েহি, লুইস হল, অজরি কনসা, টিনো লিভ্রামেন্টো, নিকো ও'রেইলি, জ্যারেল কোয়ানশা

মিডফিল্ডার : এলিয়ট অ্যান্ডারসন, জুডে বেলিংহাম, মাইলস লুইস-স্কেলি, কোবি মাইনো, কোল পামার, ডেকলান রাইস, অ্যালেক্স স্কট

স্ট্রাইকার : হ্যারি কেন, ডমিনিক কার্লভার্ট-লুইন, এবেরেচি এজে, অ্যান্থনি গর্ডন, রিও এনগুমোহা, মার্কাস র‍্যাশফোর্ড, মরগ্যান রজার্স ও বুকায়ো সাকা।

রিচা ঘোষকে নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে ফিরছেন শেফালি ভার্মা। শুক্রবার।

টেকবল থেকে প্রথম পদক জয়ের সুযোগ ভারতের

ইতিহাসের সামনে কুইমসি

নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : টেকবল। নামটার সঙ্গে ভারতীয় ক্রীড়ামহল এখনও পরিচিত হয়নি। এশিয়ান গেমসে এবারই প্রথম এই খেলাটা অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। আর এই টেকবলেই ইতিহাসের সামনে ভারতের কুইমসি ডি'সুজা। টেকবল থেকেই এশিয়াডে প্রথমবার পদক আসার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভারতেরও। মহিলাদের সিঙ্গলসে সেমিফাইনালে উঠে পদক থেকে এক ম্যাচ দূরে ২৪ বছরের কুইমসি।

শনিবার এশিয়ান গেমসের উদ্বোধনে ভারতের হয়ে পতাকা বইবেন অলিম্পিকে দুইবারের পদকজয়ী মনু ভাকের ও শটপাট খেলোয়াড় তাজিন্দার পাল সিং তুর। তারকা শুটার মনু এবারের এশিয়াডে ১০ মিটার এয়ার পিস্তল ও ২৫ মিটার পিস্তল ইভেন্টে নামবেন। সেখানে ৩০ বছরের তাজিন্দারের লক্ষ্য থাকবে এশিয়াডে টানা তৃতীয়বার সোনার পদক গলায় ঝোলানো। এবারের এশিয়াডের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধনের আগেই শুক্রবার শিরোনামে চলে এসেছেন মুম্বইয়ের কুইমসি।

এদিন সকাল সকাল কুইমসি প্রথম ম্যাচে শীর্ষবাছাই জাপানের ইউয়িনা সাকামোতোকে ২-১ সেটে হারিয়ে চমকে দেন। প্রথম সেট ১২-১০ পয়েন্টে হারলেও দ্বিতীয়টি ১২-১১ পয়েন্টে জিতে কুইমসি ম্যাচ ডিসাইডারে নিয়ে যান। তৃতীয় সেটেও ভারতীয় কন্যা নার্ভ ধরে রেখে ১৩-১১ পয়েন্টে ম্যাচ বার করে নেন। শীর্ষবাছাইকে হারানোর আত্মবিশ্বাস দ্বিতীয় ম্যাচেও কুইমসির খেলায় দেখা গিয়েছে। যেখানে তিনি ইন্দোনেশিয়ার

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পতাকাবাহক মনু, তাজিন্দার

কোয়েমইয়ান ডিওয়াইকে স্ট্রেট সেটে উড়িয়ে দেন। প্রথম গেম ১২-৯ পয়েন্টে জেতার পর দ্বিতীয়টি ১১৭-৭ পয়েন্টে জিততে বিশেষ অসুবিধা হয়নি কুইমসির। জোড়া ম্যাচ জিতে গ্রুপ সেরা হওয়ায় কুইমসি কোয়ার্টার ফাইনালে বাই পেয়ে যান। যা তাঁকে সেমিফাইনালে ডাইরেক্ট এন্ট্রি দিয়ে দিয়েছে। শনিবার শেষ চারে কুইমসির প্রতিপক্ষ ইন্দোনেশিয়ার ইমা সুমাইয়া। সেখানে হারলেও ব্রোঞ্জ মেডেল ম্যাচে নামার সুযোগ থাকবে কুইমসির।

মিক্সড ডাবলসে রেপেচেজ রাউন্ডে জয়ের পর কুইমসি ডি'সুজা ও মহম্মদ আনাস ইমরান বেগ।

শুধু মহিলাদের সিঙ্গলসেই নয়, মহম্মদ আনাস ইমরান বেগকে নিয়ে কুইমসি মিক্সড ডাবলসেও পদক জয়ের দৌড়ে আছেন। এদিন কুইমসি-আনাস কোয়ার্টার ফাইনালে ভিয়েতনামের বিরুদ্ধে ০-২ সেটে হেরে যান। কিন্তু রেপেচেজ রাউন্ডে তারা ফিলিপিন্সকে ২-০ সেটে উড়িয়ে দিয়েছেন।

এশিয়াডে সাড়া ফেলে দিলেও কুইমসি আদতে ছিলেন ফুটবলার। অনূর্ধ্ব-১৯ পর্যায়ে মহারাষ্ট্র রাজ্য দলের প্রতিনিধিত্বও করেছেন। কিন্তু ২০২২ সালে ফুটবল ছেড়ে টেকবল বেছে নেন। তারপর আর পিছনো তাকাননি টেকবলে সাতবারের জাতীয় চ্যাম্পিয়ন কুইমসি। চলতি বছরের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে নবম স্থানে শেষ করলেও কুইমসির হাত ধরে এশিয়াডে প্রথমবার টেকবল থেকে পদকের স্বপ্নে বিভোর আসমুদ্র হিমাচল।

টানা তৃতীয়বার সোনা জয়ের লক্ষ্যে তৈরি হচ্ছেন তাজিন্দার পাল সিং তুর।

শেষ চারে প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ

নজির গড়ে সেমিতে ভারত

নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : ৯০ বল বাকি থাকতে জাপানের বিরুদ্ধে দাপুটে জয়। ভারতের মহিলা ক্রিকেটের ইতিহাসে টি২০ ফরম্যাটে রান তাড়া করতে নেমে দ্রুততম ম্যাচ জয়ের নজির গড়ে এশিয়ান গেমসের সেমিফাইনালে উঠলেন হরমনপ্রীত কাউররা।

এদিন টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেন ভারতের অধিনায়ক হরমনপ্রীত। নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণি-শেফালি ভার্মাদের স্পিনের মায়াজালে ১৯.৫ ওভারের মধ্যে মাত্র ৫৭ রানেই গুটিয়ে যায় জাপান। ওপেনার আয়াকা কাটো স্ট্যাফোর্ড সর্বাধিক ২৫ রান করেন। শ্রী চরণি ১০ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। শেফালি ভার্মা পান ২ উইকেট।

জবাবে ব্যাট করতে নেমে মাত্র ৫ ওভারে ২ উইকেটে ৫৯ রান তুলে নেয়। ওপেনার শেফালি ১৫ বলে ৪০ রানের ঝোড়ো ইনিংস খেলেন। ব্যাট হাতে ব্যর্থ গুণালান কমলিনী (০) ও ভারতী ফুলমালি (৬)। রিচা ঘোষ ৬ বলে ১২ রানে অপরাজিত থাকেন।

ভারত এর আগে টি২০ ফরম্যাটে দ্রুততম জয় পেয়েছিল ২০২২ সালে থাইল্যান্ডের বিরুদ্ধে। সেবার ৮৪ বল বাকি থাকতেই ম্যাচ পকেটে পুরেছিল তারা। সেই রেকর্ড এদিন ভাঙলেন হরমনপ্রীতরা। শেষ চারে অবশ্য তাদের প্রতিপক্ষ বাংলাদেশ।

20th Asian Games Aichi-Nagoya 2026

এশিয়াডে অব্যবস্থা, ভোগান্তি প্রণতিদের

পুরুষ কোচের সঙ্গে থাকার ঘর বরাদ্দ

নাগোয়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : জাপানের আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস আয়োজন নিয়ে শুরু থেকেই উৎকণ্ঠা ছিল। সেটা যে খুব অমূলক ছিল না, তা প্রমাণ হয়ে গেল প্রথম দিনেই। চরম ভোগান্তির শিকার বাঙালি জিমনাস্ট প্রণতি নায়েক সহ ভারতের একাধিক ক্রীড়াবিদ।

স্থানীয় সময় বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় নাগোয়া পৌঁছান প্রণতি ও তাঁর কোচ অশোক মিশ্র। সেখানে একটি ক্রুজকে গেমস ভিলেজ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। সেই ক্রুজে পা রাখার পর প্রণতি জানতে পারেন তাঁর এবং কোচ অশোক মিশ্রর থাকার জন্য একটি মাত্র ঘর বরাদ্দ রয়েছে। একজন মহিলা অ্যাথলিট ও তাঁর পুরুষ কোচের একই ঘরে থাকার ব্যবস্থা গেমসের নিয়মবিরুদ্ধ। তৎক্ষণাৎ প্রণতিরা আয়োজকদের কাছে আপত্তির কথা জানালেও কেউ কর্ণপাত করেনি। শেষপর্যন্ত রাতের দিকে ইন্ডিয়ান অলিম্পিক অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে অন্য হোটেলে কোচ অশোকের জন্য ঘরের বন্দোবস্ত করা হয়। সব সমস্যা মিটিয়ে তিনি যখন ঘরের চাবি হাতে পান ঘড়ির কাঁটায় স্থানীয় সময় তখন রাত ২টা।

কোচ অশোক মিশ্রর সঙ্গে প্রণতি নায়েক।

এই ঘটনার পর ভারতের 'শেফ দ্য মিশন' সহদেব যাদব জানিয়েছেন, আইচি-নাগোয়ায় এশিয়ান গেমস আয়োজনে বড় খামতি রয়েছে। তিনি বলেছেন, 'এখানে পৌঁছানোর পরেই আমাদের জানানো হয় যে বরাদ্দ ঘরের সংখ্যা কমানো হয়েছে। ফলে আমাদের দ্রুত বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়। এমন নজিরবিহীন বিশৃঙ্খলা আগে দেখিনি।' এই অব্যবস্থার ছবিকে বিচ্ছিন্ন ঘটনা বললে ভুল হবে। এর আগে ভারতীয় শুটিং দলকে ঘর না পেয়ে গোটা একটা রাত হোটেলের লবিতে কাটাতে হয়েছিল। দুর্ভোগের মুখে পড়েছিল কাবাডি দলও। শুধু ভারত নয়, রীতিমতো ক্ষোভে ফুঁসছে অংশগ্রহণকারী একাধিক দেশ।

শুক্রবার ভারত, উত্তর কোরিয়া, প্যালেস্তাইন সহ একাধিক দেশের যৌথ পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠান ছিল। কিন্তু এশিয়ান অলিম্পিক কাউন্সিল ও আয়োজক কমিটির সমন্বয়হীনতার জেরে ২০ মিনিট দেরিতে তা শুরু হয়। নির্দিষ্ট সময়ের প্রায় দেড় ঘণ্টা পর শেষ হয় ওই অনুষ্ঠান। হকি ম্যাচে বাংলাদেশের মুখোমুখি হয়েছিল দক্ষিণ কোরিয়া। ম্যাচ শুরুর আগে প্রথা অনুযায়ী উভয় দেশের জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। তবে এদিন দক্ষিণ কোরিয়ার বদলে প্রথমে উত্তর কোরিয়ার জাতীয় সংগীত বাজানো হয়েছিল। ভুল শুধরে পরে দক্ষিণ কোরিয়ার জাতীয় সংগীত বাজানো হয়। এই ঘটনার পর আয়োজকরা লিখিতভাবে ক্ষমাপ্রার্থনা করলেও দক্ষিণ কোরিয়ার এক প্রতিনিধি আইচি-নাগোয়া গেমসের আয়োজনকে 'নিকৃষ্টতম' বলে আখ্যা দিয়েছেন।

শাপমুক্তির লড়াই মহমেডানেরও

আজ বাগানের বাজি ছাঙ্গতে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শাপমুক্তির ম্যাচ!

গোলপার্থ্যক্যে আইএসএল খেতাব হাতছাড়া। ডুরান্ড কাপ ফাইনালে লজ্জার হার। সাম্প্রতিক সময় বারবার তিরে এসে তরী ডুবেছে সবুজ-মেরুনের। ব্যর্থতার কানাগলি থেকে বেরোতে তাই কলকতা ফুটবল লিগকেই বেছে নিয়েছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ম্যানেজমেন্ট। শনিবার মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারাতে পারলেই দীর্ঘ আট বছর পর আবার ঘরোয়া লিগের স্বাদ পাবে সবুজ-মেরুন। সব দিক বিবেচনা করে দেখলে এই ম্যাচটাকে মোহনবাগানের জন্য শাপমুক্তির ম্যাচ বলাই যায়। এই কথাটা আরও বেশি করে প্রযোজ্য মহমেডানের ক্ষেত্রে।

গত দুই বছর অন্ধকারে ডুবেছিল সাদা-কালো শিবির। একের পর এক বিতর্ক, নির্বাসন। এমনকি গত মরশুমে একটা সময় ঘরোয়া লিগেও অবনমনের ভ্রুকুটি চেপে বসেছিল মহমেডানের ওপর। সেই পরিস্থিতি থেকে এবার খেতাব জয়ের হাতছানি। শক্তির বিচারে মোহনবাগান কয়েক যোজন এগিয়ে। তারপরও অসম্ভবকে জয় করার স্বপ্ন দেখছেন ইসরাফিল দেওয়ান, লালরেমসাঙ্গারা। বড় ম্যাচের আগে ইসরাফিল জানালেন, 'মোহনবাগান নিঃসন্দেহে শক্তিশালী দল। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে প্রমাণ করার লড়াই। চোখে চোখ রেখে লড়ব। জয় ছাড়া আর কিছু ভাবছি না।'

মোহনবাগান অবশ্য প্রতিপক্ষকে একেবারেই খাটো করে দেখতে নারাজ। আপুইয়া, অভিষেক সিং টেকচাম, মেহতাব সিংরা জাতীয় শিবিরে চলে গেলেও শনিবার মহমেডানের বিরুদ্ধে ম্যাচে সেরা দলই মাঠে নামাচ্ছে সবুজ-মেরুন। এই ম্যাচে লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতের খেলার জোরালো সম্ভাবনা রয়েছে। লিস্টন কোলাসো এখনও পুরোপুরি ফিট নন। তাই অনভ্যস্ত পজিশন বাঁ প্রান্তে দেখা যেতে পারে ছাঙ্গতেকে। যদিও প্রয়োজনে প্রান্ত বদল করে খেলবেন। অনুশীলনে তেমনই ইঙ্গিত মিলেছে। কাজেই বলা যায়, মহমেডান ম্যাচে মোহনবাগানের বাজি তিনিই। এছাড়া গোলে দ্বীপ্রভাত ঘোষ, চার ডিফেন্ডার যথারীতি রাজ বাসফোর, রাহুল ভেকে, শুভাশিস বসু ও রবিলাল মান্ডি। মাঝমাঠে দীপক টাংরির সঙ্গে জুটি বাঁধবেন সন্দীপ মালিক। ডান প্রান্তে কিয়ান নাসিরি। আক্রমণে জোড়া ফলা সাহাল আব্দুল সামাদ ও মনবীর সিং।

লিগের অঙ্কে একটু হলেও সুবিধাজনক জায়গায় রয়েছে মোহনবাগান। ম্যাচ জিতলেই চ্যাম্পিয়ন তারা। ড্র করলেও সুযোগ রয়েছে। সেক্ষেত্রে ভবানীপুর এফসি-কে হারতে হবে ইউনাইটেড স্পোর্টসের কাছে। আবার ইস্টবেঙ্গল বা ইউনাইটেড চার গোলের বেশি ব্যবধানে জিতলে চলবে না। সেখানে সাদা-কালো শিবিরের সামনে জয় ছাড়া বিকল্প কোনও পথ নেই। বাগান অধিনায়ক শুভাশিস বসু বলেছেন, 'আমি এবারই প্রথম কলকাতা লিগে খেলছি। এই ম্যাচটা আমাদের কাছে ফাইনাল। আট বছর পর ক্লাবে ট্রফি আনতে চাই। তবে তা অন্য কোনও দলের ওপর ভরসা করে নয়। নিজেদের ওপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।'

মহমেডান ম্যাচের প্রস্তুতিতে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের লালিয়ানজুয়ালা ছাঙ্গতে।

কলকাতা লিগে আজ

মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট বনাম মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব
স্থান : বারাসত স্টেডিয়াম

ইস্টবেঙ্গল এফসি বনাম কোল ইন্ডিয়া
স্থান : কলকাতা
সময় : দুপুর ৩টা
সম্প্রচার : নম্বর১০ স্পোর্টস অ্যাপ

চ্যাম্পিয়নশিপ নিয়ে ভাবছে না ইস্টবেঙ্গল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : অঙ্কের বিচারে এখনও কলকাতা লিগ জয়ের দৌড়ে ভেসে রয়েছে ইস্টবেঙ্গল।

লিগ জিততে গেলে শেষ ম্যাচ কমপক্ষে পাঁচ গোলে জেতার পাশাপাশি অন্য দলগুলির রেজাল্টের দিকে তাকিয়ে থাকতে হবে ইস্টবেঙ্গলকে। কিন্তু চ্যাম্পিয়নশিপের এই জটিল অঙ্ক মাথায় রাখছে না তারা। শেষ ম্যাচ জিতেই লিগ শেষ করতে চায় লাল-হলুদ শিবির। কোচ অর্চিস্মান বিশ্বাস বলেছেন, 'চ্যাম্পিয়ন বা রানার্স হওয়া নিয়ে ভাবছি না। জিতে লিগটা শেষ করাই লক্ষ্য।'

মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব ম্যাচের পর অবশ্য অর্চিষ্মান জানিয়েছিলেন, লিগ জয়ের অঙ্ক তারা মাথায় রাখছেন। কিন্তু পরেরদিন ভবানীপুর এফসি জিতে যাওয়ায় খেতাব জয়ের সমীকরণ বদলেছে। ইস্টবেঙ্গলের চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সম্ভাবনা কমে গিয়েছে আরও। তাই এখন জেতা ছাড়া কিছুই ভাবতে চাইছেন না লাল-হলুদ শিবির। গ্রুপ পর্বে দুরন্ত খেলেও সুপার সিক্সে প্রথম দুইটি ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করার আক্ষেপ করতে হচ্ছে তাদের।

দুর্বল কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাত্মক ফুটবলই হাতিয়ার ইস্টবেঙ্গলের। চোট সারিয়ে দলে ফিরছেন বিক্রম প্রধান। গোলে গৌরব সাউ খেলবেন। রক্ষণে চার ডিফেন্ডার হতে পারেন জয় বাজ, মনোতোষ চাকলাদার, সোনম সেওয়াং ও বিক্রম। মাঝমাঠে তন্ময়ের সঙ্গে জুটি বাঁধবেন অনন্থু এনএস। দুই প্রান্তে আকাশ হেমরম ও বিজয় মুর্মু নিশ্চিত। আপফ্রন্টে দেবদথ এসের সঙ্গে ডার্বির নায়ক মহম্মদ বিলাল খেলবেন।

লিগ জয়ের সমীকরণের ক্ষেত্রে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট-মহমেডানের পরে ভবানীপুর সবচেয়ে সুবিধাজনক অবস্থায় রয়েছে। দুই প্রধান পয়েন্ট নষ্ট করলে আর ইউনাইটেডকে হারাতে পারলে স্বাধীনতার পর তিন প্রধানের বাইরে তৃতীয় দল হিসেবে খেতাব জিতবে তারা। তবে গতবারের রানার্স ইউনাইটেডও খেতাবের আশা বাঁচিয়ে রেখেছে। তাদের অঙ্কটা আবার লাল-হলুদের সঙ্গে হুবহু মিলে যায়। কিন্তু ভবানীপুর ও ইউনাইটেড দুইটি দলের লক্ষ্যেই ম্যাচটা জেতা। খেতাবি অঙ্ক তারাও মাথায় রাখতে চায় না।

ভবানীপুরের কোচ রঞ্জন চৌধুরী বলেছেন, 'আমি কোনও অঙ্ক মাথায় রাখতে চাই না। ম্যাচটা জিততে পারলে অন্তত পক্ষে রানার্স হওয়াটা নিশ্চিত হবে। জয়টাই আমার কাছে আসল। বাকিটা দেখা যাবে।' তবে গ্রুপ পর্বে প্রাপ্ত পয়েন্ট সুপার সিক্সে যোগ না হওয়ায় ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন ভবানীপুর কোচ। ইউনাইটেড কোচ লালকমল ভৌমিকের বক্তব্য, 'আমার একটাই লক্ষ্য জিতে লিগটা শেষ করা।' তবে শেষ ম্যাচে চোটের জন্য গোলকিপার সৌরভ সামন্তকে পাচ্ছে না ইউনাইটেড।

কোল ইন্ডিয়ার বিরুদ্ধে ইস্টবেঙ্গলের প্রধান ভরসা আকাশ হেমরম।

উত্তরের খেলা

রুদ্রাংশ মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে

মালবাজার, ১৮ সেপ্টেম্বর : পাঞ্জাবের মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি-তে অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগে সুযোগ পেল মালবাজারের রুদ্রাংশ ভুজেল। পানোয়ার বস্তি এলাকায় মা বাবা ও দিদির সঙ্গে থাকে রুদ্রাংশ। সম্প্রতি বানারহাটে প্রাথমিক পর্বের ট্রায়ালে পাশ করার পর রুদ্রাংশের চূড়ান্ত ট্রায়াল হয় পাঞ্জাবে। পরবর্তীতে মিনার্ভা অ্যাকাডেমি এফসি-র অনূর্ধ্ব-১০ বিভাগের নির্বাচিত ফুটবলারদের তালিকা রুদ্রাংশের নাম প্রকাশিত হয়। ভিক্টর গুরুংয়ের অধীনে প্রশিক্ষণ নেয় স্ট্রাইকার পজিশনে খেলা রুদ্রাংশ। মিনার্ভা অ্যাকাডেমিতে রুদ্রাংশ সুযোগ পাওয়ায় উচ্ছ্বসিত কোচ ভিক্টর। এদিন রুদ্রাংশকে তার সতীর্থরা সংবর্ধনা দিয়েছে।

কোচ ভিক্টর গুরুংয়ের সঙ্গে রুদ্রাংশ ভুজেল। ছবি : সোমনাথ দত্ত

শ্রেয়স-বৈভবদের জন্য আলাদা ব্যবস্থা বোর্ডের

মুম্বই, ১৮ সেপ্টেম্বর : এশিয়ান গেমস শুরুর আগেই প্রতিযোগিতার পরিকাঠামো নিয়ে নানা অসন্তোষ শুরু হয়েছে। ভারতের একাধিক খেলোয়াড় থাকার জায়গা নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল ২৮ সেপ্টেম্বর অভিযান শুরু করবে। আইচি-নাগোয়ায় শ্রেয়স আইয়ার, বৈভব সূর্যবংশীদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় তারজন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিসিসিআই সচিব দেবজিৎ সইকিয়া জানিয়েছেন, আয়োজক কমিটির আবাসন সীমাবদ্ধতার কারণে ভারতীয় পুরুষ দলের জন্য বোর্ড নিজস্ব আলাদা হোটেল বা আবাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।

মহিলা দল থাকবে অ্যাথলিটস ভিলেজেই

এই প্রসঙ্গে সইকিয়া বলেছেন, 'সাপোর্ট স্টাফ সহ ভারতীয় পুরুষ দলের বহর অনুমোদিত সদস্য সংখ্যার চেয়ে অনেক বড়। আমরা টুর্নামেন্ট চলাকালীন দলের খেলোয়াড় ও সাপোর্ট স্টাফদের আলাদা বা বিচ্ছিন্ন করতে চাইনি, তাই বিসিসিআই নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় পুরুষ দলের জন্য পৃথক থাকার বন্দোবস্ত করেছে।'

অন্যদিকে, মহিলা ক্রিকেট দলের সদস্য সংখ্যা নির্ধারিত ২০ জনের মধ্যে থাকায় তাঁরা আয়োজক কমিটির দেওয়া আবাসন সুবিধাতেই থাকবেন বলে জানান সইকিয়া। মাঠের সুযোগসুবিধা ও পরিকাঠামো নিয়ে তৈরি হওয়া জল্পনা উড়িয়ে দিয়ে বোর্ড সচিব বলেছেন, 'আয়োজক কমিটির ওপর আমাদের সম্পূর্ণ ভরসা আছে। এটি একটি বড় টুর্নামেন্ট। তারা সেরা সুযোগসুবিধাই প্রদান করবে।' বিসিসিআইয়ের এই পদক্ষেপে খেলোয়াড়দের স্বাচ্ছন্দ্য ও দলের সংহতি বজায় থাকবে বলে আশা করা হচ্ছে।

গতবারের এশিয়াডে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারতীয় পুরুষ ক্রিকেট দল। সইকিয়ার আশা, শ্রেয়সের নেতৃত্বাধীন টিম ইন্ডিয়া এবারও সোনার পদক জিতবে। সইকিয়া বলেছেন, 'আমাদের চোখ আরও একবার সোনার পদকে। সবাই জানি, ভারতের তিনটি আলাদা দল একইদিনে বিশ্বের ভিন্ন প্রান্তে মাঠে নামার ক্ষমতা রাখে। এশিয়ান গেমস আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ টুর্নামেন্ট। তাই নিয়মিত অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারের অধীনে জসপ্রীত বুমরাহকে রেখেই শক্তিশালী স্কোয়াড গড়া হয়েছে। বাকি প্রতিযোগিতার মতো এশিয়াডও আমাদের কাছে সমান গুরুত্ব রাখে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন দিদারগঞ্জ-এর এক বাসিন্দা

উত্তর প্রদেশ, দিদারগঞ্জ - এর একজন

বাসিন্দা আরতি তিওয়ারি - কে 02.07.2026 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 45J 42612 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "ডিয়ার লটারি আমাকে কোটিপতি বানিয়ে আমার আর্থিক অবস্থা উন্নত করেছে। এটি আমার জীবনের পরম সুখ ছিল যা শব্দ বা অভিব্যক্তির মাধ্যমে বর্ণনা করা যায় না। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে সারাজীবনের জন্য গভীরভাবে ঋণী থাকব।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

ফাইনালে জেএফএ

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : টাউন ক্লাবের অশোকপ্রসাদ রায়, অমিত রায় ও জয়শ্রী গুপ্ত ট্রফি অনূর্ধ্ব-১৯ ছেলেদের আন্তঃ কোচিং ক্যাম্প ফুটবলে ফাইনালে উঠল জেএফএ। শুক্রবার প্রথম সেমিফাইনালে তারা ৩-১ গোলে শিলিগুড়ি ইউকেএফসি-কে হারিয়েছে। জেএফএ-র আর্থিক টোপ্পো ও সমীর দে সরকার ও ম্যাচের সেরা রজত ওরাওঁ গোল করেন। ইউকেএফসি-র গোলস্কোরার ওয়াঙ্গেল তামাং।

ম্যাচের সেরার পুরস্কার হাতে রজত ওরাওঁ। ছবি : অনীক চৌধুরী

ট্রফি নিয়ে উল্লাস জলপাইগুড়ি দলের। ছবি : অনীক চৌধুরী

চ্যাম্পিয়ন জলপাইগুড়ি

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ির জিগপা এবং সাই-তে আয়োজিত মেয়েদের রাজ্য স্কুল ব্যাডমিন্টনে শুক্রবার অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে চ্যাম্পিয়ন শিলিগুড়ির ঋত্বিকা দাস। ফাইনালে সে উত্তর২৪ পরগনার পূর্বাশা মজুমদারকে হারিয়েছে। তৃতীয় জলপাইগুড়ির প্রগতি প্রাধান। তিন বিভাগের মোট ফলাফলের বিচারে চ্যাম্পিয়ন জেলা জলপাইগুড়ি এবং রানার্স উত্তর চব্বিশ পরগনা। তৃতীয় স্থান দখল করেছে শিলিগুড়ি। অন্যদিকে, রায়গঞ্জে অনুষ্ঠিত ছেলেদের অনূর্ধ্ব-১৪ বিভাগে জলপাইগুড়ির আর্শভ সাহা রানার্স হয়েছে। ছেলেদের এই প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছে জলপাইগুড়ি জেলা দল।

মিলনের ফুটবল শুরু

ওদলাবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মিলন সংঘ ক্লাবের বাইতুল আলম ও রাম বাহাদুর থাপা ট্রফি ফুটবল শুক্রবার শুরু হল। উদ্বোধনী ম্যাচে মেটেলি স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন টাইব্রেকারে ৫-৪ গোলে হলদিবাড়ির জলন্ধর ব্রাদার্সকে হারিয়েছে। শান্তি কলোনি ফুটবল মাঠে ম্যাচ গোলশূন্য ছিল। ম্যাচের সেরা মেটেলির প্রীতম সাহা। শনিবার খেলবে নর্থ বেঙ্গল আর্মড পুলিশ শিলিগুড়ি ও মাথাভাঙ্গা প্লেয়ার্স ইউনাইটেড ফুটবল ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে প্রীতম সাহা। ছবি : সোমনাথ দত্ত